পায়রা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

শ্রীসাগরময় ঘোষ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

গণ্ডাকতক কাকের উৎকট চিৎকারে প্রতিমার ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল। পাশে শুয়ে ছিল ছেলে অপূর্ব। সেও এইবার উঠে বসল। নিচের তলার শোবার ঘর। পশ্চিমে ছোট মত একটা বাগান। কাকেদের কাংস্যাকাঁতি আসছে সেই বাগান থেকে। অপূর্ব নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে। বেশ ঘুমোচ্ছিল! ভোরের ঘুম। ঘুম চোখেই বলল, 'বংশ নির্বংশ করব! গুলতিটা দাও তো মা।' তার এইসব ভোকাবুলারির উৎস হল, দাদু পরমেশ্বর, পিতা বঙ্কিম, মাতা প্রতিমা। প্রতিমা চোখ খুলেই সময়টা আন্দাজ করে নিয়েছে, সাড়ে চার থেকে পাঁচের মধ্যে। সাতের আগে বিছানা ছাড়ার সামান্যতম ইচ্ছেও তার নেই।

প্রবাসী বাঙালীর মেয়ে। বঙ্কিমের বউ হয়ে কট্টর নিষ্ঠাবান পরিবারে এলেও, স্বভাব সে কোনোমতেই ছাড়তে রাজি নয়। তার ভাবে এইটাই প্রকাশিত, সংসারে আমি ফিট করব না, সংসারই আমাতে ফিট করবে। বিয়ের পর বঙ্কিমের দায়-দায়িত্ব তাই বেড়ে গেছে। তাকে এখন ডবল দায়িত্ব পালন করতে হয়। আগে ভোরে দু-কাপ চা করতে হত, এখন তিন কাপ করতে হয়, বঙ্কিম, পরমেশ্বর, প্রতিমার। ছেলের ব্রেকফাস্ট, তার সকালে স্কুল। বাসীঘর, ঠাকুরঘর পরিষ্কার। পরমেশ্বর আহ্নিকে বসবেন। এর পর বাজার। ফিরে এসেই পরমেশ্বরের ব্রেকফাস্ট। চারা মাছ হলে মাছ ড্রেস করে দেওয়া।

মাছের অ্যানাটমি সম্পর্কে প্রতিমার জ্ঞান খুব কম। পিত্তটাকে সে কিছুতেই ট্যাকল করতে পারে না। প্রতিমা যখন কোরা বউ, যে সময় বউদের আসল রূপটা একটু মাস্কড থাকে সেই সময় বারকতক চেষ্টা করে রোজই চটকে ফেলত। মাছের ঝোল হয়ে যেতো নিম ঝোল। বঙ্কিমের হৃদয়েশ্বরী হতে পারে, পরমেশ্বরের ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। তিনি শিক্ষক মানুষ' প্রথমে শ্লেটে মাছের ছবি এঁকে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিলেন দিস ইজ বাইল স্যাক। প্রতিমাকে ডেকে পাশে বসিয়ে শেখাবার চেষ্টা করলেন। প্রতিমার বয়ে গেছে। সে দেখলে এই তো সুযোগ! বঙ্কিমকে বললে, 'আমি ঠিক পারি না গো, উঁহু, হুঁহুঁ। ছোটো মাছ আর এনো না, ডিয়ারী পেয়ারী। কাটা মাছ এনো প্লিইইজ।' বঙ্কিম দেখলে, দায়টা তারই। পরমেশ্বর তার পিতা, প্রতিমার তো পিতা-ইন-ল! বৃদ্ধ মানুষের আহার না হলে নিন্দেটা তারই হবে।

সংসারটা এখন বঙ্কিমের। পিতা পরমেশ্বর অবসরভোগী। তাঁর সুর, দিন তো গিয়া, সন্ধ্যা আয়া। প্রতিমার ভাব, বঙ্কু, আমি তোমার প্রেম করা বউ, এ সংসারে ধোঁকার টাটি খাই দাই আর মজা লুটি। বঙ্কিমের ভাব, প্রেমকরা বউ কদাচ প্রেমিক বউ হয়! লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখত লিখে নিয়েছে হায়। মা-মরা বঙ্কিম এখন মহা ফাঁপরে পড়েছে।

প্রতিমা ছেলেকে দলে টানতে চাইল, 'গুলতি ফুলতি রাখ তো! আজ রবিবার আর একটু শুয়ে পড়।' অপূর্বর এখনো শয়নের আয়েস বোঝার মত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়নি। সে মশারি ফুঁড়ে বেরিয়ে পশ্চিমের জানলাটা খুলে ফেলল। খুলেই হৈ হৈ করে উঠল। ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। একটা পায়রা চিৎ হয়ে পড়ে আছে কলকে গাছের তলায়। দুটো ধুম্বো কাক পায়রাটার নরম পেটের ওপর বসে ঠুকরে ঠুকরে লোম ছাড়াচ্ছে। আর গোটাকতক বসে আছে কলকে ডালে

অবজার্ভার হিসেবে। নিঃসন্দেহে খুব মনোরম প্রাতরাশ।

উত্তেজক কোনো ব্যাপারের গন্ধ পেলেই প্রতিমার লেথার্জি কেটে যায়। ঝগড়া, মারামারি, চিৎকার, উল্লাস প্রতিমার জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেয়। ওইসব মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হবে, হ্যাঁ বেঁচে আছে। বঙ্কিমের ধারণা, কোনো স্প্যানিশ বুলফাইটার ভুল করে পুনর্জন্ম নিয়েছে প্রতিমার দেহে। জন্মছকটা একদিন বিচার করে বঙ্কিম কারণটা খুঁজে পেয়েছিল গ্রহ সন্নিবেশে। কুপিত মঙ্গল সব সময় ফুস মন্তর দিচ্ছে, লাগিয়ে দে, বাঁধিয়ে দে, উড়িয়ে দে, পুড়িয়ে দে, ধসিয়ে দে। ভেতরটা যেন সব সময় ধেই ধেই করে নাচছে, লাগ ভেল্কি লাগ। পরমেশ্বর স্ট্যাটিক টার্গেট সারাদিন দোতলায়, কয়েকটা ধাপের ব্যবধানে সব সময় এভেলেবল। বঙ্কিম আর অপূর্ব শিফটিং টার্গেট। অপূর্ব হল হাতসাধার তবলা। গর্ভজাত। অষ্টপ্রহর তেরে কেটে ধেরে নাগে। কারুর কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। সন্তানকে শাসনের অধিকার, কে হরে নেবে মাগো!

একুশটা ধাপের এগারটা ধাপ ভেঙে দোতলা আর একতলার মাঝে প্ল্যাটফর্মের মত সবচেয়ে বড় ধাপে দাঁড়িয়ে পরমেশ্বর আগে মাঝে-মধ্যে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেছেন। নিজে বর্বর হয়ে বার্বেরিয়ান প্রতিমাকে বাধা দিতে গেছেন। প্রতিমা হাজার বলে বলীয়ান হয়ে মাইনরিটি পরমেশ্বরকে নিমেষে প্ল্যাটফর্ম থেকে ফেলে দিয়েছে। ছেলেকে শাসন ক্যারবোও, আমি মেও (উত্তেজিত অবস্থায় প্রতিমার কথা শেষের দিকে এইভাবে একটু গোল্লা পাকিয়ে যায়)। অ্যাই ব্যাপার্যা য্যা ন্যাক গলাতে আসবে ত্যার ন্যাকও থ্যাঁতো করে দ্যাবো।

ও বাবা, এ বড় শক্ত ঠাঁই! হতভম্ব পরমেশ্বর সত্তরোত্তীর্ণ চালসে-ধরা চোখের জুম লেনসে দশটা ধাপ নিচে উত্তাল সংসার সমরাঙ্গনে পুত্রবধূর ছৌনৃত্য দেখে নিজেও নাচতে নাচতে আবার এগারোটা ধাপ ভেঙে নিজের কোটে চলে যেতেন। উঠতে উঠতে তাঁর গলা দিয়ে এফার্টলেস অটোমেটিক যে শব্দ বেরোতো, প্রত্যুষে সুর করে গাইলে প্রাণে ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়, মধ্যরাতে নির্জন রাস্তায় সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলে পরলোকের আতঙ্ক জাগে। পরমেশ্বর উপরে উঠেই নিজের ছোট্ট শ্লোকের খাতায় আবার আন্ডার লাইন করেন, শা যদি ক্রিয়তে রাজা।

বেনে মসলার দোকান থেকে বন চাঁড়ালের শিকড় এনে কুপিত মঙ্গলকে প্রশমিত করার জন্যে বউকে পরাতে গিয়েছিল। মঙ্গল যার উগ্র সে বেটাচ্ছেলে শুনবে কেন? বন্ধ ঘরে বাবু বঙ্কিমের সঙ্গে মেমসাহেবের ধুস্তাধুস্তি। টেবলল্যাম্প উল্টে পড়ল। কার্পেটে ঢেউ খেলল। গেলাস পড়ল ছিটকে। কোণঠাসা প্রতিমা হাঁপাচ্ছে, 'চালাকি পেয়েছো? বশীকরণের মাদুলি পরাচ্ছ বাপের সঙ্গে কনসাল্ট করে।' এঁরা সকলেই আবার তুকতাক একটু বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বরের ধারণা প্রতিমা ছেলেকে বশীকরণ করেছে, তা না হলে অমন শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাই আনরিফর্মড হয়ে পড়ে পড়ে বংশ বৃদ্ধি করছে। তাও কোন মেয়েলে! যে মেয়েলে একমাত্র শেয়াল-কাঁটার চাষ হতে পারে। প্রতিমার ধারণা, পরমেশ্বর বঙ্কিমকে ভেড়া বানিয়েছে, তা না হলে বউয়ের কথায় ওঠবোস করে না এ কেমন মিনসে? বনচাঁড়াল বনে গেল। মাঝখান থেকে প্রতিমা আবার মা হল। এবার কন্যাসন্তান।

'কি বললি? পায়রা! কাগে খোবলাচ্ছে!' প্রতিমা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনো জীবে তার ভীষণ দয়া। প্রথমে প্রতিমা, তারপর অপূর্ব দুজনেই দরজা খুলে বাগানে ছুটে গেল। অপূর্ব বললে—এইটাই বোধ হয় সেই চিত্রগ্রীব মা! ওর মা বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ওড়া শেখাবার

জন্যে।

এখন মর কাগের ঠোককোর খেয়ে।

ওদের দু'জনকে দেখে কাক দুটো পায়রাটার ঠ্যাং ধরে কোনো রকমে উড়ে গিয়ে কলকে গাছের উঁচু ডালে বসল। অপূর্বর বকবকানি সমানে চলছে,—চিত্রগ্রীবের মা তোমার মতই ব্যস্ত, সাত তাড়াতাড়ি ওড়াবার কি দরকার ছিল! সবেতেই অধৈর্য!

প্রতিমা পায়রা ভুলে অপূর্বর কান টেনে ধরল। নিজের বিরুদ্ধে কোনো স্ল্যান্ডার সে আনপানিশড থেকে যেতে দেবে না। পায়রা ঝুলছে কলকে গাছে। কাকের ঠোঁটের খাবলায় পায়রার বুকের নরম নরম পালক তুলোর মত খুস খুস করে পড়ছে। কানটাকে বেশ জোরে বারকতক টানা ছাড়া করে প্রতিমা বললে, বল এটা কার কথা?

অন্য কারুর কান হলে হাতে খুলে চলে আসত। নেহাত প্রতিমার ছেলে বলেই যথাস্থানে রয়ে গেল। অপূর্ব বললে, দাদির।

ইতিমধ্যে পরমেশ্বর বাগানের দিকের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরও কৌতূহল কিসের চিৎকার জানার। বয়েস বাড়ার সংগে সংগে আর স্নায়ুর ওপর সারা জীবন অস্বাভাবিক চাপের ফলে ইদানীং পরমেশ্বরের চিন্তা সব সময়েই অদ্ভুত রাস্তায় চলে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, প্রতিমা অপূর্বকে খুন করে বাগানে ফেলে দিয়েছে, কাক এসে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। পুরোপুরি না মিললেও, তিনি যা দেখলেন, দৃশ্যটা অনেকটা সেই রকমই। মহাদেবের প্রিয় ফুলগাছের ডালে পাখিদের হত্যালীলা। গাছের তলায় মার্ডারাস মাদার কিলিং এ ফুলের মত চাইলড। ও আই অ্যাম হেলপলেস! না এ দৃশ্য দেখব না। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন আর সেই সময় প্রতিমার গলা কানে এল,—দাদি? ওই দাদিই তোমার মাথাটি খাবেন। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোমার মুখ আমি জুতিয়ে সিধে করে দেবো।

পরমেশ্বর আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। এটলিস্ট আই শুড প্রোটেস্ট। বয়স হতে পারে, ইনকাম কমে যেতে পারে, বাট আই অ্যাম নট অ্যান ইমবেসাইল। বারান্দার রেলিংয়ে কনুইয়ের ভর দিয়ে, শীর্ণ শরীরে যথাসম্ভব শক্তি এনে নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে, বউমা শব্দটা তিনি ঘৃণায় উইথড্র করে নিয়েছেন বহু-কাল। প্রতিমা মুখ তুলে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। এতটুকু নার্ভাস হয়েছে বলে মনে হল না। পরমেশ্বরের মুখে চার-পাঁচ দিনের পাকা দাড়ি। চোখের কোণে অল্প সাদা পিঁচুটি। জীবনে ঘা খাওয়া রণক্লান্ত সৈনিকের মত চেহারা। পরমেশ্বর বললেন,—জানতে পারি কিভাবে আপনার ছেলেব মাথা খেয়েছি?

প্রতিমা অপূর্বর কান ছেড়ে দিয়ে বললে,—ছোটো মুখে বড় কথা বলতে শিখিয়ে।

পরমেশ্বর খুব পোলাইটলি বললেন,—আজ্ঞে আমি যদি বলি, ঠিক এর উলটো। আপনার নিজের উদ্ধত স্বভাব এবং লঘু গুরু জ্ঞানের অভাব আপনার পুত্রে সংক্রামিত হয়েছে। ইট ইজ ইন দি ব্লাড। জেনেটিক্যালি...

পরমেশ্বর কথা শেষ করার সময় পেলেন না। প্রতিমা বললে, 'ব্লাড আছে না কারুর ঘিলুতে আছে খোপারি খুলে দেখতে হবে। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে কাউকে হবে না।' পরমেশ্বর তড়িৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন,—মাপ করো রাজা। তাঁর পা কাঁপছে। ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন,—তোমারে বধিবে যে ওই তো বাড়িছে সে। হি উইল টিচ ইউ হাউ মেনি গ্রামস মেক এ কিলো। পরমেশ্বর হা হা

করে হেসে উঠলেন,—জয় মা, জয় মা, বেশ করেছিস মা, বেশ করেছিস!

প্রতিমা ওসব ফাইন সেণ্টিমেণ্টের ধার ধারে না। বঙ্কিম বলে, মুখ নয়তো মেশিনগান। কি বলেছে, কাকে বলেছে, কেন বলেছে, এসব বুঝতেও চায় না, বোঝালেও বোঝে না। পরমেশ্বরকে ঝেড়েই পায়রা নিয়ে পড়ল। হা হা হাসি জয় মা জয় মা চিৎকার কানে এলেও গ্রাহ্য করল না।

ওসব তার গা সহা হয়ে গেছে। পরমেশ্বরের যন্ত্রণা, বঙ্কিমের ভর্ৎসনা, সে আর কেয়ার করে না। জানে তৈলহীন গাড়ির চাকার মত সংসার আর্তনাদ করতে করতে এইভাবে ঠিকই চলে যাবে। সাংঘাতিক কোনো অ্যামবিশনও নেই। ছেলে-মেয়ে মানুষ হয় হবে। বঙ্কিম থাকে থাকবে নয়তো মরে বাঁচবে। ভবিষ্যৎ যা হয় হবে। বঙ্কিম ভাবে এত বড় একটা 'এগজিসট্যানসিয়ালিস্ট' ফ্রানসে না জন্মে এখানে জন্মাল কেন?

গাছ থেকে লোকে ফুল পাড়ে, প্রতিমা পেড়ে আনল একটা পায়রা। মহিলার সাহস আছে। হুমদো হুমদো গোটা আস্টেক ফেরোসাস কাকের গ্রাস ছিনিয়ে আনা কম কথা নয়। একটু আগের কানমলা, ভবিষ্যতের জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবার অগৌরবময় সম্ভাবনা ভুলে, অপূর্ব লম্বা একটা ঝুলঝাড়া নিয়ে কাকেদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে মাকে বাঁচাবার সাধ্যমত চেষ্টা করে গেল। মাতাপুত্রের 'হোলি অ্যালায়েনস' ফর এ কমান কজ। পায়রাটার পেটের নরম লোম খুবলে খুবলে প্রায় সবই ছিঁড়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে। যে একটু আগে বৃদ্ধ শ্বশুরের খুলি খুলে নিতেও প্রস্তুত ছিল, যে একটু আগে নিজের সন্তানের কানটাই টেনে ছিঁড়ে আনতে চেয়েছিল, সেই প্রতিমার চোখেও জল।

পায়রা নিয়ে মাতাপুত্রে যখন জোর গবেষণা চলেছে, একজন বলছে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও মা, আর একজন তখন বলছে তার আগে একটা এ টি এস দিতে পারলে ভাল হয়। ঠিক সেই সময় বঙ্কিম বাজার থেকে ফিরে এল। এক হাতে যার কমলার ফুল, কমলার ফুল নয়, তারের খাঁচায় দুটো দুধের বোতল। অন্য হাতে হোয়াইটনাইট ঢুকে যেতে পারে এই রকম একটা বিশাল চটের ব্যাগ। উঁকি দিচ্ছে একটা বৃক্ষ নয়, কাটোয়ার ডেংগো, পরমেশ্বর ভালবাসেন। পিতার সেবায় বঙ্কিম সদাতৎপর। বৃদ্ধকে খুশী রাখতে পারলে বঙ্কিমের বউয়ের মেজর আর মাইনর অ্যাটাক যদি তিনি ক্ষমা করে দেন, বালিকা ভাষিতং বলে। দু' ছেলের মাকে অবশ্য কোন স্ট্রেচ অফ ইম্যাজিনেসানেই বালিকা ভাবা শক্ত। তবু যদি ভাবেন! বয়সের ব্যবধান তো অনেক সত্তর আর ত্রিবিশ।

বঙ্কিম আসতে আসতেই ভেবেছে, উনুনে আগুন পড়বে না, চায়ের জোগাড় তখনো হবে না, জলখাবারের ব্যবস্থা থাকবে না, বিছানা তোলা হবে না, ভোরের আলো আর হাওয়া ঢোকার জন্যে জানলা খোলা হবে না, বাইরের পৈঠেতে সকালের কাগজ লুটোপুটি খাবে, তোলা হবে না। ঠিক তাই। বঙ্কিম গম্ভীর মুখে ঢুকছে। বঙ্কিম আগে খুব হাসতো। এখন কদাচিৎ তার মুখে হাসি দেখা যায়। এলোমেলো সংসারের উস্কোখুস্কো ব্লটিং পেপার তার কৈশোর আর যৌবনের হাসি শুষে নিয়েছে। প্রতিমা বঙ্কিমের বিরক্তি জড়ানো মুখ থেকে তার মনের কথা হয়তো বোঝে কিন্ত সে তো পিঠে কুলো আর কানে তুলো দিয়ে বসে আছে! পায়রাটা হাতে নিয়ে প্রতিমা বঙ্কিমের সামনে এসে দাঁড়াল,—কি করা যায় বল তো?

বঙ্কিমের ভেতরটা তখন চা, চা, করছে। বাইরে কা-কার ঠেলায় তিষ্ঠোনো দায়। বঙ্কিম বললে,—রেঁধে ঝোল করা যায়, বাত আর আলস্যের ভাল দাওয়াই।

অন্য সময় হলে ঠেস দিয়ে কথা বলার ঠেলা বুঝিয়ে দিত প্রতিমা। আজ নেহাতই সে শোকার্ত। বঙ্কিম সংসারের ম্যাও আর মেওয়া নিয়ে ভেতরে চলে গেল। প্রতিমা ছেলেকে বললে,—পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্টের টিউবটা নিয়ে আয় তো।

পায়রাটার ডানায় জোর হয়নি, তার ওপর আহত। চোখ দুটো ভয়ে স্থির। ছোট্ট বুকটা ঘন ঘন উঠছে পড়ছে। শরীরটা গরম। পায়রাটাকে এখন কোথায় রাখা যায় এবং কিভাবে রাখা যায়! ঠিক হল একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁকে বড় ধাপটার একপাশে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখা হবে। বঙ্কিম বললে, 'আহা কি আবদার! জীবনে তো ন্যাতা আর ঝ্যাঁটা ধরলেন না। পায়রার ড্রপিংসের ঠ্যালা জানো? মেঝে থেকে তুলতে ঘণ্টাখানেকের কসরত। আমার মোজাইক মেঝের পালিশ নষ্ট হলে কোন্ সম্বন্ধী পালিশের খরচ দেবে।' অপূর্বর আবদার অবশ্য বঙ্কিম ঠেলতে পারল না। খবরের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর পায়রাকে সাবধানে প্লেস করা হল। নরম কাপড়ের গদি। পায়রাটা মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। তার ওপর চাপানো হল ঝুড়ি।

ব্যবস্থাটায় বঙ্কিম অবশ্য ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সারা জীবন ভাড়া বাড়িতে বাস করে রিটায়ার করার পর পরমেশ্বর বাড়ি করেছেন। বঙ্কিম দিয়েছে মগজ, মেহনত, দরদ। প্ল্যান তার, মাল-মশলা পছন্দ তার। এখন ঝকঝকে মেঝে আরো ঝকঝকে করাই তার একমাত্র নেশা। অন্যে বলে শুচিবাই, নেই কাজ তো খই ভাজ। আর একটু জ্ঞানীরা বলেন, ফ্রাস্ট্রেশান। ছুটির দিন বাড়িই তার ধ্যান আর জ্ঞান। ঝুল ঝাড়ছে, গ্রীলের ধুলো ওড়াচ্ছে। হরেক রকম মেঝে মোছার সরঞ্জাম। লিকুইড ডিটারজেণ্ট, পাইন অয়েল, অকজ্যালিক অ্যাসিড, মোমপালিশ, নানা মাপের ফুলঝাড়ু, ঝুলঝাড়ু, নানা ধরনের ফ্লোর মপ। সারাদিন বাড়ি নিয়েই মশগুল। ছবির মত করবে। মন্দিরের মত করবে। মেঝেতে মুখ দেখা যাবে। পাশ থেকে ঘাড় কাত করে দেখলে মনে হবে—এ শিট অফ মিরার। এই পরমেশ্বরের পায়ের ছাপ পড়েছে? বাথরুম থেকে জলপায়ে বেরিয়ে থ্যাপ থ্যাপ করে হেঁটে গেছেন! লে আও ন্যাতা। প্রতিমা সোডার জল ফেলেছে। কেয়ারলেস মহিলা। ঘরের শত্রু বিভীষণ। লাগাও মোমপালিশ। পরমেশ্বর বাড়ি বানিয়েই খালাস। সূক্ষ্ম ডেকরেশান, ধুলো ঝুল, মেঝে পালিশ ডিসটেম্পার লাইম কলার? ধুর বাপু। সবই যখন গেছে তখন এটা গেলেও কিছু যায় আসে না। ভেরি ব্যাড ইনভেস্টমেণ্ট প্রভু! কঙ্কর চুনচুন মহল বানায়া, লোভ কহে ঘর মেরা, না ঘর মেরা, না ঘর তেরা, বাস করো, বাস করো হা মা, সো মা। বঙ্কিম পরমেশ্বরের এই ধরনের অবায়সূচক আর্তনাদের নাম রেখেছে একসট্যাসি। বঙ্কিম পরমেশ্বরের দিক থেকে মেনটেনেনসের কোনো সাহায্যই আশা করে না।

প্রতিমার তো কোনো প্রপার্টি সেনসই নেই। মাথার উপর ছাদ আছে, পিঠের তলায় খাট আছে, চোখের সামনে সিনেমা আছে, হু কেয়ারস হুম্। তোমার মেঝে রইল কি গেল, তোমার দেয়ালে কালি পড়ল কি পড়ল না, দরজার মাথায় ঝুল-ঝুলে নাকের ডগায় এল কি এল না, দ্যাটস নট মাই লুক আউট। ফলে বঙ্কিমেতে বাড়িতে, বাড়িতে বঙ্কিমেতে নটঘট ব্যাপার। এখন পায়রাটা হল গোদের ওপর বিষ ফোড়া। তবে বাঁচবে বলে মনে হয় না। পায়রার আতঙ্ক ভুলে বঙ্কিম দৌড়ালো পরমেশ্বরকে অ্যাটেন্ড করতে। দুজনের সম্পর্ক প্রথম দিকে যখন ভালই ছিল তখনও প্রতিমা পরমেশ্বরের সামান্যতম সেবাও নিজের কর্তব্য বলে মনে করেনি। বঙ্কিমের তাই এখন ডবল দায়িত্ব। বঙ্কিমের মা মারা যাবার পর পরমেশ্বর যেমন নিজের মধ্যে ফাদার অ্যাণ্ড মাদার কমবাইন করে বঙ্কিমকে মানুষ করেছিলেন

বঙ্কিমও তেমনি একাধারে পুত্র এবং পুত্রবধূ হয়ে পরমেশ্বরের সেবা করছে। বঙ্কিম মাঝে মাঝে ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব বোধ হয় একেই বলে।

ফাদারের মুখ দেখলেই বঙ্কিম বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে কি-না! রাত্রিবেলা অবশ্য বোঝার আর একটা ভাল সংকেত আছে। ট্রাফিক লাইটের যেমন রেড অ্যাম্বার গ্রীন আছে। পোর্ট কমিশনারের বাড়ির ছাদে যেমন নানা ধরনের আবহাওয়া সংকেত আছে—ফানেল..সিলিন্ডার বোতল ইত্যাদি। পরমেশ্বরের ঘরে সেই রকম তিন ধরনের আলো আছে—ফ্লোরেসেণ্ট চার ফুট, সাধারণ বাল্ব একশো, সবুজ—শূন্য দোতলার দক্ষিণের ঘর 'সিট অফ বিক্রমাদিত্যে'র মত সিট অব পরমেশ্বর। রাস্তা থেকে ঘরটা দেখা যায়, পরমেশ্বর জল খাচ্ছেন, কি পায়চারি করছেন, কি খাটে বসে এস্রাজ বাজাচ্ছেন। বঙ্কিম রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার সময় একবার ঘরটার দিকে তাকায়, ফ্লোরেসেণ্ট মানে নর্মাল আবহাওয়া, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নয়, আগামী বারো ঘণ্টায় ঝড়বৃষ্টির নো চানস। একশো পাওয়ারের সাধারণ আলো মানে নিম্নচাপ, একতলা উত্তপ্ত হয়ে ঊর্ধ্বচাপ ঠেলছে, পরমেশ্বরের কোস্টে আগামী ছত্রিশ ঘণ্টায় প্রবল বর্ষণের আশংকা। জিরো সবুজ মানে বারোটা বেজে গেছে। প্রবল এক পশলা হয়ে গেছে, আগামী বাহাত্তর ঘণ্টায় থাণ্ডারস্টর্ম অবশ্যম্ভাবী। ঝগড়ার মরসুমটা বেলা দশটার পর থেকে সন্ধ্যে সাতটা যে সময় বঙ্কিমবাবু বাড়ির বাইরে। আগে উপলক্ষ অনেক ছিল, ইদানীং একটাই, অপূর্ব এবং প্রতিমার মধ্যে মার-দাঙ্গা, পরমেশ্বরের থার্ড পার্টি ইণ্টারফিয়ারেনস্। তখন অপূর্ব সিন থেকে আউট। পরমেশ্বর প্রতিমা ফেস টু ফেস। রণস্থল একতলা দোতলার মাঝের সিঁড়ি। পরমেশ্বর কুমির তোর জলকে নেমেছি বলে প্রতিমার ট্রাবলড ওয়াটারে এক ধাপ করে নেমে আসবেন আর প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে যাবে, পরমেশ্বর তিন ধাপ ওপরে উঠে যাবেন। এই রকম কুমির কুমির খেলা কিছুক্ষণ চলার পর পরমেশ্বর ফিল করবেন, হার্টটা যেন হাতের তালুতে চলে আসতে চাইছে, স্বেদ কম্প শুরু হবে। পরমেশ্বর খাটে ফ্ল্যাট, প্রতিমার ঘরে বিবিধ ভারতী, ইস দিলমে জবুল রাহি হায় আরমান কা চিতা এ।

আজ এই সাতসকালেই আবার কি হল? একটা কিছু হয়েছে। পরমেশ্বরের মুখ দেখেই বঙ্কিম আন্দাজ করেছে। হি লিভস ইন ট্রাবল। হি ক্যান স্মেল ট্রাবল। অভিজ্ঞ ভিষকের মত রোগীর ঘরে পা দিয়ে বলে দিতে পারে অসুখটা কি। আগে পরমেশ্বর নিজেই বলতেন। যখন বুঝলেন, বঙ্কিমবাবু হ্যাজ স্যাক্রিফাইসড হিজ লাইফ ফর কারন্যাল প্লেজার তখন আর বউসর্বস্ব ছেলেকে ট্রাবল দিয়ে কি লাভ, এই ভেবে ইদানীং অজগর যেমন শিকার গিলে হজম করার জন্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে পরমেশ্বরও তেমনি খাটে পা মুড়ে দক্ষিণের খোলা জানলার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে নারকেল গাছের পাতায় রোদের কাঁপন দেখেন। নীল আকাশে পাখি ওড়া দেখেন। ভাবেন যৌবনটা কিভাবে শরীর থেকে লিক করে বেরিয়ে গেল। আজ আমি ছেলের অন্নদাস। উঃ কি ভুল করেছি। সমস্ত জমানো টাকা বাড়ির পেছনে ঢেলে। ব্যাঙ্কে ফিকসড ডিপোজিট করে রাখলে, ফিফটিন পারসেণ্ট ইণ্টারেস্ট। তোফা খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো। এ কি করলে প্রভু। হীরালাল, দেখা তোমার সঙ্গে হবেই 'সিলেসটিয়াল স্ফিয়ারে'। তখন হাম দেখ লেঙ্গে। যৌবনে কুস্তি করতুম। মারবো আড়াই প্যাঁচ। দেখি তোমাকে কে বাঁচায়, বাককালিয়ান ফেলা। হীরালাল পরমেশ্বরের বাল্যবন্ধু বঙ্কিমের শ্বশুর।

মাঝে বঙ্কিম একটা রেল কোম্পানীর মত 'কমপ্লেন বুক' চালু করেছিল। তার ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে পরমেশ্বর লিখে

রাখবেন। সিসটেমটা পরমেশ্বরের মনোমত হয়েছিল। আ দ্যাটস এ ভেরি গুড আইডিয়া। গুড আইডিয়া হলে কি হবে! করাপ্ট বঙ্কিম টেকস নো অ্যাকসন! কমপ্লেণ্ট বুক এখন অপূর্বর ব্যাবল বুক। মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারলেও বঙ্কিম জানে, পরমেশ্বরকে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাবে না। চিবুকটা আর একটু ওপরে তুলে, শুকনো মুখে বলবেন,—'আ. ঐ. উস. দীর্ঘ জীবন বুঝলি, বড়োওউ অভিশাপের জীবন। সি নোজ, সি সিজ, পড়ে আছি তোমার চরণতলে।

'সি' হল পরমেশ্বরের ঘরের বাঁদিকের দেয়ালের একটা বড় ছবি—পরমেশ্বরের মেজবৌদির, বঙ্কিমের মেজ জ্যাঠাইমার।

প্রতিমাকে যদি জিজ্ঞেস করে. 'হোয়াট ইজ দি নিউ গেম'?

প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে. 'একটু কুড়ু কুড়ু করে দিয়েছি মিলর্ড'।

বৃদ্ধ মানুষকে একটু সম্মান করার কথা, একজন নিঃসঙ্গ মৃতদার ব্যক্তিকে একটু স্নেহ ভালবাসা দেবার কথা বললেই প্রতিমা সেই প্রথম থেকে শুরু করবে,— 'মনে পড়ে প্রিয়তম, আজ থেকে এক যুগ আগে ফাল্গুনের এক সন্ধ্যায় বাবু পরমেশ্বর বন্ধু-কাম-বেয়াই হীরালালকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন বিনা অপরাধে, বিনা প্ররোচনায়। জগৎটা আরশির মুখ দেখা মানিক।'

অপূর্ব আগে একটু-আধটু ফাঁস করে দিত। এখন সে আর মুখ খুলতে চায় না প্রহারের ভয়ে। ফলে পায়রা ধরার আগে এই সুখের সংসারে কি ঘটে গেছে বঙ্কিমের কাছে গেসওয়ার্কই হয়ে রইল। সে চায়ের কাপ আর জলখাবারের থালা, নিয়ম মাফিক পরমেশ্বরের খাটের পাশে টুলের ওপর নামিয়ে রাখল। দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদনের ভঙ্গিতে। পিতা পরমেশ্বর পুত্রের এইসব কেরামতির সঙ্গে অতি পরিচিত। কতই যেন ভক্তি! ব্যাটা মিচকে শয়তান। সকালে প্রণাম, সন্ধ্যায় প্রণাম! ব্যাবা, ব্যাবা আদুরে ডাক! বুড়ো খোকা আমার। জাত অশ্বেতর। নিজের বউকে কন্ট্রোল করতে পারেন না তিনি আবার মিষ্টি মিষ্টি করে বলতে আসেন,—'হেট কমপ্লেকসে সাফার করছেন আপনি। একটু ভালবাসা দিয়ে দেখুন, দেখবেন দশ গুণ বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন।'

'ওরে আমি তোর ফাদার না তুই আমার।'

পরমেশ্বর কোনোদিকেই ফিরে তাকালেন না, না খাবার, না বঙ্কিম। বারে বারে চা খেতে ভালবাসেন. চায়ের দিকেও হাত বাড়ালেন না।

এই সব পরিস্থিতিতে বঙ্কিম বড় অসহায় বোধ করে। চেনা মানুষ যখন অচেনা হয়ে যায় তখন মার অভাব হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিজের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আছেন তাঁকে স্মরণ করে বঙ্কিম বলে,—'আই ফিল ফর ইউ।'

এই সব পরিস্থিতিতে ইংরেজিটাই বঙ্কিমের বেটার মনে হয়। বিভিটি অফ একসপ্রেশান।

আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সোর্স অফ ট্রাবলটাকে সরিয়ে দিতে। এনাফ অফ ইট।

আর না। আমি সিনসিয়ারলি লজ্জিত। আপনি দেখবেন আর কয়েকদিনের মধ্যে আই উইল ক্লিয়ার দেম আউট।

পরমেশ্বর তাঁর পাতলা ঠোঁট দুটোকে প্রথমে একটু বাঁকালেন তারপর বললেন,—'আর কতদিন. আর কতদিন. হাও লং উইল ইয়্যু ফিড মি উইথ দি ননসেনস অফ ইওরস? অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি লাস্ট টেন ইয়ারস। এগুলো নিয়ে যাও। সারা জীবন অনেক খেয়েছি। আর কত খাবি পরমেশ্বর। পর-মেষ

আর কত খাবি! সব তো খেয়ে বসে আছিস। যাও, যাও, নিয়ে যাও। অহঙ্কারের গন্ধ বেরোচ্ছে। কিসের অহঙ্কার! তোর স্বামী আজ রোজগার করছে সেই অহঙ্কার! কাল কি হবে, কেউ বলতে পারে। মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বং হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বং—ফট'।

বঙ্কিম চা আর খাবার নিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির বাঁকে এসে পায়রার ঝুড়িটাকে মারলো এক লাথি। পায়রাটা হয় মরে গেছে, না হয় অজ্ঞান হয়ে আছে। একটুও ঝটপট করল না। লাথিটা যে জায়গায় মারা উচিত সে জায়গায় মারতে পারছে না। কেন পারছে না বংকু? ভেতর থেকে আর এক বঙ্কিমের উত্তর—'মালেক, বড় দুর্বল আমি। আমার প্রেম যমুনা এখনো উজ্জ্বল, শুকোয়নি মালিক। তাছাড়া দুটি ইসু আমার, বাঘের সঙ্গে শত্রুতা করে বনে বাস করা যায় না। গোপাল! বিবাহ বিচ্ছেদ বড় একসপেনসিভ দাদা। খোরপোষ যোগাবে কেমনে বাপ। যা মাইনে পাও তাতে চলবে না। রাসকেল। বঙ্কিম নিজের মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বললে, কেন প্রেম করে মরেছিলে গাড়োল? গাঁট্টা মেরে বঙ্কিম নিজেকে একটু টিউন করে নিল। একে ছুটির দিন তার উপর গৃহস্বামীর মনের আকাশে ঘন কালো মেঘ। পালাবার পথ বন্ধ। অফিস যাচ্ছি বলে পরিস্থিতি এড়ানো যাবে না।

প্রতিমাকে গৃহস্বামী শব্দটা বললে হাসে। গৃহ আমার, গৃহস্বামী হলেন তোমার বাবা? কোন আইনে গুরু। পরমেশ্বর আর একটি ভুল করেছেন যার কোনো চাড়া নেই। সমস্ত টাকা বাড়ির পেছনে উজাড় তো করেছেনই তার উপর বাড়ি, জায়গা সবই করেছেন বঙ্কিমের নামে। তখন বঙ্কিম প্রতিমার পাল্লায় পড়েনি, পিতার বাধ্য সন্তান ছিল। এখন পরমেশ্বর সামলাক ঠ্যালা। বঙ্কিমের সম্পত্তি মানে প্রতিমার সম্পত্তি। প্রতিমা এখন এমন শুরু করেছে, পরমেশ্বর দোতলায় বন্দী। আগে একতলার বাথরুমটাই ব্যবহার করতেন, ওপরেরটা যতদিন পরিষ্কার রাখা যায়। এখন আর নীচে নামেনই না। প্রতিমার চালচলন তাঁর ভাল লাগে না। আর তাঁর ভাল লাগে না বলেই পুত্রবধূ আজ বিদ্রোহী। পরমেশ্বর নাগালের মধ্যে থাকলেই, প্রতিমা হয় বঙ্কিমকে, না হয় ছেলেকে কিংবা মেয়েকে চ্যাটাং চ্যাটাং করে বলতে শুরু করবে। সে কীর্তনের ওই এক সুর—জীবন আমার বিফলে গেল। বাপ ব্যাটায় মিলে আমাকে কালি কালি করে দিলে। পড়ত অন্য কোনো বউয়ের পাল্লায়, ঠ্যালা বুঝিয়ে দিত। এখন সংসারের সিমেণ্টেশান একদম নষ্ট হয়ে গেছে। পরমেশ্বর দোতলায় অনেকটা বাড়িওলার মত থাকেন। বঙ্কিম নীচের তলায় ভাড়াটে।

ভর্তি চায়ের কাপ আর স্পর্শ না করা জলখাবারের থালা খাবার ঘরের এক কোণে নামিয়ে রেখে, বঙ্কিম নিজেকেই উদ্দেশ করে বললে, এবার সামলাও ঠ্যালা; শালা এমন একটা বরাত করে জন্মেছিলাম, জীবনে একদিনও শান্তি পেলুম না। পাশেই রান্নাঘর, কড়ায় তেলের ছ্যাঁ করল, প্রতিমা কিন্তু ঠিক শুনেছে। লম্বকর্ণ। প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে চাপান দিলে 'আমারও আর নিত্য ভাল লাগে না। তোমার বাবার যখন মত ছিল না তখন ঝক মারতে বিয়ে করেছিলে কেন'। বঙ্কিম মনে মনে বললে, ওরে শালা কি ধড়িবাজ মেয়েছেলে, যার জন্যে চুরি করলুম সেই এখন বলে কিনা চোর! কি জিনিস মাইরি তুমি। ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত। লঙ্কা পোড়ার মত ঝাঁজ প্রতিমার গলায়। 'আমাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করে দিয়ে, বাপ ছেলেতে মনের সুখে থাকো। পরের বাড়ির মেয়ে এনে দগ্ধে দগ্ধে আর মেরো না'। উরেব্বাস, প্রতিমা যেন তার মেয়েছেলে, আলাদা ইমারতে রেখে, প্রতি শনিবার

কানে আতর ঠুসে গিলে করা পাঞ্জাবি পরে বঙ্কিমবাবু ফ্লার্ট করতে যাবে। গোলদারির ব্যবসা আছে কিনা? টাকার কত জোর। বিয়ে করা বউয়ের আবদার শুনে বঙ্কিম অবাক হয়ে গেল! মেয়েছেলে কি চিজরে বাবা!

প্রতিমা ওস্তাদ মেয়ে। সে জানে পরমেশ্বরের গুমসুনি এখনই কেটে যায় যদি তাঁর বিধবা বোন এসে পড়েন। ভাই বোনে প্রথমে কিছুক্ষণ এই মায়া প্রপঞ্চময় জগতের হালচাল নিয়ে খানিক হা হুতাশ হবে, তারপর ছেলেবেলার কথা, মৃত আত্মীয়স্বজনদের কথা বলতে বলতে, পরমেশ্বরের চোখ ছল ছল করে উঠবে। বঙ্কিমের মার কথা তো উঠবেই। তখন পরমেশ্বর একদিকের দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোর দিকে এগিয়ে যাবেন। ছবিটার ঝকঝকে ফ্রেম আছে, কাঁচ আছে, কেবল আসল জিনিস, ছবিটাই নেই। পরমেশ্বর মনে করেন এটা তাঁর স্ত্রীর ছবি। বঙ্কিম বহুদিন ওই বস্তুটিতে মাতৃদর্শনের চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো দর্শনই ভাগ্যে জোটেনি। একটা কিছু আছে ভারি অস্পষ্ট, কল্পনা ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে ধরা পড়া শক্ত। পরমেশ্বর অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন। মরা চোখের কোল দিয়ে একটি দুটি করে জলের ফোঁটা নামবে, ভাঙা গাল বেয়ে। হঠাৎ পরমেশ্বর একসময় ও হো হো করে কেঁদে উঠেই, ঠকাস করে দেয়ালে কপালটা ঠেকিয়ে দিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠবেন, 'কি সব সতী সাধ্বী ছিলে, অ হ হ কী সব ছিগো।' আর ঠিক এই মুহূর্তে বঙ্কিমের পিসিমাকে বলতেই হবে-'ছোটো বউদি কিরকম ছেলে ভালবাসতো ছোড়দা, কেবল বলতো আমার আর ছেলে হবে তো ঠাকুরঝি।' বাস সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের ভাব চটে যাবে। ঝাঁ করে কপালটা দেয়াল থেকে তুলে নিয়ে পরমেশ্বর বলবেন, 'তোর খালি ওই এক কথা। ভুল, ভুল কথা। সে যে কি ছিল তোরা বুঝবি কি? তাকে বুঝতে গেলে ভেতরে মালমশলা থাকা চাই। কোনো কামনাই তার ছিল নারে।' কোনো কামনাই শব্দটা তিনি আর শেষ করবেন না, আবার এক ঝলক কান্না। বোন তখন কীর্তনিয়াদের মত ধুয়ো ধরবেন, না না ছিল না, হ্যাঁ, ছিল না, ছিল না, ছিল না'। সঙ্গে সঙ্গে ভাই-বোনে ভাব হয়ে যাবে। দুজনে সামনাসামনি বসে খানিক উভয়ের পুত্রবধূদের জাগতিক মূল্যায়ন হবে। তখন ভেতরটাও বেশ খোলসা হয়ে যাবে। পরমেশ্বর বলবেন, 'যা এক কাপ ভাল করে চা করে নিয়ে আয়।' বোন যেই দোতলা একতলার মাঝামাঝি চলে যাবে ভাই সঙ্গে সঙ্গে তাকমাফিক একটি অন্তরটিপুনি ছেড়ে দেবেন—'যাচ্ছিস যা, প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পারিস কিনা দেখ। দেবে কেটে একেবারে দু'খন্ড করে'। বোনও তেমনি। তিনি নির্গুণ সত্তা। যখন দোতলায় তখন তিনি দোতলার মত, আবার একতলায় একতলার মত। একতলায় ল্যান্ড করেই তিনি উত্তর দেবেন, 'না ছোড়দা, আমায় কিছু বলবে না। মেয়ে তো খারাপ নয়, তবে মাথা গরম। এক বালতি দুধে একটু চনা।' প্রতিমা অবশ্যই এটার মেনটাল নোট রাখবে। একটা জবাব আজ না হোক অন্য দিন দিতে হবে তো? তা না হলে ব্যালেনস থাকবে কি করে? পরমেশ্বর পুনরাক্রমণের পথ খোলা রেখে দেন।

এ বাড়ি থেকে বঙ্কিমের পিসিমার বাড়ি দেখা যায়। খান কতক বাড়ির ব্যবধান। আগে রোজই আসতেন। ইদানীং রোজ আসতে পারেন না। তাঁর বাড়িতেও তো পুত্রবধূ আছে। এখন ছুটিছাটার দিন অবশ্য আসেন। সেখানেও তো ছুটির দিন এক বঙ্কিম আছে। নামটা হয়তো বঙ্কিম নয়। বঙ্কিমের ভাগ্য ভাল, দরজার সামনেই পিসিমা। বঙ্কিম এফ আই আর প্লেস করল। জোর হয়ে গেছে সকালেই। অন্নবস্ত্র ত্যাগ। পিসিমা বঙ্কিমকে একটু দরদ দেখালেন, 'আর

তোমারও হয়েছে মহাজনালা বাবা। ছোড়দার মাথার আর ঠিক নেই। এটা তো পাগলের বংশ। ঠিক আছে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। পিসিমা আস্তে আস্তে পাতলা হওয়ার স্তরে চলে গেলেন।

ছুটির দিনের আনন্দ বহুকালই বঙ্কিমের জীবন থেকে হড়কে গেছে। এখন ছুটি মানেই ছোটাছুটি। একবার উপর একবার নীচ। একবার ঘর একবার বাহির। সেই গল্পের নায়কের মত। সমুদ্রের ধার থেকে কলসি কুড়িয়ে পেয়েছিল। ভেবেছিল রত্ন পাবে। ঢাকা খুলতেই বেরোলো একরাশ ধোঁয়া। তারপর হেসে উঠল দৈত্য হাহা। হেসে উঠল প্রতিমা হিহি। বোঝো বাছাধন দাম্পত্যজীবনের ক্যা সুখ! একা সৈনিক কটা ফ্রন্টে লড়বে! তিনটে ফ্রন্ট। পিতা পরমেশ্বর। পুত্র কন্যা। স্ত্রী প্রতিমা। বঙ্কিম যখনই দেখে মহাসংকট তখনই সে কঠিন কোনো কাজ নিয়ে পড়ে। সবচেয়ে শক্ত কাজ বাথরুমের প্যান পরিষ্কার। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে বাঁকানো বুরুশ দিয়ে দুরূহ সব ভাঁজ থেকে হোল ফেমিলির সারা সপ্তাহের অপকর্ম টেনে টেনে বের করা। বঙ্কিম গুনগুন করে গাইল—'এ জীবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে, কে রোধিবে, রোধিবে কোন্ শালা'। বাথরুমে তার বিশ্বরূপ দর্শন হয়। রান্নাঘরে ছত্রাকার তরিতরকারি। কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের মত প্রতিমার রান্নার টেকনিক। একবার করে আসছে, কড়ায় ফুটন্ত জলে একটা করে মাল ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। একে বলে 'পিসমিল টেকনিক অফ কুকিং'। শেষে একটা দশ পয়সা নিয়ে হেড টেল। হেড নুন দিয়েছি, টেল নুন দিইনি। অপূর্ব রোজই খেতে বসে বলবে—'তোমার সব ভাল মা, কেবল তরকারিতে যদি একটু নুন দিতে'। প্রতিমা বলবে—'মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। নুন দিয়ে খাও'। কিচেন ড্রামার পর পরমেশ্বর ড্রামা। ভাই আর বোন দোতলায় মুখোমুখি। দুজনেই যেন এণ্ড অফ দি ওয়ার্লডে এসে, অতঃ কিম্ বলে গুম্ মেরে বসে আছেন। যা কিছু ভরসা তুমি মা। ছেলে আর মেয়ে এখন এসপিয়নেজের কাজে ব্যস্ত। জিরো জিরো সেভেন। অন প্রতিমা'স সার্ভিস। পরমেশ্বর তেমন কিছু ডামেজিং বললেই, রইল তোর সংসার, দুম দুম করে দোতলায় গিয়ে উঠবে, 'আরে পরমেশ্বর, চলা আও। সম্মুখ সমরে দেখি বউ হারে কি শ্বশুর হারে'' সিঁড়ির চাতালে, ঝুড়ি চাপা পায়রা। ব্যাটাচ্ছেলে সাতসকালে ঝগড়ার ভাইরাস নিয়ে ঢুকেছে। পৈতের সঙ্গে ঝ্যাঁটাটা জড়াবেই। বঙ্কিম কসে নিজেকে গালাগাল দিল। কাশ্যপ গোত্রস্য কুলাঙ্গার। বীর্যহীনায় জুতি মাব।

যতক্ষণ এই চার বাই চার বাথরুমে থাকা যায়। কিছুটা সাউণ্ডপ্রুফ। প্রতিমার ঝনঝনে গলা ততটা কানে আসে না। আহা ভদ্রমহিলার এমন ডাকসাইটে গীতিময় গলা! গজল কিংবা কাওয়ালির পক্ষে আইডিয়াল। হেলায় হারালি মাইরি। বাথরুম থেকে বেরোলেই ধরবে, ক্যাঁক করে। কত জায়গায় যে যাবার আছে! ঘুঘুডাঙায় বোন, আটপাড়ায় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। আঁদুলে ন' ভাই। বেলুড়ে কে এক হতচ্ছাড়া। সারা ভারতবর্ষে প্রতিমা বংশ ছড়িয়ে আছে। পূর্বপুরুষ দিগ্বিজয়ী ছিল নাকি রে বাবা! ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা একবার দেখতে হচ্ছে। সোমবার থেকে মাথায় ঘুঘুডাঙা ঢুকেছে। এদিকে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দিলে। আজ যদি না নিয়ে যায়, ডবল একসপ্লোসান হবে। ঈশ্বর! এত লোকের থ্রমবোসিস হয় আমার কেন হয় না!

হঠাৎ ফটাফট মার আর কান্নার শব্দ কানে এল। লেগেছে। আর একটা ফ্রন্টে

আক্রমণ শুরু হয়েছে। এতক্ষণ সিজফায়ার যাচ্ছিল। শালা এ-যেন ওয়ার অফ রোজেস। শ'খানেক বছর লাগাতর চলবে। ঝ্যাঁটা ফেলে বঙ্কিম বেরোলো। ওপরে পরমেশ্বরকে সবে ধাতে আনার চেষ্টা চলেছে। এখন অন্তত একটু পিসফুল থাকা চাই। বঙ্কিমের তখন রাজবেশ। পরনে তিন হাত মাপের লাল গামছা। সামনের দিকটা ভাল চাপা পড়েনি। বংশের ধারা অনুসারে মধ্যবয়সে বাঁদিকেরটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। ফাইলেরিয়াও হতে পারে, হাইড্রোসিলও হতে পারে। লম্বা পৈতে অনবরত ঝ্যাঁটায় জড়িয়ে যাচ্ছিল বলে গলায় কণ্ঠির মত গোল হয়ে ঝুলছে। বুকের ছাতি বিয়ের আগে ডন বৈঠক করে ৩২ থেকে ৩৪-এ তুলেছিল। এখন বেনোজলে ঘেরো-জল বেরিয়ে গেছে। ৩১ ইঞ্চি বুকের খাঁজে অজন্মার ফসলের মত কিছু চুল। বুকের খাঁচাটা পাশ থেকে গোনা যায়, ক'টা হাড় নিয়ে পাঁজরা, রিব, বকস? মুখটা এখনো কচি আছে। দু' ছেলের বাপ বলে মনে হয় না। ভিখিরি এখনো পয়সা চায়, খোকাবাবু বলে। সেই বঙ্কিমেরই বিক্রম কি? ভিজে হাত গামছার কোণায় মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে দাদু। ছেলেকে মাঝে মাঝে দাদু বলে ফেলে। দোষ নেই। গ্যালপিং টি-বি-র মত প্রতি মুহূর্তেই তো তার বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কে কতক্ষণ তরুণ থাকতে পারে! এক রাতেই সব চুল সাদা।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপূর্ব জী-জী করে কাঁদছে। হাতে এক তাল তুলো। টপ টপ করে দুধ পড়ছে পাপোশের উপর। হাত দুয়েক দূরে প্রতিমা। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। বাসী খোঁপা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়েছে। বিয়ের সময় মন্দ চুল ছিল না। ঝগড়া করে করে এখন টিকটিকির ল্যাজ। দেখলেই ছড়া কাটতে ইচ্ছে করে কুঁদুলে কড়াইশুঁটি। কবে কোন্ উৎসবে যাবার সময় এক লৌছি ফলস চুলে আসল চুলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সেটা এখনো জড়ানোই আছে, খোলার সময় কোথায়! হায় প্রেম! যখন আইবুড়ো ছিলে মামণি তখন ওই চুলেরই কি বাহার ছিল মাগো! কোঁকড়া চুল থাকে থাকে আঁচড়ানো। শ্যামপুইড, ফাইন। ভুবন-ভোলানো রূপে এসেছিলে বঙ্কিমচন্দ্রের বারোটা বাজাতে। বঙ্কিম মনের বঙ্কিমকে বললে, শালা বঙ্কিম ক্যাচার। এখন চেহারার ছিরি দ্যাখো! হেলেন অফ ট্রয় থেকে ভিলেন অফ জয়। পরমেশ্বর একদিন হা-হা করে বলেছিলেন—'কতোও সুখের সংসার হতে পারতোও, স্রেফ একটা এলিমেণ্ট, ওয়ান এলিমেণ্ট সমস্ত কম্পাউন্ডটাকে গানপাউডার করে ছেড়ে দিলে! গড! ইওর অ্যালকেমি!' সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজে জোরে ছড় টানলেন, কুঁই কুঁই-ই, সুখের গৃহ শ্মশান করি, বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি। বাটোয়ারি করে ফেরতা বাজালেন, সুউখের গৃহই শ্মঅশান কঅরি বেএড়াস মাহা তুইই আআগুন জ্বাআলি। চুলেব ফাঁদে বঙ্কিমকে ধরে প্রতিমা এখন ব্যাধিনী। সাজগোজ গুলি মারো। প্রেমের বুলি? নেই প্রয়োজন, বাঘিনীর আস্ফালন। তোমার সিক্রেট জানি বৎস। চন্দ্রের ষোলকলার মত মূলাধারে রস জমতে জমতে ভাণ্ড যখন পূর্ণ হয়ে প্রসট্রেটে সুড়সুড়ি দেবে তখন আমি চুল বাঁধি আর না বাঁধি, প্রেমের কোকিল হয়ে কুহু কুহু করি না করি, তুফান উঠবেই, আর তুমি বঙ্কু, মাই ডিয়ার বন্ধু, ঝম্প তোমায় মারতেই হবে, তুমি তখন আমার বায়ু। মনের বঙ্কিমকে, বঙ্কিম বললে, তখনই তোমায় বলেছিলুম শালা, বিশ্বাস করে মেয়েদের সামনে উলঙ্গ হয়ো না। বঙ্কিমের মনের হলঘরে পোড় খাওয়া বঙ্কিম এই সব জ্ঞানের মুহূর্তে হুহু করে গান গেয়ে ওঠে—'তখনই তোরে বলেছিনু মন'।

সিঁড়ির তলায় পাপোশ ড্রামার সেই দৃশ্যটাকে স্টিল করে রাখলে এইরকম

দেখাতো—বঙ্কিমের কোমর থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সামনে ঝুঁকে। পরনের গামছার সামনের একটা খুঁট দুটো হাতে জড়ানো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের লজ্জা শরম ইদানীং কমে গেছে। ভারচায়েলি সংসার তাকে সর্ব ব্যাপারে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছে। সে যেন কৌরবের হলধরে বিবস্ত্র পুং দ্রৌপদী।। মাঝে মাঝে তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, কার্তিকদা আমায় ল্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে। কতকাল আগে কোন শৈশবে শোনা এই আর্তনাদ বঙ্কিমের কানে যেন মহা সংগীতের মত বাজে। তাদের পুরোনো বাড়ির সামনের বড় রাস্তার উল্টো-দিকে ছিল কার্তিকদার চায়ের দোকান। একদিন রাত প্রায় বারোটা একটার সময় একটা চোর ধরা পড়ল। পাড়ার রকবাজ বয়স্করা ধরে নিয়ে এল কার্তিকদার দোকানে। কার্তিকদার বিচার—কাজীর বিচার, ব্যাটাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দাও। কিশোর বঙ্কিম ঘুম-ভাঙা চোখে, জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে সেই মিডনাইট ড্রামা দেখেছিল। লম্বা চওড়া বিশাল একটা মানুষের নিজেকে আবৃত রাখার কি আপ্রাণ চেষ্টা! পারবে কেন! সমবেত চেষ্টায় রাজপথে সম্পূর্ণ একটা উলঙ্গ মানুষ। যেন এইমাত্র তার জন্ম হল! সদ্যোজাত গো-বৎসের মত সে পশ্চিমে গঙ্গার দিকে ছুটলো—'ওরে বাবারে, কার্তিকদা আমাকে ল্যাংটো করে ছেড়ে দিলে রে বাবা'। মধ্যরাতে দেখা দুটি দৃশ্য বঙ্কিম জীবনে ভুলবে না, এক, এই উলঙ্গ কবার দৃশ্য এবং চিৎকার। দুই, '৪৭ সালের মধ্যরাতে দেখা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ফেস্টুন, ফ্ল্যাগ, আলো, শাঁখ, বোমা, পটকা, বন্দুক, রিভলবার। বাড়ির কিছু দূরে ডাচকুটির ছাঁতলার ছাদে দাঁড়িয়ে মটুকদা তাঁর রিভলবার ছুঁড়ে-ছিলেন ঠাস ঠাস করে।

ওই স্টিলে বঙ্কিমকে দেখা গেল। প্রতিমাকে দেখা যাবে এইভাবে—দাঁতে দাঁতে চেপে রাখার ফলে চোয়াল স্পষ্ট, কাপড় গাছ-কোমর, খোঁপা ঘাড়ের কাছে লাথি মারছে, হাতে একটা স্কেল। স্কেলটা দিয়ে অপূর্বর পায়ের গোছে চ্যাটাস চ্যাটাস করে কয়েক ঘা বসিয়ে এখন নিজের পাছায় প্যাটাস প্যাটাস করে মেরে তাল আর লয় দুটোই বজায় রাখছে। বোলটা এইরকম,—নিজের পাছায় পুটপুট অপূর্বর পায়ে পটপট পটাপট। অনেকটা বঙ্কিমের বাড়ির কাছে কালীবাড়িতে শোনা আরতির সময় জগঝম্পের বোলের মত, পটপট, পটপটাপট, পুট-পুট-পুট-পুট এন্ড রিপিট।

অপূর্ব পাপোশে। একটা পা শিকারী বকের মত ওপরে তোলা। একটা হাত সেই পায়ের আঘাতের পরিচর্যায় ব্যস্ত। মুখটা যন্ত্রণায়, কান্নায় বিকৃত। চোখে জল, এক হাতে প্রায় আউনসখানেক বরিক তুলো দুধে ভিজে রসমালাই। টিপটিপ করে দুধের ফোঁটা পড়ছে। টিপটিপ করে চোখের জল পড়ছে। আর কনসার্টটা এইরকম,—হাঁউ হাঁউ কান্নার সঙ্গে প্রতিমার দন্তোষ্ঠে গর্জন হুঁউ, উঁউং, হুঁউ। বঙ্কিমের মুখের ম্যারাকাস ছুক ছুক, ছুক ছুক। অন্যদিন হলে এই ফিলহার-মোনিক অর্কেস্ট্রার একজন কনডাকটার থাকতো। তিনি পরমেশ্বর। আজকে তিনি হাইবারনেশানে। সেন্টিমেণ্টের সিল্কের সুতো জড়িয়ে গুটি বাঁধছেন। তিন চারদিন চলবে এই গুটি বাঁধার পিরিয়াড। তারপর পরিপূর্ণ একটি কোকুন হয়ে দোতলার ঘরের খাটে গড়াগড়ি যাবেন। বঙ্কিমের স্পিনিং-এর কাজ শুরু হবে তারপর। স্পিনিং মাস্টার বঙ্কিম তখন সেই সাধনার সুতো খুলবে। রিলের পর রিল সিল্কেন সেন্টিমেণ্ট। যতক্ষণ না পরমেশ্বর আবার একটি পিউপা।

অন্যদিন পরমেশ্বর দোতলার সিঁড়ির গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির পিটের তলার দিকে তাকিয়ে এই ধরনের অর্কেস্ট্রা নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে পরি-

চালনা করেন। উপর থেকে নেমে আসে নরম তুষারের মত শব্দের রঙীন পালক —চালাও, চালাও, লাগা, লাআগা, আর একটু উপরে রগের কাছে, দে মা ফিনিশ করে দে, প্যাঁদা, প্যাঁএদা, প্যাঁদাও। মারো না বলে পরমেশ্বর ইনটেনশানালি প্যাঁদাও বলেন, একটু ভালগার টাচ দেবার জন্যে। তাঁর ধারণা নিচে হল বস্তি কালচার, উপরে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক কালচার। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার জায়গাটা হল বাউন্ডারি লাইন। বঙ্কিম বলে, লর্ড ম্যাকনামারা স্ট্যান্ডিং অন দি লফ্ট চির্জেলিং এন ইম্যাজিনারি লাইন।

বঙ্কিম অবশ্য ইদানীং একটা টেকনিক আয়ত্ত করেছে। অভিজ্ঞতাই মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে। অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন জানেন ঝড়ের সমুদ্রে জাহাজ কিভাবে ভাসিয়ে রাখতে হয়। প্রতিমা অপূর্বকে ঠ্যাঙালে পরমেশ্বর ঘটনার হাতল ধরার সুযোগ করে নেন। পরমেশ্বরের বৃটিশ পলিসি, ডিভাইড এন্ড রুল। তিনি বলেছেন, প্রতিমাকে তার নিজের মুদ্রায় পেমেণ্ট করবেন। অপূর্ব সেই মুদ্রা। ছেলেকে লড়িয়ে দাও মার পেছনে। মারা হায় এক ঘা, তোমিভি লাগাও দু' ঘা। ভুলে যান সোমত্ত একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে দৈহিক শক্তিতে একটা শিশুর পারার কথা নয়। তবু পরমেশ্বরের সেই ফেভারিট কয়েকটা লাইন—হু ক্যান টেল, ইন দি হুইরিলিজিগ অফ টাইম এ সেকেন্ড চৈতন্য মে নট এরাইজ। বলা তো যায় না, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শক্তি ধার করে শিশু অপূর্ব হয়তো প্রতিমার স্তনবৃন্ত ঠোঁটে ধরে আর একটা মডার্ন পুতনা বধ করে ফেলতে পারে।

কিন্তু বঙ্কিম যখন স্টিয়ারিং-এ পরমেশ্বরের তখন বলার কিছু নেই। তাঁর সংগ্রাম পুত্রবধূর সঙ্গে, পুত্রের সঙ্গে নয়। রোজ সন্ধ্যেবেলা নাতিকে গান শেখান :

আপনার জন, সতত আপন
আপন কখন পর না হয়

এটা হল অস্থায়ী। অন্তরা—

পর কি কখন হয় রে আপন,
যতন করিলেও পরই রয়।

অস্থায়ীটা শুনতে না পেলেও, বাড়ির যেখানেই থাকুক অন্তরাটা প্রতিমার কানে যাবেই, যেতে বাধ্য। বাস মাই পার্পাস ইজ সার্ভড। গান দিয়ে তোমায় গাঁথবো মা-গো। গানটার অবশ্য ডবল অন্তরা। সেকেন্ড অন্তরার টার্গেট বঙ্কিম—

ইয়ার বন্ধু যাদের ভাব আপনার
স্বার্থ বশে আসে নহে আপনার

স্বার্থ সিদ্ধি হলে ওরে বেটাচ্ছেলে তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চলে যাবে। প্রতিমা কি তোর অর্ধাঙ্গিনী রে হারামজাদা! তোর যৌবনের ইয়ার। তা না হলে শ্বশুর বসে রইল ওপরে, উনি নিচের তলায় স্বামীকে ডাকছেন, বঙ্কা বলে। গন্তানি ব্লাডি বাগার। বউ ছিল তোর মা, তোর জ্যাঠাইমা। চোখে না হয় দেখিসনি, ছবিটা তো দেখেছিস। যত দিন যাচ্ছে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বঙ্কিম ছবিটাই দেখতে পায় না তো, জ্যোতি। ইনার ভিসান ছাড়া ছবিও দেখা যায় না, জ্যোতিও চোখে পড়ে না।

বঙ্কিমের টেকনিক হল পুত্রকে প্রহারের দায়িত্বটা সে নিজে হাতে নিয়ে নেয়। প্রতিমা যত না রেগেছে তার চেয়ে চতুর্গুণ রেগে প্রহারযষ্টিটি নিজের হাতে নিয়ে ফ্যামিলি-পলিটিক্যাল ক্রিচারটিকে ঠ্যাঙানো। অপূর্ব হল এই সংসারের বলির পাঁঠা। রাগের ফিউজ বা ভালভ। বঙ্কিম বহুবার প্রতিমাকে বোঝাতে চেয়েছে, মেরো না, মারলে ছেলেপুলে বিগড়ে যায়। পয়সা খরচ করে মণ্টেসারির বই কিনে

এনে পাতা খুলে খুলে প্রতিমাকে দেখিয়েছে ছেলে কি করে মানুষ করতে হয়—হাও টু রিয়ার এন ইমোশানালি হেল্দি চাইল্ড। কিন্তু হায়, চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। রেখে দাও তোমার মণ্টেশ্বরী। ও তোমার বাবাকে শোনাও। তোমার দ্বিতীয় পক্ষ এসে তৃতীয় সন্তানকে মণ্টেশ্বরী করবে। আমি ঘণ্টেশ্বরী, আমার কায়দায় আমার ছেলে মানুষ করবো। দায়িত্ব আমার। হু আর য়্যু? আমি যে ফাদার রে শালী! এ কি তোর বাওয়া ডিম? তুমি কি বাবা পোলট্রির লেগ হর্ন, মোরগ ছাড়াই ডিম দাও! বঙ্কিম হাল ছেড়ে দিয়ে গান গেয়েছে,—তোমার রঙে রঙ মেশাতে হবে।—যতদিন পরমেশ্বর আছেন ততদিন বউয়ের সঙ্গে আনহোলি এলায়েনস রাখতেই হবে। থার্ড ফ্রন্ট ওপন করলেই যুদ্ধে পরাজিত হবে। তবে দাঁড়াও, আমার দিনও আসবে, তখন আমি দেখবো তুমি কত বড় ঘণ্টেশ্বরী। অতএব পরমেশ্বরকে ঠেকিয়ে রাখতে বাড়িতে থাকলে সেই রুদ্রশাসনকর্তা। তাতে অন্তত প্রতিমা-পরমেশ্বর-ঝম্প-লড়াইটা আর হতে পারে না। ছেলের ছেলে অন্যায় করেছে, ছেলে শাসন করছে। নাথিং রং। বাট হোয়াই মাদার? ফিজিসিয়ান হিল দাইসেল্ফ। তোর নিজেরই আষ্টেপৃষ্ঠে ফুটো, তোর শাসনের যোগ্যতা কি? আপনি আচরি ধর্ম তবে তো পরকে শেখাবে! তুমি নিজে কি বাবা? তোমার চালচলন দেখেই তো ওরা শিখছে। ইনসমনিয়ার রুগী পরমেশ্বর মাঝরাতে ঘরে পায়চারি করতে করতে, ভাঁজ করা দুটো হাত বুকে রেখে শরীরটাকে টান টান করে অদৃশ্য নিয়তিকে বলবেন—দেখবো দেখবো, এই নাতিই আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে কিনা। পারবে তুমি। তুমি পারবে। এই বয়েসেই তোমার যা মুখ হয়েছে। তুমি তোমার মায়ের বাপ। বাবারও বাবা আছে রে হিড়িম্বা।

বঙ্কিম তিরিক্ষি মেজাজে আবার জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি? এক মিনিটও কি শান্তি নেই! অনবরত মারধোর, ঠ্যাঙাঠেঙি। বাবা ঠিকই বলেন বস্তি কালচার। হয়েছে কি? শুধু শুধু পেটাচ্ছ কেন? এ কি বেওয়ারিশ মাল!'

প্রতিমা সপ্তমে গলা তুলে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ না কি হয়েছে? ভগবান তো ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ দিয়েছেন?' বঙ্কিম আর একবার ভাল করে দেখল। অপূর্বর হাতে রসমালাই নয়, তুলোমালাই।

—তুলোটা পেলে কোথায়?

—দাদির ড্রয়ারে। অপূর্বর কান্না ভাঙা উত্তর।

প্রতিমা আবার গর্জে উঠল, 'এই তুলো নিয়ে একবার কত কাণ্ড হয়ে গেছে। ওনার দাঁতে ওষুধ লাগাবার তুলো! সেই তুলো এনে এক ডেকচি দুধে ডুবিয়েছে। প্রতিমা এবার ভেঙচি কেটে বলল, পায়রাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। ইচ্ছে করছে গলা টিপে আপদ শেষ করে দি। প্রতিমা প্রহারের জন্যে আবার স্কেল তুলছিল। বঙ্কিম ছোঁ মেরে স্কেলটা কেড়ে নিল। নিরস্ত্র প্রতিমা তখন হাত ওঠাতে যাচ্ছিল। বঙ্কিম হাতটা চেপে ধরল। শাঁখা, চুড়ি পরা গোল একটা হাত। এমন একটা নরম, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত হাত এতটা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কি করে! অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক দানবী। বউয়ের হাতটা অল্প একটু মুচড়ে দিয়ে বঙ্কিম বললে, 'তোমার কাজে যাও, আমি দেখছি।'

—তুমি আর কি দেখবে, সারাজীবনই তো দেখছো। দেখার নমুনা তো আমার জানা আছে। দু' বোতল দুধ নষ্ট হয়েছে। ওই দাঁতের তুলো ডোবানো দুধ আমি নর্দমায় ঢেলে দিয়ে আসছি। যেখান থেকে পারো দুধ নিয়ে এস।

বঙ্কিম চমকে উঠল, এক লিটার দুধ সত্যি সত্যি যদি নর্দমায় ঢেলে দেয় সারাদিন চা বন্ধ, রাতে পরমেশ্বরের একচুমুক দুধ বন্ধ। এই অবেলায় কোথা

থেকে দুধ জোগাড় করবে! প্রতিমা সব পারে। এখনি উল্টে দেবে নর্দমায়। হঠকারিতা দাই নেম ইজ প্রতিমা। অপূর্বকে ছেড়ে বঙ্কিম ছুটলো প্রতিমার পেছনে দুধ বাঁচাতে।

—শোনো, শোনো, বরিক কটন এমন কিছু খারাপ জিনিস নয়। তুলো থেকেই তো সুতো হয়, সুতো থেকে কাপড় হয়, সেই কাপড়েই তো রোজ দুধ ছাঁকা হয়। তাহলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল!

—বরিক? বরিকটা বুঝি খাবার জিনিস!

—বরিক তো অ্যান্টিসেপটিক। দেখনি বরিক লোশন, বরিক কমপ্রেস। দুধটা বরং আরো শুদ্ধ হয়ে গেল, মেডিকেটেড হয়ে গেল।

—ওই তুলো উনি দাঁতে দেন। ওটা দাঁতের তুলো?

—কি ইডিয়েটের মত কথা বলছো? তুমি দেখেছো উনি কিভাবে দাঁতে ওষুধ লাগান?

—আমার দেখে দরকার নেই। ওনার কোনো কিছু আমার দেখার প্রয়োজন নেই।

—তবে? না জেনেই লাফাচ্ছো! আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। কষের দাঁতে গোটাকতক গর্ত আছে। লম্বা একটা তার দিয়ে তার মধ্যে একটু করে ওষুধে ভেজানো তুলে গুঁজে রাখেন। তার মানে কি পুরো তুলোটাই দাঁতের তুলো হল?

—সেই দাঁতের হাতেই তো উনি তুলোটা ধরেন নাকি ওনার আলাদা দুটো বাড়তি হাত আছে! তোমার বাবা, তোমার ঘেন্না না থাকতে পারে, আমার আছে, আমি ও দুধ আমার ছেলে-মেয়েদের খেতে দেবো না। খেতে হয় তোমরা বাপ-বেটায় খেয়ো।

বঙ্কিম এতক্ষণ মেজাজ শান্ত রেখেছিল। আর পারল না। আরগুমেণ্ট, কাউণ্টার আরগুমেণ্ট কতক্ষণ ভাল লাগে। এজলাসে জজসাহেবও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বঙ্কিম দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, তবে মর গে যাও। রোজগার তো করতে হয় না। করলে বুঝতে। তোমার যা খুশি করগে যাও।

প্রতিমাকে রান্নাঘরে তার নিজের দায়িত্বে রেখে বঙ্কিম চলে এল ছেলের কাছে একটা পায়ে সোঁটা সোঁটা কালো দাগ পড়েছে। ছেলেটা যেন সেলুনের দেয়ালে ঝোলানো ক্ষুর শান দেবার চামড়ার ফালি। যে যখন পারে একবার করে রাগ শানিয়ে নিচ্ছে। বঙ্কিম বললে, 'তুমি দাদির সব তুলোটা বের করে এনেছো নাকি?'

সবটা না, একটু রেখে এসেছি। অপূর্বর ভেতরে কান্নার আবেগ তখনো মিলিয়ে যায়নি।

—কেন নিলে? জানো আর একবার তুমি তুলো নিয়েছিলে, দাদি রেগে গিয়ে প্রচন্ড অশান্তি করেছিলেন? আজও তাই হবে। কেন তুমি আবার সেই কাজ করলে?

—পায়রাকে দুধ খাওয়াব।

—পায়রাকে ঠিক সময়ে আমরাই দুধ খাওয়াবো, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ? এখুনি আমাকে বাজারে ছুটতে হবে তুলো কেনার জন্যে।

—তুলো এখনো আছে একটু। দাদি কিছু বলবেন না বাবা।

বঙ্কিম ভাবল, সংসারের কতটুকু তুমি জানো বাপি! জটিল এই রণাঙ্গনে আমরা সব জটায়ু। ডানা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। শান্তির সীতাকে রাবণ শালা হরণ করে নিয়ে গেছে। অনন্তকালের বকসিং রিঙে দাঁড়িয়ে অনবরত ঘুষো-ঘুষি করে চলেছি।

—এই রইল তোমার দুধ। যা করবে কর। প্রতিমা ডেকচিটা দুম করে খাবার টেবিলে নামিয়ে রেখে গেল। গণ্ডারের গোঁ। যুক্তি মানে না, তর্ক মানে না। সব সময়েই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

বঙ্কিম বললে, 'ঠিক আছে আমি ক্ষীর করে খেয়ে নেবো। ব্লটিং ভেজানো রাবড়ী খেতে পার, পোড়া তেলে ভাজা, দোকানের পচা আলু চটকানো চপ খেতে পার, বরিক কটন ভেজানো দুধ খেতে হলেই নাক শিকেয় উঠে গেল। তোমার প্যাঁচ আমি জানি না!'

প্যাঁচেরও প্যাঁচ আছে, দাঁড়াও বাছাধন সেই শেষ প্যাঁচে তোমাকে যাবার আগে কাত করে যাবো। স্বগতোক্তি করে বঙ্কিম আবার বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজাটা দুম করে বন্ধ করল। অন্যদিন আস্তে বন্ধ করে। আজ ইচ্ছে করেই পিলে চমকানো শব্দ করল। এ বাড়িতে ডিসেনসির কোনো স্থান আছে, কোনো কদর আছে! বেনো-বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি? ঊদোবংকা, সব জিনিস কি সব জায়গায় চলে? নিজেকে উদো বলে বঙ্কিম বেশ একটু শান্তি পেল! ও পথে যেও না ফিরে এস বলে কানে কানে কত কয়েছি। গানের মাঝের লাইনটা সে গেয়ে উঠল। বাথরুমের বন্ধ চার দেয়ালে গানের বেশ মেজাজ আসে। ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে জমাট একটা সুরের পরিমণ্ডল তৈরি হয়। তখনি তোরে বলেছিনু মন। জল ঢালছে এক মগ, দু' মগ, তিন মগ। তখনি তোরে বলেছিনু মন। নগ্ন বঙ্কিম জল থৈ থৈ বাথরুমের মেঝেতে কিছুক্ষণ পদ্মাসনে বসে রইল। ভ্রূ মধ্যে জ্যোতি দর্শন বাথরুমেই সম্ভব হয় কিনা দেখা যাক। আমার তৃতীয় নয়ন খুলে দাও ঈশ্বর। সব শালাকে ভস্ম করে দিয়ে দুর্বাসা মুনি হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসি। আত্মার বলে বলীয়ান না হলে এই তমোগুণীদের কাবু করা যাবে না ভগবান!

পরমেশ্বর মধ্যাহ্ন ভোজন নিলেন না। বঙ্কিমের পিসিমা ফেল করলেন। নো আই রিফিউজ। তুই আর আমাকে বিপদে ফেলিসনি। জল স্পর্শ করব না আর চিতোর রাণার পণ, বঙ্কিমের কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ। জীবনে ভোগের চেয়ে দুর্ভোগটাই বেশি হয়েছে। অনেক স্যাক্রিফাইস করেছি। না খেয়ে না দেয়ে ছেলে মানুষ করেছি। নো বিলাসিতা, নো বাবুয়ানা, সেই ছেলের বউয়ের হাতে বুড়ো বয়সে ইনসালটেড তো হতেই হবে। মাই স্টম্যাক ইজ ফুল উইথ ইনসলট। এই দেখ পেটটা আইঢাই করছে। পরমেশ্বর গেঞ্জি তুলে বোনকে পেটটা দেখালেন। বোন বললেন, 'ও বাবা বেশ বায়ু হয়েছে ছোড়দা আজ আর তবে কিছু খেয়ে কাজ নেই।'

পরমেশ্বর গেঞ্জিটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হায় প্রভু। এ সে খাওয়া নয় রে সে খাওয়া নয়। যত বয়স বাড়ছে তুই তত ইডিয়েট হয়ে যাচ্ছিস। অপমান, অপমান। অপমানে পেট ফুলে ঢোল। কম অপমান সহ্য করেছি, লাস্ট টুয়েলভ ইয়ার্স। আর না, নো মোর।'

—তাই বল। ঠিকই বলেছো। আমি চিরকালের মূর্খ। রাম বুঝতে শ্যাম বুঝি। আমারও ওই এক অবস্থা ছোড়দা। আমার বরাতেও যা একটি জুটেছে না! উঠতে ঝ্যাঁটা। বসতে ঝ্যাঁটা। মেজাজ কি? সব সময়েই গোবদা মুখ।

ভাইয়ের যা হবে বোনেরও তাই হবে। বরং একটু বেশি হবে। ভাইয়ের ক্যানসার হলে বোনের হবে; নিমোনিয়া হলে ডবল নিমোনিয়া। সিমপ্যাথেটিক। তালে তাল। পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—তুই তা হলে কেটে পড়। আমার

জন্যে কেন আবার ঝ্যাঁটা খাবি।'

—না ছোড়দা, আমি ওসব গ্রাহ্যই করি না। তোমার খাবার ব্যবস্থাটা আগে করি। চিঁড়ে এল, দই এল, ঝুলি থেকে মর্তমান কলা বেরোলো। সংসারের কোনো জিনিস ব্যবহার করা চলবে না। দশ পয়সা দিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে খালি দইয়ের হাঁড়ি এল। কল থেকে জল এল। পরমেশ্বরের ফলার।

বঙ্কিমকে খেতে বসিয়ে প্রতিমা বললে, 'ওনার আর কি! রান্না হল বান্না হল খাবো না। দাও সব দূর করে ফেলে। পয়সা তো আর লাগে না। খাবো না বললেই হয়ে গেল। যার গেল তার গেল।' (বঙ্কিমের পাতে পড়ল ডবল ডোজে ডাল, দ্বিগুণ ডাঁটাচচ্চড়ি, দু' ডেলা পোস্ত, দু' বাটি টক। পরমেশ্বরের অংশটা তাকেই খেয়ে হাঁড়ি সাফ করে দিতে হবে। 'নষ্ট হবে নাকি, পয়সার জিনিস! পারছো না মানে পারতেই হবে, তোমার বাপ পারবে।' ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বঙ্কিমের চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। বঙ্কিমের মনে হল সে চিবোচ্ছে না, সংসারই তাকে চিবোচ্ছে!)

দোতলায় পরমেশ্বরের ফলার, একতলায় বঙ্কিমের টর্চার প্রায় একসঙ্গেই শেষ হল। শ্রাদ্ধের পর যেভাবে লোকে মালসা ফেলে, বঙ্কিমের পিসি সেভাবে পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে ফলার খাওয়া দইয়ের হাঁড়িটা ফেলে দিলেন। যাবার আগে বঙ্কিমকে একটু চিয়ার আপ করে দিলেন—

—কিচ্ছু ভেবো না বাবা। একটু শুয়েছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ক'দিন আর রাগ থাকবে। আবার দেখবে হাসছে, খাচ্ছে, কথা বলছে।

আবার বসন্ত আসবে, আবার ফুল ফুটবে, আবার পাখি গাইবে, আবার স্রোতস্বতী জলে ভরে উঠবে, ভ্রমর গুনগুন করবে, ফাগুয়া আসবে, হোরি খেলত নন্দকুমার। পিসিমার আশ্বাসে বঙ্কিমের মনে হল, টাইম ইজ দি বেস্ট হিলার। সময়ে সব ক্ষত চাপা পড়ে যাবে। পিসিমা চলেই যাচ্ছিলেন, প্রতিমা ডাকল। নিশ্চয় কোনো ফরমাস আছে। ঠিক তাই। পৃথিবীতে কিছু মানুষ শুধু হুকুম করার জন্যে জন্মায়, কিছু মানুষ জন্মায় হুকুম তামিল করার জন্যে। পিসিমা ফিরে এলেন। প্রতিমার এক হাতে খাবি খাওয়া পায়রা, আর এক হাতে দুধল তুলো। পিসিমা এগিয়ে গেলেন—ওমা একটা বুঝি, কতটুকু একটা প্রাণী। ধুকধুক করছে প্রাণ। কি রে?

প্রতিমার কোলে আহত পায়রাটাকে দেখে বঙ্কিমের মনে হল তার আর পায়রার একই অবস্থা। পায়রাটাকে কাকে ঠুকরেছে। তাকে অহরহ ঠোকরাচ্ছে সংসার। যে পাচ্ছে সেই ঠুকরে দিচ্ছে চাঁদিতে। সংসারের ছাঁদনাতলায় ন্যাড়া বঙ্কিম বসে আছে। ঠোকরা শালা, কত ঠোকরাবি ঠোকরা! ঠুকরে ঠুকরে ঘিলু বের করে দে।

পায়রার সঙ্গে আদিখ্যেতা শেষ করে বঙ্কিমের পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলছিলে প্রতিমা?' গলাটাকে পায়রার বুকের মত নরম করে প্রতিমা বলল, 'পিসিমা আপনি চারটে সাড়ে চারটের সময় এসে আপনার ভাইকে এক কাপ চা করে দেবেন। দুধ, চিনি, চা সব রেডি থাকবে।'

—'তোমরা কোথাও যাবে বুঝি?'

—'হ্যাঁ পিসিমা, ঘুঘুডাঙ্গায় বোনের বাড়ি যাবো। অনেক দিন ধরে বলছে।'

—'বেশ বেশ, ঘুরে এস। কোথাও তো যেতে পাও না। ঠিক আছে আমি আসবোখন। এসে চা-টা করে দিয়ে যাবো।'

বঙ্কিম এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'আজ না গেলেই নয়? বাড়িতে এত বড় একটা অশান্তি চলছে। উনি ভাববেন ছেলে বউ আমাকে ফেলে ফুর্তি করতে চলে গেল। পরের রবিবার না হয় যাবো।' প্রতিমা ঝনঝন করে উঠল,

'বারোমাসই তো অশান্তি। তোমাদের বাড়িতে শান্তি আছে? তা বলে আমরা কোথাও যাবো না? যখনই কোথাও যাবার কথা হবে তোমার ওই এক ছুতো, অশান্তি, আর আমার বাবা কি ভাববেন। অতই যদি বাবা ভক্তি, বিয়ে করেছিলে কেন! বাবার গলা ধরে বসে থাকলেই পারতে! আমি ওসব শুনতে চাই না। অনেক দিন ধরে যাবো বলেছি, আজই তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি কোনো কথা শুনবো না।'

বঙ্কিম আবার চাপ সহ্য করতে পারে না। ভাল কথায় বললে সকলের জন্যে সব কাজ সে করতে পারে। জোর করলে সে বিদ্রোহের বিদ্রোহ। বঙ্কিম বললে, 'যেতে হয় তুমি যাও এই অবস্থায়, এই মন নিয়ে আমি কোথাও ইয়ার্কি মারতে যেতে পারবো না।'

—'যাবে না তুমি? যাবে না তুমি? নিয়ে যাবে না?' প্রতিমার চোখ দুটো ক্রমশই বড় হতে লাগল।

—'না পারবো না। আমার পক্ষে উঠলো বাই তো কটক যাই সম্ভব হবে না।'

পায়রা আর দুধে ভেজানো তুলো, দুটোকেই বঙ্কিমের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিমা শোবার ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দে সমস্ত বাড়ি কেঁপে উঠল। পিসিমা বললেন, 'কি করবে বাবা, আজকালকার মেয়ে, একবার ঘুরিয়ে আনো। তা না হলে ভীষণ অশান্তি করবে। নাঃ শান্তি কোথাও নেই।' পিসিমার কথায় আজকালকার পুরুষদের অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত বঙ্কিমকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলল, 'নোহি লে যাউঙ্গা। আমি ততটা স্ত্রৈণ নই পিসিমা। মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়ার মত চালাবে? নট দ্যাট ইজি! জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক। হুকুম করলেই তামিল করবো, সে বান্দা আমি নই পিসিমা।'

—'তা ঠিক বাবা, তুমি কি এ যুগের ছেলে? আমি সকলকে বলি, বঙ্কিমের মত ছেলে হয় না। তা হলে নাই গেলে। ঠিক আছে আমি তাহলে এখন যাই। পরে আবার আসব।' সংসার সমরাঙ্গনে বঙ্কিমকে একা রেখে বঙ্কিমের পিসিমা পালালেন। য পলায়তি স জীবতি। পালাবেন আর কোথায়! দু' বাড়িই তো সমান, খোলা থেকে আগুনে এই যা তফাত।

ডানা ভাঙা পায়রাটা পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বঙ্কিম সাবধানে হাতে তুলে নিল। শরীরটা গরম। বুকটা ধুক ধুক করছে। পুঁতির মত ছোট্ট ছোট্ট দুটো লাল চোখ নিষ্ঠুর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বোধ, অসহায় প্রাণী। পায়রাটাকে বুকের কাছে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের মনটা হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল। পুরো শৈশবটা যেন ঝাপটা হাওয়ার মত বয়ে গেল। মা মারা যাবার পর সেও সংসারের চৌকাঠে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। দয়া! আত্মীয়-স্বজনের দয়া, পিতা পরমেশ্বরের দয়া, সংসারের দয়া ফোঁটা ফোঁটা করে সংগ্রহ করে বঙ্কিম এখনো যেন পুরো সাবালক নয়। এখনো সে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা আমাকে একটু দয়া কর প্রতিমা কর, পরমেশ্বর করুন, পিসিমা করুন ছেলে কর, মেয়ে কর। উল্টো টুপি হাতে দয়ার ভিখারি বঙ্কিম? একটু শান্তি দাও। ঘেয়ো কুকুরের মত দেখা হলেই কামড়াকামড়ি করো না। পায়রাটার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমের মনে হল, সে যেন তার থেঁতলানো হৃদয়টা দু'হাতে ধরে আছে। মনে পড়ে গেল, কয়েক বছর আগে সে একটা বাসে চাপা পড়া মানুষ দেখেছিল। রাজপথে পড়ে থাকা মুমূর্ষু একটি প্রাণ। মুখে তার অস্ফুট প্রার্থনা, একটু জল, একটু জল।

কোনো কোনো মুহূর্তে মানুষের মন হঠাৎ শূন্য হয়ে যায়। ধ্যানলব্ধ শূন্যতার মতই একটা সুখকর অবস্থা। স্থান, কাল, পাত্র সব লীন হয়ে যায়। বঙ্কিমের এখন সেই অবস্থা। এক হাতে পায়রা, অন্য হাতে তুলো, বন্ধ ঘরে অভিমানী স্ত্রী, দোতলায় ক্রুদ্ধ পিতা। এক একজনের এক এক দাবী। এক এক রকম চিকিৎসায় এক একজনের সুস্থতা ফিরবে। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। জগৎ যেন স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। ভবিষ্যৎ বলে যেন কিছু নেই। অতীত যেন অর্থহীন স্বপ্ন। বিশাল একটা স্তম্ভের মত বর্তমান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্তম্ভের তলায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বঙ্কিম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান যেন বিশাল একটা দৈত্যের চেহারা নিয়ে তাকে পায়ের চাপে পিষে ফেলতে চাইছে। চারিদিকে লণ্ড-ভণ্ড ছড়ানো সংসার। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম। সখাহারা অর্জুন। কেউ তাকে বলার নেই, মামেকং শরণং ব্রজ।

খাবার ঘরে এঁটো বাসন। ছত্রাকার এঁটোকাটা। জানলা দিয়ে গোটাকতক শালিক এসে খুঁটে খুঁটে ভাতের কণা তুলে নিচ্ছে। রান্নাঘরে উনুনে প্রতিমা কি একটা চাপিয়ে ছিল জলের অভাবে চড়চড় করছে। জল ঢেলে দিলে জিনিসটা বেঁচে যায়। বঙ্কিমের মনে হল স্নায়বিক অবসাদে সে যেন আক্রান্ত। চোখ খোলা, কান খোলা, দৃশ্য ভেসে উঠছে, শব্দ কানে আসছে, কিন্তু সবই কেমন অর্থহীন। মস্তিষ্কের যে কোষ থেকে ইচ্ছা ছুটে এসে মানুষকে সক্রিয় করে তোলে সেই কোষ, সেই মোটর সেণ্টারটা যেন সাময়িকভাবে বিকল হয়ে গেছে। পায়রাটা তাকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। সমস্ত মনটা যেন আহত পায়রায় নিবদ্ধ।

সিঁড়ির ধাপে বসে বঙ্কিম পায়রাটাকে তুলো টিপে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ছোট্ট ঠোঁটে কতটুকু দুধই বা নিতে পারবে আহত প্রাণী? তাছাড়া নাকের গর্তটা যে কোনটা বঙ্কিমের জানা নেই। নাকে দুধ ঢুকে শেষকালে মরেই না যায় দম বন্ধ হয়ে? মুমূর্ষু মানুষের মুখে জল ঢাললে কষ বেয়ে যেমন গড়িয়ে পড়ে পায়রাটার ঠোঁটের পাশ দিয়েও সেই রকম দুধের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। গলার কাছে নরম পালক ভিজে উঠেছে। পায়রার খাদ্য কি দুধ? পায়রা খুঁটে খুঁটে শস্যকণা খাবে। কিম্বা পায়রার মা ঠোঁটে করে শিশুর মুখে চিবোনো খাদ্য গুঁজে দেবে। ব্যর্থ চেষ্টা। যত না মুখে গেল তার চেয়ে বেশি গড়িয়ে পড়ল। ছাদের কার্নিসে এর মা হয়তো বসে আছে। ছাদে রেখে এলে কেমন হয়! আবার হয়তো কাকে এসে ঠোকরাবে! থাক ঝুড়ি চাপাই থাক। পায়রাটাকে বঙ্কিম আবার চাপা দিয়ে রেখে এল। পায়রাটা কয়েকবার সিং সিং করে শব্দ করল। ব্যাটা না খেতে পেয়েই না শেষকালে মরে। একটু ঝুঁকি নিয়ে ছাদে ছেড়ে দিলে হয়তো মা এসে বাঁচাতে পারতো। পারাবতস্য পারাবত গতি হত। বেশি দয়া বেশি মায়াই হয়তো মৃত্যুর কারণ হবে।

পোড়া গন্ধে সারা বাড়ি ভরে গেছে। বঙ্কিমের ঘর পুড়ছে। উনুন থেকে কড়াটা নামিয়ে দিল বঙ্কিম। রাতের তরকারি রোস্ট হয়ে গেল। যাকগে মরুকগে। সবই গেছে যখন তখন কিসের পরোয়া। হঠাৎ বঙ্কিমের মনে হল রান্নাঘরটা একটু গুছোলে কেমন হয়। চারদিকে প্রতিমার বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ মনের প্রভাব। ঢাকনা-খোলা মশলার কৌটো। পাঁড় মাতালের মত উল্টে থাকা শিশি বোতল। ছড়ানো তরকারির খোসা। কেতরানো বিপজ্জনক বঁটি। দুটো আলু অবাধ্য শিশুর মত হামাগুড়ি দিচ্ছে। একফালি কুমড়ো অনাদরে অর্ধচন্দ্র হয়ে পড়ে আছে। ও হরি, ডেঙোডাঁটায় কুমড়োটাই দিতে ভুলে গেছে! তাই টেস্টলেশ মনে হল। এক খাবলা চিনি টিনের ঢাকনির ওপর ঢিবি হয়ে আছে। কোনো কিছুতে দেবে বলে বের

করেছিল। ভুলে গেছে। এক সার পিঁপড়ের কুচকাওয়াজ চলেছে। হাউ ডিসেণ্টলি ডেকরেটেড ইওর কিচেন বঙ্কু? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল বঙ্কিম। বঙ্কিমই উত্তর দিল, ইয়েস স্যার দিস ইজ মাই মারভেলাস কিচেন। আচ্ছা দেখা যাক একটু শিপশর্ট করা যায় কিনা! কতক্ষণ সময় লাগে?

বঙ্কিম ভ্যাকুয়াম মন নিয়ে কাজে লেগে গেল। ফিল দাই ভ্যাকুয়াম উইথ নোব্‌ল ডিডস। কে বলেছিলেন? খ্রাইস্ট না! চিনিটা খেয়েই ফেলি। ক্যালোরি। বহুকাল চিনি চুরি করে খাওয়া হয়নি। বঙ্কিমের ভেতর থেকে শিশু বঙ্কিম যেন পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। প্রৌঢ় বঙ্কিম বলল, আহা ছেলেটাকে একটু ভালবাস। বড় স্নেহের কাঙাল। খালি শাসনটাই পেয়েছে, ভালবাসা পায়নি। দে দে পিঁপড়ে ছাড়িয়ে দে। বঙ্কিম চিনিটা মুখে ফেলে দিল। একটু তেঁতুল থাকলে শৈশবটা আরো জমত। ঠিক আছে আর একদিন তোকে তেঁতুল দিয়ে, চিনি দিয়ে, লঙ্কা দিয়ে আচার তৈরি করে দোবো, কথা দিচ্ছি। বঙ্কিম প্রতিশ্রুতি দিল। চিনিটা জিভে মিলোতে না মিলোতেই শৈশবটা গুটিয়ে এল। ঘরের ছবির ক্রমশ ফিরছে। নাউ ইট লুকস ডিসেণ্ট। একটা ছোটো টিনের কৌটায় কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা। বঙ্কিমের পকেট মেরে প্রতিমার সঞ্চয়। হঠাৎ দরদের উৎসটা যেন চিনচিন করে উঠলো। বঙ্কিম জীবনে ভালবাসা পায়নি বলেই ভালবাসার মর্ম বোঝে। আহা মেয়েটা অনেক আশা নিয়ে তার গলা ধরে জয় মা বলে ঝুলে পড়েছিল। বিনিময়ে কি পেয়েছে! প্র্যাকটিক্যালি নাথিং। রান্নাঘর, শোবার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, এই তো করেছে বারো বছর। কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে।

রান্নাঘরের উত্তরের জানলা দিয়ে তাকালে আকাশের অনেকটা চোখে পড়ে। একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। ধোয়া নীল আকাশে এক ঝাঁক সাদা পায়রা গোল হয়ে উড়ছে। বঙ্কিম একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সবই ঠিক রয়েছে। একই রকম রয়েছে। শৈশবে যা ছিল তাই রয়েছে। সেই উত্তরের আকাশ। রামসীতার মন্দিরের চুড়ো। সেই ঝাঁকড়া ঝিলিপাতা শিরীষ গাছ। সেই বলাই পালের সীরাজু পায়রা। সেই হাওয়া-কাঁপা মন-কেমন করা খাঁ খাঁ দুপুর। মানুষগুলোই কেবল স্টিফ হয়ে আসছে। মনের বাইরে কুমিরের চামড়ার শক্ত আবরণ তৈরি হচ্ছে। কেউই আর নমনীয় নেই। মনের অলিন্দে বেয়নেটধারী প্রহরী ঘুরছে, প্রবেশ নিষেধ। আন-রিলেণ্টিং। বিনা রণে পাবে না আমার মনের সূচাগ্র মেদিনী। ইয়েস, কমিউ-নিকেশানের কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে।

এফেকটিভ কমিউনিকেশানের ছাত্র বঙ্কিম দুপুরের নির্জন আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মসমীক্ষা শুরু করল। সকলকেই সে বোঝাতে চাইছে, আন্তরিকভাবে সে কিছু বলতে চাইছে, কাছে টানতে চাইছে, অটুট একটা সংসার গড়তে চাইছে যার ফাউণ্ডেশান হবে কর্তব্য, আদর্শ, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, ধর্ম, চারিদিকে একটা খোলামেলা হাওয়া বইবে, অভিযোগ থাকলে বলতে হবে, অভিমানে গুমরে থাকলে চলবে না; কিন্তু কেউই তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। বিদ্বেষের বাষ্প উঠছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। সবাই জ্বলছে। কিসের আক্রোশে কে জানে! অথচ সবাই আপনার লোক। কোন পক্ষকেই সে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। পিতা পরমেশ্বরের জন্যে তার সমস্ত স্যাক্রিফাইস জলে গেছে। স্ত্রী প্রতিমাকে সে বিবাহিত জীবনের বারোটা বছরে কেবল ত্যাগের কথা আর কর্তব্যের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছে। দু' নৌকোয় পা রাখতে গিয়ে পা ফেঁড়ে তার নিজের কীচক বধের অবস্থা। দুটো নৌকো দু'দিকে ভেসে চলেছে। প্রতিমা ভাবছে বঙ্কিম কেবল বাবা বাবা করে অস্থির। বঙ্কিমের বাবা ভাবছেন ছেলে বউ বউ করে অস্থির।

এদিকে বঙ্কিমের পায়ের তলায় সিফটিংস্যান্ড। সংসারের ঢেউ একবার করে আছড়ে পড়ছে আর একটি করে বালির স্তর সরে যাচ্ছে। এইবার তার পেছনে উল্টে পড়ার সময় এসেছে। সে কি তবে ডিকটেটার! সে কী ভীরু! সে কি ইমবেসাইল। সে কি ক্যালাস! একটা গ্রুপ, একটা সমষ্টির মধ্যে তার আচরণে কি কোনো ত্রুটি থেকে যাচ্ছে! সে কি ঠিকমত নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না? তার সেলফটাকে কি সে হারিয়ে ফেলেছে? নিজেকে হত্যা করে সে কি অলীক একটা শান্তির ছায়ার পেছনে দৌড়াচ্ছে। সমস্যার ঝড় উঠলেই কি সে উট হয়ে যাচ্ছে! নিজের ব্যক্তিত্বটাকে কি সে দরজার পাপোশ করে ফেলেছে! যে পারছে পা ঘষে চলে যাচ্ছে। আর ইউ এ ডোর ম্যাট? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল। নো। বঙ্কিম প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল।

দুম দুম করে বঙ্কিম শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেছে। সমস্ত জানলা বন্ধ। পশ্চিমের ঝলসানো রোদে সারা ঘরে পাশের বাগানের কল্কেগাছের পাতার ছায়া ঝিরঝিরে সুতোর মত কাঁপছে। প্রতিটি জানলার ওপর ঝকঝকে এক সার কাঁচ। ঘরে যেন থৈ থৈ আলোর ঢেউ। মোচার খোলার মত তার উপর প্রতিমা ভাসছে। ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে বনবন। ফনফন করে একটানা একটা শব্দ উঠছে। দেয়ালের গায়ে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। খাটের মাথার ওপর বঙ্কিমের মার ছবি জ্বলজ্বল করছে। বাইরের চেয়ে ঘরটা বেশ ঠান্ডা। প্রতিমা চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমিয়েই পড়েছে। ক্লান্ত মুখ। গালে চোখের জলের শুকনো দাগ। ঘুমোবার আগে কাঁদছিল। তাঁতের ডুরে পাড় শাড়ির আঁচল মেঝেতে লুটোচ্ছে। মুখের উপর সিলিং থেকে ঠিকরে পড়েছে চাপা রোদের আলো। ছোট্ট কপালের সীমানা থেকে চুলের ঢেউ উঠেছে। নাকছাবির পাথরটা চিকচিক করছে। সমস্ত নিষ্ঠুরতা কঠোরতার রেখা মুখ থেকে তরল হয়ে ঝরে গেছে। একটা মোম মসৃণ ভাব সারা মুখে। মার ছবির তলায় বিয়ের পর তোলা প্রতিমার ছবি। বেনারসীর ঘোমটা ঘেরা হাসি হাসি গোল মুখ। বঙ্কিম ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। না, বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেবল বারোটা বছর যেন পালকে করে ক্লান্তির একটা হালকা কালো রঙ চোখের কোলে লাগিয়ে দিয়েছে। যে পাখি মুক্ত শাখায় ডাকতে চেয়েছিল তাকে যেন জোর করে খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। বঙ্কিমের মনে হল প্রতিমার অসুখী আত্মা যেন ঘুমন্ত প্রতিমার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। বঙ্কিমকে উদ্দেশ করে বলছে, দেখ কি অবস্থা করেছ মেয়েটার। তিল তিল করে হত্যা করে চলেছো। তুমি একটা খুনী। একটা প্রাণীকে খাঁচায় পুরে ধারালো তলোয়ার দিয়ে অনবরত খুঁচিয়ে চলেছো।

ভাবাই যায় না এই প্রতিমাই ঝগড়া করে, চিৎকার করে, জ্বালাদার নুন ছেটানো কথা বলে। মারে, নিষ্ঠুর হয়, অবুঝ হয়। যুক্তি তর্ক মানতে চায় না। মানীর মান রাখে না। হিংস্র ভাবটা এখন লেজ গুটিয়ে কোথায় বসে আছে? জেগে উঠলেই শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হতে পারে? বঙ্কিমের মনে আর একটা চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল। হতে পারে? সেইটেই হয়তো কারণ! দ্যাট মে বি এনাদার রিজন।

ইদানীং বঙ্কিম খুব শাস্ত্রটাস্ত্র পড়ছে। পথের হদিস পাবার জন্যে। হঠাৎ তার তন্ত্রশাস্ত্রের দিকে ঝোঁক হয়েছে। তন্ত্র পড়েই বঙ্কিম বুঝেছে বিবাহিত জীবনে সে কি মারাত্মক ভুল করে এসেছে। মোক্ষ আর মুক্তি দুটোই তার হাতে। অথচ আঁচলে রতন বাঁধিয়া মরিগো আঁধারে খুঁজিয়া। এতকাল অন্ধকার ঘরে ধ্যান করতে বসে মশার কামড় আর ফাইলেরিয়াটাই তার নিট লাভ হয়েছে। মাঝখান

থেকে সে নিজেও সেকস-স্টার্ভড, প্রতিমাও সেকস-স্টার্ভড? ক'টা দিন সে প্রতিমাকে রাগ মোচনের আনন্দ দিতে পেরেছে। তন্ত্রের কথাবার্তা খুব পজেটিভ। ইন্দ্রিয় সংহারের ঘোরতর বিরোধী। মোক্ষলাভের সহজ সরল পথ সেকস এ্যান্ড লাভ। মানুষ যখন ডিফেনসিভ হয়ে ওঠে, নিজের চারদিকে যখন প্রতিরোধের পাঁচিল খাড়া করে তোলে তখন তার পক্ষে জ্ঞান বা সত্য কোনো কিছুই পাওয়া সম্ভব হয় না। মনের উদ্যানে শুম্ভ নিশুম্ভের রেস্টলিং চলতেই থাকে। ভুল 'সু' আর সত্য 'কু'-র হাতাহাতিতে জীবন ফর্সা। তান্ত্রিক বলছেন, তুমি যখন স্ত্রীর সঙ্গে রমণ করছো, তখন কিন্তু তুমি আর তোমার স্ত্রী ছাড়া তৃতীয় আর একটি মাল মশারির মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিনি হলেন তোমার সংস্কার, তোমার মহাপুরুষ, যিনি সব সময় চুকচুক করে বলছেন, নারী নরকস্য দ্বার, এ হে হে হে জীবনরস বেরিয়ে গেল, বীর্য গেল, বল গেল, মেধা গেল, ওজস গেল। বঙ্কু তোর সব গেল, গেল, গেল। এই তৃতীয় পুরুষের ঠেলায় সত্যিই তাই গেল। অরগ্যাজম হল না। এনার্জি তাই বাউনস করে ডবল হয়ে ফিরে এল না। কনজারভেসন না হয়ে একজসান হয়ে গেল। ক্লান্ত, অতৃপ্ত বঙ্কু লেটকে পড়ল। অখুশী ইরিটেটেড প্রতিমা। ফার্নেস নিয়ে পাশ ফিরে শুলো। ভোরের পাখি কলকল করে ডেকে গেল। দিবাকর পদ্ম ফোটালো ঊষার সরোবরে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল। কর্তা বিছানা থেকে নামলেন ক্লান্ত, শুকনো। গিন্নি নামলেন আধকপালে নিয়ে, বাসী গন্ধরাজ। সেই জায়গাটা বঙ্কিম আন্ডার লাইন করে রেখেছে তন্ত্র যেখানে বলছেন, তোমার স্ত্রী, তোমার শক্তিকে তুমি যদি রাগমোচনাত্মক তৃপ্তি দিতে অক্ষম হও, নিজের অক্ষমতাকে ধিক্কার দাও। তোমার ওই অতৃপ্ত স্ত্রী তোমার পক্ষে, তোমার পরিবারের পক্ষে, জনপদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেবে। দিনের পর দিন এই অতৃপ্তি তাকে যৌনবিরোধী করে তুলবে। শি উইল বিকাম অ্যান্টি সেকস। শনৈঃ শনৈঃ তিনি শীতল থেকে শীতলতর হতে থাকবেন। তাঁর মধুর ভাব অন্তর্হিত হবে। হৃদয়ে সাহারার আঁধি উঠবে। বাইরে দেখা যাবে না, ভেতরের তরু শূন্য প্রান্তরে সাইবেরিয়ার বরফ ছেয়ে যাবে। রাতের ঝাপসা আলোয় গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে হায়না, স্নার্লিং এ্যান্ড কার্লিং উলফ। সংসারের উঠোনে দাঁড়িয়ে স্ত্রী তখন দোতলার বারান্দায় দিকে মুখ তুলে—হাউ, হাউ করে চিৎকার করে উঠবে। সকলে বলবে এটা কে রে! হাউলিং হায়না ইন আওয়ার সো পিসফুল এ ফ্যামিলি? বিদেয় কর, বিদেয় কর, ডিভোর্স কর, ডান্ডা পেটাও, ব্যাটারি চার্জ কর, ভাতে মার, হাতে মার, কামে মার। পরমেশ্বর হায় প্রভু হায় প্রভু করে হাঁসিফাঁস করবেন। বঙ্কিম এখন জেনেছে কারণটা কি? তোমরা শান্ত হও। দোষ কারো নয় গো মা, এ যে স্বখাত সলিল। ইহার অরগ্যাজম সম্পাদনে আমার অক্ষমতা নিবন্ধন অযৌনতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার নারীত্ব শুকনো আম্রমুকুলের ন্যায় প্রেমের উদ্যানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তোমরা দেখিতেছো না, আমি দেখিয়াছি মসৃণ আবরণের তলায় লোল চর্ম, পক্ক কেশ, বিকশিত দ্রংষ্টা, নখর সংযুক্তা হিরণ্যকশিপু হা হা একটি ডাইনী।

ড্রেসিং টেবিলের অর্ধচন্দ্র চেয়ারে বসে বঙ্কিমের বোধিলাভ হচ্ছে। ভাগ্যিস তন্ত্রটা পড়া শুরু করেছিল! বেটার লেট দ্যান নেভার। এখনো সময় আছে, পারলে সামলে নে বঙ্কু। যৌবন এখনো বিদায়ী বসন্ত। তন্ত্রকে সার করে জীবনতন্ত্র চালা। লড়ে যা এই তোর লাস্ট ব্যাটল। নাউ অর নেভার। বি পজিটিভ। বঙ্কিমের তখনই নতুন জীবন শুরু করার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেই তন্ত্রই তার একটা কান পাকড়ে বসে আছে। খবরদার, কামার্ত হয়ে স্ত্রীর কাছে যাবে না, তাহলেই

তোমার শক্তি ক্ষয় হবে। ওটা তান্ত্রিকের কাজ নয়। ওই পথে এগোলে তোমার স্ত্রী আর তখন শক্তি নয়, সামান্য একটা পিকদানী। তুমি যখন শান্ত, সমাহিত, ধ্যানস্থ, কেবল তখনই তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি প্রেম করার উপযুক্ত। প্রেম মানে ধস্তাধস্তি, কামড়াকামড়ি নয়। হুড়ো যুদ্ধু নয়। তন্ত্র একে প্রেম বলে না। বলে ব্যাভিচার। কোনো শিশু স্বামী-স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখলে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠবে। দ্যাটস নট দি ওয়ে বঙ্কু। ওটা তুমি আগে করতে। ধমকায় ধমনী, চমকায় রক্ত, দোমড়ায় মোচড়ায় দেহ, মড় মড় খাট, ঘন ঘন শ্বাস, কড় কড় বাজ, নো দ্যাট ইজ নট তান্ত্রিক প্রেম। তান্ত্রিক প্রেম হল হার্মোনিয়াস সামথিং। যেন গাইছো, যেন নাচছো, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছো, স্তব্ধ তারা ভরা রাতে নির্জন প্রান্তরে কুসুমিত বৃক্ষ থেকে নিঃশব্দে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়ছে, দুটো দেহ যেন আইসক্রিমের মত গলে যাচ্ছে। ডিজলভ, ডিজলভ, বিকাম ওয়ান এ্যাণ্ড রিল্যাকস। এখানে ক্ষয় নেই, অনুতাপ নেই, অফুরন্ত শক্তির উপত্যকায় দেহকে প্রসারিত করে দাও, অনন্তের সঙ্গে মিশে যাও। একেই বলে ভ্যালি অরগ্যাজম।

ড্রেসিং টেবলের ওপর একটা পায়রার পালক পড়েছিল। আয়েসের সময় একটা চোখ বুজিয়ে প্রতিমা কানে পায়রার পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। বঙ্কিম পালকটা হাতে নিয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল। বঙ্কিমের মনে হচ্ছে সে যেন সদ্যোজাত প্রজাপতি। পিড়িং পিড়িং করে বাহারি ফুলবাগানে ফলে ফুলে উড়ছে। তন্ত্র বলছে তুমি নেগেটিভ, আমি পজিটিভ, তুমি আমার অ্যান্টি পোলস, তুমি আমার চীনে ভাষায় ইন-ইয়াং, তুমি আমার শক্তির স্টোরেজ ব্যাটারি, তুমি আমার গাড়ির বনেটের বাঘ, তুমি আমার কেমিক্যাল রি-অ্যাকসান, ফিজিক্যাল রিল্যাকসেসান, তুমি আমার ভৈরবী, মোক্ষের পাকদণ্ডী। কেন মাইরি খামোখা খেয়োখেয়ি কর।

বঙ্কিম পালক দিয়ে প্রতিমার পায়ের তলায় আস্তে আস্তে বার কতক সুড়-সুড়ি দিল। প্রতিমা পা'টা সরিয়ে নিল। বঙ্কিম আবার অ্যাপ্লাই করল। সে যেন সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাচ্ছে। প্রতিমা চোখ খুললো। আর কি আশ্চর্য! ঝিনুকের ঢাকনা খুলে দুটো মুক্তোর দানার মত, দু' ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। দু' ফোঁটা জল চোখের পাতার তলায় জমা রেখে কি করে ঘুমোচ্ছিল! একেই বলে সঞ্চয়ী। ভেজা ভেজা চোখে প্রতিমা বঙ্কিমের দিকে তাকালো। বর্ষার আকাশ যেন তাকিয়ে আছে! বঙ্কিম মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রতিমার দু'-আঙুল কপালে হাত রেখে বললে, 'তুমি কাঁদছো! এই সামান্য কারণে তুমি কাঁদছো?'

প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড চেঞ্জারের রেকর্ডের মত উল্টে উপুড় হয়ে গেল। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বঙ্কিম এবার খাটের কিনারায় বসে পড়ল। উইপিং ভৈরবীকে ট্যাকল করতে হবে। গলা আর চিবুকের মাঝখানের কোমল জায়গায় মুখটা গুঁজে দিয়ে শিশু-শুকরের মত বঙ্কিম একটু ঘোঁতো ঘোঁতো শব্দ করল। ডান হাতটা শরীরের উঁচু নীচু জায়গার ওপর দিয়ে বারকতক বুলিয়ে আনল। তারপর বগলের তলায় একটু কুতুকুতু দিল। কুতুকুতুটায় সামান্য একটু এফেকট হল। প্রতিমা বগল চেপে একপাশে আর একটু মুচড়ে গিয়ে বললে,—'যাও যাও, আমার কাছে কেন? তোমার বাবার সেবা করগে যাও? আমি কে?' কথা ক'টা কোনো রকমে খালাস করে প্রতিমা আবার হুস হুস করে কেঁদে উঠল। বঙ্কিম কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তমি কে? তুমি নিজেই জানো না, তুমি আমার সব, তুমি আমার সৃষ্টি, স্থিতি, ধৃতি, পুষ্টি, মেধা। নাও, ওঠো, চান করে খেয়ে নেবে চল। ঘুঘুডাঙ্গায় যাবো।' প্রতিমা কোনো উত্তর দিল না। বঙ্কিম

বললে, 'ছিঃ কাঁদতে নেই। ওঠো, অনেক বেলা হয়েছে। চারটের মধ্যে বেরোতে হবে।' বঙ্কিমের কথায় কোন কাজ হল না। প্রতিমা সেই একই ভাবে পাশবালিসের মত পড়ে রইল। বঙ্কিম মনে মনে বললে, এইবার একটু হাত লাগাতে হচ্ছে। দু'হাত দিয়ে প্রতিমাকে চিৎ করার চেষ্টা করল। খুব সহজ কাজ নয়, ফোর্স আর কাউণ্টার ফোর্সের এফেকট হল নিল। বঙ্কিম একটু সমস্যায় পড়ে গেল। আনউইলিং ভৈরবী সম্পর্কে তন্ত্রের কি নির্দেশ কে জানে! এইসব অবস্থায় সাধারণত বঙ্কিম যা করে থাকে তা হল ধর তক্তা মার পেরেক। একটা হাত শক্ত করে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে খাট থেকে ফেলে দিয়ে ঘাড়ের কাছটা বেড়ালের টুঁটি চেপে ধরার মত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে অর্ধচন্দ্র দিতে দিতে খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলা, 'খেয়ে নাও। খেয়ে নেবে। খেইয়ে নেএবে।' কে যে কাকে খাবে! নিজেদের সম্পর্কই তখন খাদ্য খাদকের। শেষটা ঝটিকা বেগে প্রতিমার শোবার ঘরে প্রবেশ, পালঙ্কে ঝম্প প্রদান, দিন তিনেক অনশনে অবস্থান।

আজকে বঙ্কিম তা হতে দেবে না। আজকে সে দেখিয়ে দেবে, দরদ কাকে বলে, সোহাগ কাকে বলে। সংসার সমরাঙ্গণে একাকিনী রমণী। কেউ তার দলে নেই। ভালবাসা দেবার মত একটি প্রাণীও এ বাড়িতে নেই। এ বাড়ির ক্লাইমেট পরমেশ্বর। তিনি হাসলে সবাই হাসে, তিনি গম্ভীর হলে সবাই গম্ভীর হয়ে যায়। তিনি যখন যাকে কোতল করতে বলবেন সে কোতল হয়ে যাবে। পরমেশ্বর স্নেহের কারবারী নন। ডিসিপ্লিন, ডিউটি, ওবিডিয়েনস, ফর্ম্যালিটি হল তাঁর এমপায়ারের ফাউণ্ডেশান। স্নেহ কোথায় পাবে ম্যাডাম! এতকাল পরমেশ্বরের ঘৃণার সরোবরে ঘটি ডুবিয়ে বঙ্কিম বউকে শাসন করেছে আর প্রয়োজনে একটু আধটু ভোগ করেছে। যখনই প্রকৃত ভালবাসতে গেছে, পরমেশ্বর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, ছি ছি বঙ্কিম, ওই রমণী একদা তোমার পিতার টাক ফাটাইব বলিয়াছিল, ওই রমণী বিদ্রোহী, স্বাধিকার দাবী করিয়াছিল, স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল, সংসারের ক্রুশে উহাকে বিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম, ফাঁকতালে পালাইয়াছে, গলায় বকলস পরাইতে চাহিলাম, কামড়াইয়া দিয়াছে, বধ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছে, সর্বনাশ, প্রাণ খুলিতে চাহিতেছে, হাসিতে চায়, নৃত্য করিতে চায়, প্রেম করিতে চায়, উরে বাপরে বাঁচিতেও চায়, পামরী থাবড়া মারি, আগেকার কাল হলে উইচ বলে পুড়িয়ে মারত, নেহাত প্রাচীন বাঘের দাঁত গেছে, শুধু গোঁফ দেখিয়ে আর টেরার সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বঙ্কিমের চোখের সামনে এক বৃদ্ধের করুণ মুখ ভেসে উঠল। তার বৃদ্ধ শ্বশুরের। বঙ্কিম বিয়ের পরদিন বউ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সিঁড়ির বাঁকে একপাশে দীনহীনের মত বৃদ্ধ মানুষটি দাঁড়িয়ে। বঙ্কিমের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার বড় আদরের পয়মন্ত মেয়ে, তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি দেখো বাবা। সংসারে ওকে বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। তোমরা একটু মানিয়ে নিও। কষ্ট দিও না।' দৃশ্যটা মনে পড়তেই বঙ্কিমের গলার কাছটা যেন কি রকম করে উঠল। কান্না নাকি? কান্না ভীষণ ছোঁয়াচে জিনিস। অতীত কখন একলা আসে না। অতীত হল সেডিমেণ্ট, বর্তমানের তলানি, থকথকে ঘন। শ্বশুরমশাই মনের জানলায় যেই উঁকি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন, জ্যাঠামশাই, মা, জ্যাঠাইমা, যাঁদের কাছে তার স্নেহের দাবী চলত, দুঃখের দিনে দাঁড়ানো চলত। বঙ্কিমের চোখের কোল বেয়ে সত্যি সত্যি জল গড়িয়ে এল। কয়েক ফোঁটা টপাটপ করে প্রতিমার গালে পড়ল।

প্রতিমার মুখটা বঙ্কিমের দিকে ঘুরে গেল। চোখে জল, চোখে বিস্ময়। প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে বসল, 'এ কি তুমি কাঁদছো!' বঙ্কিম খুব শুকনো মানুষ। প্রতিমা খুব অবাক হয়েছে। 'তুমি কাঁদছো কেন?' প্রতিমা আঙুল দিয়ে বঙ্কিমের চোখের কোণের জল পরীক্ষা করল। সত্যি কাঁদছে কিনা! এ সংসারে বিশ্বাসের অনেকদিন মৃত্যু হয়েছে। সকলেই অভিনেতা। বঙ্কিমের চোখে জল, না গ্লিসারিন আগে দেখা দরকার। না জল। প্রতিমা বাঁ হাত দিয়ে বঙ্কিমের গলা ধরে মুখটা কাছে টেনে আনল। ডান হাতে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছাতে মোছাতে বলল, 'তুমি কেঁদো নাগো। তোমার চোখে জল দেখলে বড় কষ্ট হয়।'

প্রতিমার শেষ কথাটায় বঙ্কিমের কান্না আরো বেড়ে গেল। এটা যদি প্রতিমার অভিনয়ের কথা না হয়ে প্রাণের কথা হয় তাহলে এ প্রাণ থেকে ভালবাসা তো বাষ্প হয়ে এখনো উড়ে যায়নি। ভোরের কুয়াশার মত সবুজ মাঠের ওপর কাঁপছে। তাকে দেখে সংসারের কারুর কষ্ট হবে কেন? ঘৃণা হবে, রাগ হবে, ঈর্ষা হবে, সমালোচনা হবে, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে হবে, বিপদে ফেলার চেষ্টা হবে, মজা হবে, কষ্ট কেন হবে? কারুর প্রাণে কেন ব্যথা জাগবে, বেদনা জাগবে? সে তো এতকাল একটা গানের কলিই আপন মনে গেয়ে এসেছে, ব্যথায় কারো গলে না প্রাণ যে বোঝে না ব্যথার কি দাম! তার সমব্যথীরা সবাই তো একে একে চলে গেছে! তবে! তবে এ প্রাণ কোথা থেকে জাগলো! তবে কি প্রতিমা সত্যিই তার ব্যথার ব্যথী, সহধর্মিণী। যে রুক্ষ মাটির কোথাও জলের চিহ্ন নেই তারই বুকের গভীরে যে স্বচ্ছ জলের ধারা থাকে, প্রতিমা কি সেই সত্যের প্রমাণ!

বঙ্কিম প্রচণ্ড আবেগে প্রতিমাকে জড়িয়ে ধরল। শিশু যে ভাবে মাকে জড়িয়ে ধরে। প্রতিমাও দু'হাত দিয়ে বঙ্কিমকে জড়িয়ে ধরল। মা যেমন শিশুকে বুকে চেপে ধরে। দু'জনেই কাঁদছে, যেন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে। জীবনের তিরস্কারে দু'জনেই ক্ষত-বিক্ষত। দু'জনেই যেন সীমান্তের প্রহরী। যতবার নিভৃত আশ্রয়ে ফিরে যেতে চেয়েছে, অদৃশ্য নিয়তি সেনানায়কের মত হুকুম করেছে, যাও ফিরে যাও। যুদ্ধ কর। ব্যাটল টিল ডেথ। ডোণ্ট লিভ ইওর পোস্ট। চোখের জলে দু'জনের সম্পর্কের যেন নতুন জন্ম হল। নদীর দুই তীর যেন অদৃশ্য সেতুবন্ধনে বাঁধা পড়ল।

মেঝের ওপর তিন চারটে ভাঁজ করা শাড়ি।

—বলো কোনটা পরব?

বঙ্কিম একটু দূরে থেকে ফ্যাশান একসপার্টের মত বিভিন্ন রঙের শাড়ি পর্যবেক্ষণ করছে। বেগুনী, গাঢ় নীল, কমলা, ফিকে হলুদ, কচি কলাপাতা। মনের রং লেগেছে শাড়ির গায়ে। জীবনে হঠাৎ চোরা বানের মত বেঁচে থাকার অর্থ ফিরে এসেছে। নবজাতকের চোখে যেন পৃথিবীকে দেখছে। আকাশ যেন বৃষ্টি ধোয়া নীল। গাছের পাতা যেন নবীন সবুজ। প্রতিটি জানলায় যেন প্রকৃতির বড় বড় বিস্মিত চোখ। পড়ন্ত বেলার রোদ যেন মৃত অতীতকে টেনে এনেছে। সেই জগতে সাময়িক মুক্তি যেখানে সে কর্তব্যের বকলস খোলা কুকুরের আনন্দ, সন্ন্যাসীর আকাশবৃত্তির মুক্তির আনন্দ, পাখির শেষ বেলার গান, শিশুর মনের নিশ্চিন্ত অনুভূতি। তার মনে হচ্ছে জীবনের পথে সে তিরিশটা বছর পেরিয়ে গেছে। সংসারটা আবার জম-জমাট হয়ে উঠেছে। কোনো এক ঘরে মা বসে পান সাজছেন। কোনো ঘরে জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুলে সিগারেট

ধরে কাগজ পড়ছেন। কোনো ঘরে জ্যাঠাইমা টকটকে লাল তরমুজ ফালা ফালা করে ডিশে সাজিয়ে রাখছেন। উদ্যানের সমস্ত মৃত গাছ যেন অলৌকিকভাবে বেঁচে উঠেছে। ভস্মাধারের ঢাকনা খুলে এক একটি প্রাণ আবার জীবনের খেলা খেলতে এসেছেন। নিঃসঙ্গ বঙ্কিমের আজ অনেক সঙ্গী। চারিদিকে আজ পদধ্বনি।

কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বঙ্কিম বললে, এইটাই পর। সুন্দর দেখাবে। গায়ের রঙের সঙ্গে রং মিলে যাবে। আর মুখে বেশি পাউডার ঘষো না। এমনি প্লেন থাক। তাইতেই তোমাকে বেশি সুন্দর দেখাবে। খোঁপাটা এমন করে বাঁধবে ঘাড়ের কাছে যেন আলগা হয়ে ঝুলে থাকে। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বউ নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছে। সাজগোজটা সেইভাবে হওয়া চাই। প্রসাধন তোমার সৌন্দর্যকে ফোটাতে সাহায্য করবে, চাপা দেবে না। বঙ্কিম নিজে রেডি। ছেলেমেয়ের জুতো পরাটাই বাকি। বঙ্কিম এতক্ষণ পরমেশ্বরের কথা প্রায় ভুলেই ছিল। নিস্তব্ধ দোতলা। অন্য দিন পাখা চলার একটা ঘোঁড় ঘোঁড় শব্দ হয়। আজ পাখা বন্ধ। ছেলের পয়সায় খাওয়াও বন্ধ, হাওয়াও বন্ধ। রোদে উত্তপ্ত চারটে কংক্রিটের দেয়ালের মধ্যে পরমেশ্বর বসে আছেন, না শুয়ে আছেন, না বই পড়ছেন বলা শক্ত। গ্রীষ্মের দুপুরে পরমেশ্বরের ঘর একটা বিশাল ফায়ার প্লেস। চারদিকে চারটে ডবল জানলা, নিচু উচ্চতার। পশ্চিমে গঙ্গা। রোদে জল চিক চিক করছে। যত দূরে তাকাও দৃষ্টি উধাও। দক্ষিণের দূর আকাশে এক সার নারকেল গাছের পাতা রোদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। পুবে জানলা দরজা বন্ধ একটা হলদে বাড়ি রোদকে রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। উত্তরে বহু দূরে চটকলের একটা উদাস চিমনি আকাশে ধোঁয়া বিলিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির মাঝখানে একটা চৌকির ওপর পরমেশ্বর। মনে যখন মৃত্যুর ছায়া, মুখ তখন পশ্চিমে। মনে যখন অতীতের আনাগোনা মুখ তখন উত্তরে। ওই সেই চিমনি। ওই দিক থেকেই ভেসে আসে শেষ রাতের ভরাট বাঁশির ডাক, রাই জাগো, রাই জাগো, শয্যা তোলো, দিন আসছে প্রস্তুত হও। বাঁশির পরেই ওই উত্তর থেকে শীতের দিনে ভেসে আসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে শৃঙ্গার আরতির শব্দ। প্রহরে প্রহরে বাঁশি বাজে। পরমেশ্বরের কাছে এক এক সময়ের বাঁশির এক এক অর্থ। বেলা দেড়টার বাঁশি প্রতিদিন পরমেশ্বরের চোখে একটু জল নামাবে। দাদু যতদিন জীবিত ছিলেন এই সময়টা তিনি গঙ্গা স্নানের জন্যে বঙ্কিমদের পুরোনো বাড়িতে আসতেন। নাভিতে একথাবলা তেল দেওয়া মাত্র বাঁশির তীব্র সুর অনন্তকে বিদ্ধ করত। সঙ্গীতজ্ঞ দাদু বলতেন, বুঝলে পরমেশ্বর পঞ্চমে ধরেছে। এ হল সেই বৃন্দাবনের রাখাল রাজার বাঁশি। ডাকছে, আয় চলে আয়, 'হামসোঁ রহা নে জায় মুরলিয়া কৈ ধুন শুনকে।' বঙ্কিমের দাদু সব ভুলে ভরাট গলায় কবীরের ভজন গেয়ে উঠতেন, 'বিনা বসন্ত ফুল ইক ফুলৈ ভঁবঁর সদা বোলায়।' বঙ্কিমকে বলতেন, পান্তুরানী তানপুরাটা একটু দাও। বৃদ্ধ সাধক মেঝেতেই গামছা পরে বসে পড়তেন! মুরলীর ধ্বনি শুনে আমি যে আর থাকতে পারছি না। বসন্ত নেই, তবু একটি ফুল ফুটল। ভ্রমর এসেছে গুনগুনিয়ে সেই ফুলে। 'গগন গরজৈ বিজুলী চমকৈ উঠতি হিয়ে হিলোর'। আকাশে মেঘের গর্জন, ঘন ঘন বিদ্যুৎ, আমার হৃদয়ে হিল্লোল। 'বিগসত কঁবল মেঘ বরষণে চিতবত প্রভুকি ঔর'? বৃষ্টি নেমেছে এবার একটি কমলও ফুটল, সেই কমল চেয়ে আছে আমার প্রভুর দিকে। 'তারি লাগি তহাঁ মন পহুঁচা গৈব ধুজা ফহরায়'। মন আমার সমাধিস্থ হল আমি নিবিষ্ট হয়ে গেলুম সেই কমলে। অদৃশ্য বিজয় পতাকা উড়ল। 'কহৈ' কবীর আজ প্রাণ হামারা জীবত

হি মর জায়।' কবীর বলছে আজ আমার প্রাণ জীবিত থেকেই মৃত হয়ে আসছে। কোথায় স্নান, কোথায় খাওয়া। ঝলমলে দুপুরে বর্ষার মেঘ। মৃতদার পরমেশ্বর, মৃতদার শ্বশুর দু'জনেরই চোখে জল। গৌরবর্ণ দাদুর বিশাল বুকের মাঝখানটা টকটক করছে লাল। পরমেশ্বর বলতেন সাধকের বুক। সূর্য গঙ্গার দিকে আরো খানিকটা হেলে যেত। নির্জন বাড়িতে সুর খেলতো, হামসোঁ রহানা জায়।

পরমেশ্বর এখন কোন্ দিকে মুখ করে বসে আছেন? অপূর্ব বললে, পশ্চিমে। পশ্চিম! তার মানে মৃত্যুর চিন্তা। এইটাই বঙ্কিমের ভীষণ খারাপ লাগে। পরমেশ্বরের চোখে বঙ্কিম আর দেবদূত নয়, যমদূত। তুমি আমার সেই ছেলে, যাকে অবলম্বন করে আমি আমার নিঃসঙ্গ যৌবন কাটিয়েছি, অতীত ভুলেছি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি। তুমি আমার সেই ভবিষ্যৎ যাকে দেখলে মনে হয়, অব মেরে নৈয়া পার কর প্রভু। সেই জলখাবার নামিয়ে আনার পর থেকে বঙ্কিম একবারও ওপরে যায়নি। যুদ্ধ ঘোষিত। এখন সীমানার ওপারে যাওয়ার দুটো অর্থ—হয় আক্রমণ, না হয় সন্ধি। সন্ধির এটা সময় নয়। হৃদয় আর একটু রক্ত মোক্ষণ করবে, মুখ আরো একটু অগ্নি বর্ষণ করবে, নাসিকা আরো একটু ড্রাগনের নিঃশ্বাস মোচন করবে, রাতকে আরো দীর্ঘ করে, বয়সকে আরো দ্রুত করে শান্তির শ্বেত পতাকা উড়বে। সীমান্তের এপার থেকে ওপারে খাদ্য যাবে, পানীয় যাবে, গরম জল যাবে, পাখাটা আবার ঘুরবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। পরমেশ্বর দক্ষিণমুখো হয়ে চৌকিতে বসবেন। নারকেল পাতায় পূর্ণশশীর খেলা দেখে গেয়ে উঠবেন নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

প্রতিমা ইতিমধ্যে সেজেগুজে বেরিয়ে এসেছে। সাজলে গুজলে প্রতিমাকে খারাপ দেখায় না। বয়েসটা একটু বেড়েছে। আগের সেই চপলতা নেই। উগ্রতা নেই। রূপটা সংসার অনেকখানি রোস্ট করে দিয়েছে। বয়েলড পোট্যাটো বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বেশ একটা মা মা চেহারা হয়েছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমকে অসহায়ের মত দোতলার দিকে বারে বারে তাকাতে দেখে প্রতিমা জিজ্ঞেস করল, 'কি হল, এখনো জুতো পরনি?' সেই মুহূর্তে বঙ্কিমকে দেখাচ্ছিল জলে ডোবা মানুষ, একটা অবলম্বন খুঁজছে। বেরোবার আগে বাবাকে অন্তত বলে যাওয়া উচিত। কি করে বলবে? কি ভাবে বলবে?

আচ্ছা এইভাবে বললে কেমন হয়? 'আমরা একটু আসছি'। না এটা ঠিক হল না। এ তো অনুমতি চাওয়া হল না। একে বলে পোস্টিং উইথ ইনফরমেশান। খবরটা ছুঁইয়ে যাওয়া। একটু ঠুকরে যাওয়া। আগেই সব সেজেগুজে ঠিক করে বসে আছো, জাস্ট একটু জানিয়ে গেলে এই তো। তা লায়েক হয়েছো, বউ নিয়ে একটু ফুর্তিটুর্তি করবেই তো। অ্যান্ড দিস ওলড ম্যান, এই বুড়ো লোকটা, দিস ঘাটের মড়া বসে বসে তোমাদের বাড়ি পাহারা দেবে, দরোয়ানী করবে? তাই তো? ঝিকে দরজা খুলে দেবে। চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবে। বাটি পেতে দুধ নেবে। হায় বিচার! তোমাদের যখন অন্নদাস তখন তো পাহারা দিতেই হবে মানিক। বৃদ্ধ মানুষ আর কুকুর কতটুকু তফাৎ। দুইয়ের তফাৎ। একজনের চার পা আর একজনের দুটো। কুকুরও ছাঁট দিয়ে ভাত খায়। তোমাদের সংসারে যখন মাংস হয়, বেছে বেছে তোমার বউ দু'টুকরো হাড় ওপরে বুড়োটাকে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিবাদ কর না। দুঃখ পেও না। ফ্যাকট ইজ ফ্যাকট। দিস ইজ মোর অর লেস ইউনিভার্সাল। সেই জন্যেই পঞ্চাশে বাণপ্রস্থের বিধান আছে।

না, ওভাবে বলা চলবে না। ও পথে বাড়াসনে তুই পা। ভীমরুলের চাকে ঢিল। বরং এইভাবে বলাই ভাল, অনুমতি চাওয়ার ধরনে, হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না।

গৃহস্বামীর কাছ থেকে ছোটদের কোথাও যাবার আগে অনুমতিই চাইতে হয়। তাহলে এইভাবে বলতে হয়, 'আমরা কি একটু ঘুরে আসতে পারি?'

তার মানে? তোমরা তো সেজেগুজেই বসে আছ। জাস্ট এ ফর্ম্যালিটি তাই তো? একটু ফুল ফেলে যাওয়া। এর কোনো প্রয়োজন আছে! নো ফর্ম্যালিটি। তোমরা সব স্বাধীন। কোনো কিন্তু নেই। গো অন মেরিলি। কোনো চক্ষুলজ্জার প্রয়োজন নেই। দিজ ইজ এ ফর্ম অফ ইনসাল্ট। সম্মান করতে না জানো অপমান কোরো না। অনুমতি চাইতে গেলে এখন প্যান্ট জামা খুলে গামছা পরে ভাল মানুষের মত মুখ করে যেতে হয়। প্রথমেই কাজের কথা নয়। দু'চারটে সাধারণ কথা। শরীর, গাছ, লতাপাতা, সমাজনীতি, রাজনীতি, ঘরের ঝুল, জানলার কাঁচে ধুলো, বাজার দর, তেলে ভেজাল, অমুকের সঙ্গে দেখা, আমরা একটু যেতে পারি, অনেক দিন...। তা বেশ তো যাও না। অনেক রাত হবে ফিরতে।

আজকে অবশ্য সবই একাকার। আজকে বঙ্কিম যেভাবেই বলুক, উত্তর সেই এক, 'আমি কে? আমাকে কেন? অনেক হয়েছে। নাউ ইউ আর ফ্রি। নিজের কাছ থেকেই অনুমতি চেয়ে নাও। উস্ হায় প্রভু! এ কি করলে!' তুমি তো আজ আস নাই বন্ধুর বেশে, পুত্রের বেশে, দু'হাতে বিনয়মনে সম্ভ্রম নিয়ে। ইউ আর অ্যাডিং এ্যান্ড অ্যাবেটিং এ ক্রাইম ট্যাণ্টামাউণ্ট টু এ ক্লেভারলি ম্যানিপুলেটেড মার্ডার। বঙ্কিম প্রতিমার প্রশ্নের উত্তর দিল জ্বরো রুগীর মত ফিকে হেসে, 'এইবারই হল রিয়েল সমস্যা, ওপরে বলতে হবে তো।'

—বলতে তো হবেই। সবাই মিলে বেরিয়ে যাবো, বৃদ্ধ মানুষ একলা থাকবেন।

—কে বলবে?

—কেন তুমি বলবে! তোমার তো বাবা। তোমার সঙ্গে তো কিছু হয়নি। গোলমাল তো আমার সঙ্গে।

যে কোনো সমস্যাকে সরলীকরণের ক্ষমতা প্রতিমার মত আর কারুর আছে বিনা সন্দেহ। তার কাছে মানুষ হল অনুভূতিহীন একটা জীব। মান, সম্মান, অভিমান যুক্তি বিচার বুদ্ধি হল বিক্রমাদিত্যের বেতাল। গাছের ডালে শব হয়ে ঝুলবে। প্রয়োজনে পাড়বে। আবার ফিরিয়ে দেবে।

বঙ্কিম বললে, ওনার সামনে আজ আর আমার এমনিই দাঁড়াবার সাহস নেই, তার ওপর কোথাও যাবার অনুমতি ভিক্ষা। এর থেকে বাঘের মুখে দাঁড়ানো অনেক সহজ কাজ। ওই গম্ভীর, শুকনো মুখ, উদাস ছানিপড়া চোখ। না বাবা, আমি পারবো না।

—তুমি না পারলে কে পারবে?

—তাই তো ভাবছি প্রিয়ে। ব্যাপারটাকে তুমি এত ডিফিকাল্ট করে তুলেছো। তোমার আর কি বল। তুমি তো আছো মজাসে আমার ব্যাঙের ছাতার তলায়।

—তুমি ব্যাঙ?

—সংসার তাই মনে করে। ওই তো আমার ব্যাঙাচিরা। উভয়চর প্রাণী, জলেও চরে, স্থলেও চরে। একতলাতেও আছে, দোতলাতেও আছে!

ঠিক বলছো? এক কথায় সমস্যার সমাধান। অপূর্ব গিয়ে বলে আসুক, আমরা একটু বেরোচ্ছি।

—দি আইডিয়া।

বঙ্কিম হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। প্রস্তাবটা মন্দের ভালো। যুদ্ধে এক সেনাপতির কাছ থেকে আর এক সেনাপতির কাছে খবর পেঁৗছে দেবার জন্যে দূতপ্রথা মহাভারতের কাল থেকে চলে আসছে।

যাও বেটা বোলকে আও।

দূত দূর দূর করে এ ক্যাম্পে ছুটলো। তার আর তর সইছে না। কখন থেকে সেজেগুজে বসে আছে। ঘুঘুডাঙ্গায় ধুধুমাসির বাড়ি যাবে। স্বামী-স্ত্রী কান খাড়া করে সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে রইল। দূতের অভ্যর্থনা জানার কৌতূহল। শব্দ-তরঙ্গের কিছুটা যদি নেমে আসে নিচে!

অপূর্ব নিমেষে নিচে নেমে এল।

—কি হল রে? একসঙ্গে দুজনের প্রশ্ন।

—দাদির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

—তাহলে? বঙ্কিম প্রশ্ন করল প্রতিমাকে।

—তাহলে? প্রতিমা প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দিল বঙ্কিমকে। স্ত্রীর ধর্মই পালন করল। ধ্বনিরই তো প্রতিধ্বনি। চারজন সিঁড়ির তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে থেকে দেখলে মনে হবে ছেলেমেয়ে নিয়ে বউ হয়তো এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। গৃহস্বামী বলেছেন, দাঁড়াও আসছি। প্রতিমা বললে,—তুমিই একবার যাও। দরজা বন্ধ করে পড়ে আছেন। বৃদ্ধ মানুষ। সারাদিন খাওয়া নেই। আমার বাবা হলে আমি যেতুম।

বঙ্কিম বললে,—আমার বাবাকে তোমার বাবা করে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো।

প্রতিমা বললে,—বারো বছর ধরেই তো সেই চেষ্টা করে আসছি। হচ্ছে কই! এখন যাও তো, দেরি হয়ে যাচ্ছে না! বঙ্কিম যেন ফাঁসিতে যাচ্ছে এইরকম একটা মুখ করে গুটি গুটি ওপরে উঠে গেল। নিচে সবাই দাঁড়িয়ে রইল উৎকণ্ঠা নিয়ে, কি হয়, কি হয়!

দোতলাটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। পূব থেকে পশ্চিমে পড়ে আছে নির্জন করিডর। পশ্চিমের জানলা দিয়ে একঝলক রোদ চকোলেট রঙের ঝকঝকে মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। সার সার বন্ধ ঘর। এত ঘরের কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরমেশ্বরের ফিউচার প্ল্যানিং। বঙ্কিমের পরিবার ক্রমশই বড় হবে। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার। ছেলেমেয়েরা বড় হলে আলাদা ঘর চাই। বিয়ের পর বউ আসবে, জামাই এসে থাকবে। তখন তো ঘর চাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই শ্রীকৃষ্ণের ছবি। হাসি হাসি মুখে বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে আছেন। এইমাত্র যেন অর্জুনকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে গ্যারেজে রথ রেখে ছবির ফ্রেমে মুখ ফিট করে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বঙ্কিম প্লে-ব্যাক করল, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। শুনতে পেল প্রতিমা বলছে, 'কি হল রে বাবা! জমে গেল নাকি!'

শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শক্তি ধার করে বঙ্কিম পরমেশ্বরের ঘরের বন্ধ দরজায় তিনবার টুকটুক করে টোকা মেরে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলো, বাবা, বাবা। কোনো উত্তর নেই। বাবা। শেষের ডাকটা বুকফাটা আর্তনাদের মত শোনালো। যে ডাকে পাথরও গলে যায়, মন্দিরের বিগ্রহও কেঁপে ওঠে, সে ডাকে পরমেশ্বরের কিন্তু কিছুই হল না। দমকা হাওয়ায় একটা জানলা কেঁপে উঠল। গাছের ডালে একটা ঝটাপটি শব্দ হল। একটা পাখি চিক চিক শব্দ করে উড়ে গেল। পরমেশ্বরের বন্ধ ঘরেও হাওয়ার লুটোপুটি শোনা গেল। মানুষটি কিন্তু নিরুত্তর। এর পর বঙ্কিম কি করতে পারে! নখ দিয়ে দরজাটা হাঁচড় পাঁচড় করে আঁচড়াতে পারে।

দরজার তলার দিকে একটু ফাঁক আছে। ফাঁক দিয়ে দক্ষিণের হু হু হাওয়া আসছে। শুয়ে পড়ে ফাঁক দিয়ে চোখ চালালে কেমন হয়! দু ইঞ্চি জড় পদার্থের ব্যবধানে যে জগৎ সেই জগতের ঊর্ধ্ব দিক দেখা না গেলেও অধঃ দিকটা চোখে

পড়তেও পারে। এখন একমাত্র উপায় বিস্ময়ের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়া। ঘরে একটা জীবন্ত প্রাণী রয়েছে অথচ জীবনের কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই তা কি করে হয়! যিনি নিদ্রাহীনতার রুগী, বছরের পর বছর যাঁর দিনে-রাতে ঘুম নেই, তিনি এই কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে দিবানিদ্রায় বেহুঁস তা কি হতে পারে! তবে! তবেটা রেডিওর সেণ্টার চেঞ্জের মত মাথার মধ্যে ঘ'ড়র করে উঠলো। থ্রম্বোসিস হতে পারে। থ্রম্বোসিস তো আজকাল ঘরে ঘরে ডাকের পিওনের মত যে কোনো সময় এসে মৃত্যু বিলি করে যায়। আত্মহত্যা, তাও তো হতে পারে। রায় সাহেব আজো মরিয়া অমর। বিশ বছর আগের ঘটনা। ছ' ছ'টা ছেলে আর দু' দুটো বউয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মাননীয় রায়বাহাদুর মাঝরাতে তাঁর ছ' ফুট, সত্তর বছরের দেহ মা গঙ্গাকে দান করে দিলেন। পরমেশ্বর এখনো সংসারের একটু বেচাল দেখলে সেই রেফারেন্স টানেন, রায়বাহাদুরকে রাখলে জননী, বিন্দুকেও নিলে। বিন্দু একটা বিপরীত ঘটনা, ঘরের বউ শাশুড়ীর জ্বালায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কেষ্ট গেল ভেসে, কেষ্ট ফেল করে ডুবেছিল। পরমেশ্বরের এত ক্লেশ মাগো, তাকে গিলবি কবে? পুরোটা এক করে পরমেশ্বর কাফি টপ্পা করে মাঝে মাঝে ছেলে বউকে শোনান। এমনি হাসি খুশি বন্ধ। তবুও মানুষ তো? সব সময় দুঃখের কথা মনে থাকে না। বঙ্কিম আর প্রতিমা হয়তো কোনো ব্যাপারে একটু সরবে হাসাহাসি করে ফেলেছে, আর সেই হাসি হয়তো দামাল ছেলের মত লাফাতে লাফাতে দোতলায় গিয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর সুখের গৃহ শ্মশান করে আগুন জেবলে দিলেন, কাফি টপ্পা নেমে এলো হাসি একসটিনগুইশার হয়ে :

হাহা, হাঃহা হাহা
হামা যোমা হামা যোমা
হামা যোমা হামা যোমা (দ্রুত)
রায়বাহাদুরকে রাখলে জননী,
বিন্দুকেও নিলে,
কেষ্টা গেল ভেসে,
পরমেশ্বরের এত ক্লেশ মাগো
তাকে গিলবি কবে
(ওমা, তাকে গিলবি কবে) আখর

নিচ থেকে প্রতিমার চাপা অধৈর্য মেশানো গলা শোনা গেল, কি হল কি তোমার! খুব হয়েছে, আর গিয়ে কাজ নেই। বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে গলাটা সারসের মত বেঁকিয়ে দরজায় চোখ রাখলো। পৃথিবীকে সে এখন নিচে থেকে ওপরে আপসাইড ডাউন দেখছে বা সে এখন জমির সমতলে, লেভেল উইথ দি ফ্লোর। ধারালো তলোয়ারের মত দরজার তলা দিয়ে ফ্যাঁস করে দৃষ্টি চলে গেল ঘরে, ওই তো দু'পাটি জুতো, বাথরুম স্লিপার খাটের মাথার দিকের একটা পা, চেয়ারের পা, দুটো মুড়ি হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। কখন আবার মুড়ি খেলেন, নিজের স্টকেই মুড়ি থাকে কৌটো ভর্তি। পেনসানের টাকায় কিনে আনেন। আহা ফলারে হয়তো পেট ভরেনি! খাটে বসে একটা দুটো করে খাচ্ছিলেন। তারপর। বঙ্কিম তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তারপর যদি এই রকম হয়ে থাকে—মুড়ি খেতে খেতে গলার কাছটা কিরকম করে উঠলো, বুকের কাছটা পাথরের মত ভারি হয়ে এল, বললেন একটু জল। কুঁজোটা দেখতে পাচ্ছেন, অথচ জল গড়াবার শক্তি নেই, বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে, একটু জল। কেউ শুনলো না, শুনতে পেলো না, হাতের মুঠোর মুড়ি, ঠোঁটের কোণে দুটো মুড়ি শেষ আহার। এক পাশে

কাত হয়ে পড়ে গেলেন। মুড়ি কি সেই হাতের মুঠো থেকে পড়েছে!

বঙ্কিম আবার নিচু হল। আবার চোখ রাখলো দরজার ফাঁকে। একি, দুটো মুড়ি যে তিনটে হয়ে গেছে! বঙ্কিম ভয়ে ভয়ে নিচে নেমে এল। সে কি পরমেশ্বরের নির্জন ঘরে রায়বাহাদুরকে দেখে এল! তোমার বড় সাধ, তাই নিতে এসেছি পরমেশ্বর। তুমি যে একসময় আমার ছেলেদের গৃহশিক্ষক ছিলে! আমি তো মুক্তি পাইনি। চলো তোমাকে সঙ্গী করে নিয়ে যাই মুক্তিহীন সেই অশরীরীদের জগতে।

—একি ওপর থেকে কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলে কেন?

প্রতিমার কথায় বঙ্কিম চোখে হাত দিল। সত্যিই তো জল! বঙ্কিম বললে, কিছুই বুঝতে পারছি না। সাড়া নেই, শব্দ নেই। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ নেই। শুয়ে থাকলেও পাশ ফেরার শব্দ নেই। শুধু দমকা হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে।

—সে কি গো? প্রতিমাও একটু ভয় পেয়ে গেল, কি হবে তাহলে? তুমি আর একবার যাও। এবার জোরে জোরে বারকতক ধাক্কা মেরে দেখো।

লেডি ম্যাকবেথ যেন ম্যাকবেথকে হত্যা করতে পাঠাচ্ছে। যাও রাজা যাও, আর দেরি কোরো না, ভোর হয়ে আসছে। এখুনি জগৎ জেগে উঠবে। যাও বঙ্কিম যাও, মৃত অথবা জীবিত অনুমতির ব্যাপারটা চুকিয়ে এস। বউ নিয়ে তুমি যে ঘুঘুডাঙ্গায় যাবে! এক ধাপ এক ধাপ করে বঙ্কিম যেন কফিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্নায়ু, মন কোনোটাই যেন তার কাজ করছে না। এমন একটা দিকে সে চলেছে, যেখানে পথের শেষ, সামনেই মহা খাদ। এ যাওয়া যেন নিদ্রায় হাঁটা, স্লিপ-ওয়াকিং। যদি তাই হয়, যদি তাই হয়ে থাকে? শূন্যতায় সে এক উদ্দেশ্যহীন পাখি?

হঠাৎ ছেলে, মেয়ে ও প্রতিমা তিনজনেই একসঙ্গে চাপা চিৎকার করে উঠল, এসেছেন, এসেছেন। শক খাওয়ার মত বঙ্কিম ঘুরে দাঁড়াল। পিসিমা এসেছেন। বঙ্কিমের মনে হল, ধমনীতে রক্তস্রোত ফিরে এল, স্নায়ু ফিরে এল, মন ফিরে এল, হাত পা, ধর মুণ্ড, সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে জোড়া লেগে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে এর থেকে কাম্য আর কিছু ছিল না। পিসিমা বললেন—কি হল? সব এভাবে দাঁড়িয়ে?

বঙ্কিম মাঝ সিঁড়ি থেকে নেমে এল, 'বাবার কোনো সাড়াশব্দ নেই।'

—তাই নাকি? দাঁড়াও আমি দেখছি।

বঙ্কিমের পিসিমা ওপরে উঠে গেলেন। হাঁটু ভাঙার শব্দ উঠছে মটমট। এই শব্দটা বঙ্কিমের খুব খারাপ লাগে। কি রকম একটা অমঙ্গলের ভাব লুকিয়ে আছে। তবু, তবু পিসিমা এখন স্যাভিয়ার। দুঃখের দিনে এসেছো প্রভু হে!

—ও ছোড়দা, ছোড়দা। পিসিমার গলা শোনা গেল। বঙ্কিম প্রায় শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

—ছোড়দা। আর একটু জোর গলা। আকুলতা মেশানো।

ঢ্যাস করে একটা শব্দ হল। পরমেশ্বর ঘরের ছিটকিনি খুললেন। এতক্ষণ বঙ্কিম ছিল টাইরড কেটে যাওয়া গাড়ির যাত্রী। সামনের আসনের পেছনটা জোরে চেপে ধরে বসেছিল। কি হয়, কি হয়! বাঁচবে কি মরবে, ছিটকিনি খোলার শব্দে হাতের মুঠোটা আলগা হয়ে গেল। মনটা যেন হাওয়া হয়ে বেলুনে আটকে ছিল, ফট করে ফেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা, প্রচণ্ড একটা অভিমানে মনটা গুমোট হয়ে গেল। মানুষের সম্পর্ক যেন এলো সুতোর লাটাইয়ে উড়ছে ঘুড়ি! কখন যে উড়ে যাবে কেউ জানে না। এই লাট খাচ্ছে, এই গোঁত মারছে, পর-

মুহূর্তেই সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে নীল আকাশে ভাসতে ভাসতে চলেছে। প্রতিমা বললে—দেখলে। আমরা ওনার কেউ নই। বোনই সব। আমি না হয় বদমাইস, বেয়াদব মেয়েছেলে, কিন্তু তুমি! তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা এত সহজে ছেঁড়ে কি করে! তুমি তো বাবা বাবা করে অস্থির, সারা জীবন দেবতার মত ভক্তি করে এলে, শ্রদ্ধা করে এলে। তোমার সঙ্গে এ ব্যবহার কেন?

বঙ্কিম প্রতিমার দিকে তাকাল। চোখে জল। এবারের জল অন্য। এর স্বাদ তেতো। ভঙ্গুর মানুষের সম্পর্ক। একে রক্ত দিয়ে, চুক্তি দিয়ে, আত্মসমর্পণ করে, শাসন দিয়ে স্থায়ী করা যায় না। বঙ্কিম বোঝার চেষ্টা করল, সে এখন কোথায়? কোন্ জমিতে সে দাঁড়িয়ে। প্রতিমার সম্পর্কে না পরমেশ্বরের ঘৃণায়। সংসারের গোলদারীতে কি শুধুই চুলচেরা হিসেব। স্নেহ ভালবাসা কি তৌলের মাপে কড়ি গুনে দেওয়া নেওয়া চলে! কে কতটুকু নির্ভরযোগ্য? প্রতিমা তুমি? পরমেশ্বর আপনি? অপূর্ব তুমি? শুভ্রা তুমি?

বঙ্কিম কি বুঝলো কে জানে? মনে অনেক ফোসকা, আর একটা ছ্যাঁকাও না হয় লাগল! দ্বিগুণ উৎসাহে, শূন্য মনে ধার করা স্ফূর্তি এনে প্রায় চিৎকার করে বলল,—ওঠাও পালকি, চলো ঘুঘুডাঙ্গা। কমপ্যানী ডবল মার্চ।

ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে নেমে বঙ্কিম একটা রিকশ নিল। মজার রিকশওলা। কম বয়েস। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। হাফ প্যান্ট। স্বাস্থ্যটা এখনো ভালই রেখেছে। বসে বসে হর্ন বাজিয়ে হিন্দি গান গাইছিল। স্ফূর্তিই হল! শরীর ভাল রাখার সেরা দাওয়াই। বঙ্কিমরা উঠে বসতেই ছেলেটি প্রশ্ন করল,—কোথায় যাবো স্যার?

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, চারটে দিক। চারদিকেই রাস্তা খোলা। প্রতিমা আর বঙ্কিম দু'জনেই এই প্রথম আসছে! এর আগে কখনো আসেনি। বঙ্কিম প্রতিমাকে প্রশ্ন করল,—কোথায় যাবে?

—কেন শিখীর বাড়িতে!

ঠিকই তো, শিখীর বাড়িতেই তো যাবে বলে বেরিয়েছে। বঙ্কিমের ভায়রাব নাম শিখী। বঙ্কিম রিকশাওলাকে বললে, 'শিখীর বাড়িতে চল।' ছেলেটি অবাক হয়ে বঙ্কিমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বঙ্কিম বললে, 'কি হল?' ছেলেটি বললে, 'কোন্ শিখী স্যার? এখানে এক শিখারানী আছে স্যার, তাকে নিয়ে বহুত রাজনীতি হচ্ছে। দু' পার্টিতে লড়াই। কাল খুব মাল চালাচালি হয়ে গেছে।'

—ধুর, শিখা নয়রে বাবা, শিখীবাবু, একজন হুমদো লোক।

—আজ্ঞে ওভাবে বললে যাওয়া যায়! রাস্তার নাম, ঠিকানা না বললে যাবো কি করে?

দ্যাটস রাইট! বঙ্কিম স্ত্রীকে বললে, 'বলে দাও, গিভ হিম ডিরেকসান।' প্রতিমা আধ হাত জিভ সামনে ঝুলিয়ে বললে, 'ইস বড্ড ভুল হয়ে গেছে গো, ঠিকানা লেখা কাগজটা ড্রেসিং টেবলের ওপর ফেলে এসেছি।' বঙ্কিম অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তাহলে তুমি বস, আমি ঠিকানাটা নিয়ে আসি।' প্রতিমা অপরাধীর মত মুখ করে বললে, 'রাগ কোরো না, বেরোবার সময় গোলমালে ভুল হয়ে গেছে।' সাধে বলে, দশ হাত কাপড়েও মেয়েছেলে ল্যাংটো। বাড়ি হলে প্রতিমা হয়তো নীত স্বীকার করত না। সংসার সীমানায় যারা তার্কিক, বাইরের পৃথিবীতে তারাই আবার নির্ভরশীল। যে

প্রতিমার দাপটে সংসার কাঁপে সেই প্রতিমাই পাশে বসে আছে বিব্রত। বঙ্কিম ভরসা। আসলে মেয়েদের নিয়মই হল, যার শিল, যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। মেয়েদের একটা খুঁটি চাই। খুঁটির সঙ্গে বেশ ভাল করে নিজেকে জড়িয়েই শুরু হবে রঙাই নাচ। বঙ্কিম বহু ডিভোর্সি দেখেছে যাঁরা স্বামীকে ত্যাগ করেই অন্য স্বামী ধরেছেন নিছক প্রেমের জন্যে নয়, প্রোটেকসানের জন্যে। মহিলারা হলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের মত, সঙ্গে একটা ঠেকা চাই, সঙ্গত চাই।

—এখন তাহলে কি হবে? বঙ্কিম তার বুদ্ধিমান বউয়ের পরামর্শ চাইল।

হতাশ প্রতিমা বললে—'চল তাহলে ফিরেই যাই, কোথায় আর খুঁজবে?'

—শিখীর ভাল নামটা কি?

—সেটাও তো জানি না, শিখী বলেই তো এতকাল ডেকে এসেছি।

—বেশ করেছো। বঙ্কিম রিকশওলাকে বললে, আচ্ছা ভাই এদিকে কাগজকলের কোয়ার্টারগুলো কোন্ দিকে?

—কাগজকল কি না জানি না, মাইলখানেক দূরে অনেক নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে।

—ঠিক হায়, তুমি ওই দিকেই চল।

ফুল ফোর্সে কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে ছেলেটি রিকশা ছেড়ে দিল। পিচঢালা রাস্তায় তিন চাকা সাঁই সাঁই করে ছুটছে। ফিরে যাওয়া থেকে একটু অ্যাডভেন্চার ভাল। হাট-বাজার, দোকান, অজস্র মানুষ। বাতাস এখনো উত্তপ্ত। তবু ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে যখন জীবন থেকে বিশ্বাস উড়ে যায়, প্রাণ যখন ডানাভাঙা পাখির মত উড়তে ভুলে যায় তখন বোধহয় এইভাবে উদ্দেশ্যহীন ছুটে চলতে ভালই লাগে। বহু জীবনের বেঁচে থাকা থেকে নিজের বেঁচে থাকার জ্বালানি সংগ্রহ করা যায়। কেউ কোনো কথা বলছে না। বঙ্কিমের কি মনে হল, বলে উঠল, হায় মেয়েছেলে!

পথটা বোধহয় একটু খাড়াই ছিল, রিকশাওলা সিট থেকে উঠে পড়ে প্যাডেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। চওড়া পিঠ ঘেমে গেছে। হায় মেয়েছেলে তার কানে কিভাবে গেল কে জানে, সে বললে, না স্যার জিন্দেগি ভাল বই, তিনটে হিট সং আছে। বঙ্কিম বললে, তাই নাকি? দেখেছো তুমি?

—তিনবার। আজ নাইটে আর একবার মারবো।

—সপ্তাহে ক'বার মারো?

—পাঁচটা ছ'টা।

—এত হল আছে এদিকে?

—না স্যার। একটাই। দু'তিনবার মারি।

—ভালো লাগে?

—আমি স্যার গানগুলো তুলে নেবার জন্যে বার বার দেখি।

—গান ভালবাস?

—গাইয়ে হবার ইচ্ছে ছিল, হয়ে গেছি রিকশওলা।

—কেন?

—সে স্যার অনেক স্টোরি। বাবা মাকে ছেড়ে দিলে। গান শেখাতো একটা মেয়েকে, তার সঙ্গেই মজে গেল, মাকে ধরে ধরে পেটাতো। একদম ভীম কেচ্ছা।

—ভীমটা কি?

—ওই যে কাপ ডিশ ধোবার পাউডার। ঝকঝকে কেচ্ছা। মার খেয়ে খেয়ে মার জয়েণ্ট খুলে যাবার যোগাড়। মাল খেয়ে মার। গাইয়ের কালোয়াতী মার। আমার

আর কিছু হল না। মায়ে ছেলেতে এখন বেশ আছি। রিকশা চালাই, হিন্দি ফিল্ম দেখি, যা রোজগার করি ডাল-ভাত হয়ে যায়। অপূর্ব অনেকক্ষণ উসখুস করছিল কিছু বলার জন্যে। বঙ্কিম তার দিকে তাকাতেই অপূর্ব বললে,—দাদি এখন কি করছেন?

বঙ্কিম ঘড়িটা দেখল। সাড়ে পাঁচটা। 'দাদি এখন চা-টা খেয়ে ছাদে ফুলগাছে জল দিচ্ছেন।'

প্রতিমা রাস্তার বাঁদিকের সারি সারি দোকান দেখতে দেখতে চলেছে, মনিহারী, গুঁড়ো চা, তৈরি চা, পান বিড়ি সিগারেট, মিষ্টি, রেডিওসারাই, ঘড়ি মেরামত। কনুই দিয়ে বঙ্কিমকে একটা খোঁচা মেরে বললে, 'একটু মিষ্টি কিনলে হত না।'

—অবশ্য হত। কিন্তু কোথায় গিয়ে ঠেকবো তা তো জানি না, টাকাটাই জলে যাবে।

—মিষ্টি তো জলে যাবার জিনিস নয়, আমরাও খেয়ে নিতে পারবো। তাই না?

—তা অবশ্য পারবো, এমন কিছু কঠিন খাদ্য নয়। জিভে ফেলে বসে থাকলেই হল, এমন কি দাঁতকেও কষ্ট দেবার প্রয়োজন হবে না।

মিষ্টির কথা বলতেই বড় একটা দোকান এসে গেল। প্রতিমা হই হই করে উঠল, 'একটু থেমে ভাই, একটু থেমে।'

রিকশা কিন্তু থামলো না। প্রতিমা একটু অসন্তুষ্ট হল, 'কি হল থামলে না।'

—মিষ্টি কিনবেন তো? মুখটা অল্প একটু ঘুরিয়ে ছেলেটি প্রশ্ন করল।

—তুমি তো থামলে না!

—ওটা মালের দোকান বউদি, বাইরে মিষ্টির শো, ভেতরে চোলাই, চলুন না ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। বউদি বলায় প্রতিমা ড্যাম গ্ল্যাড। সংসারের বাইরে মানুষ সামান্যেই সন্তুষ্ট। একটু বউদি বলেছে, নিজের ভেবে ভাল মিষ্টির দোকানে নিয়ে যাচ্ছে, মুহূর্তে ছেলেটি পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। এ ফ্যামিলি অফ ফাইভ রাইডিং এ রিকশা। বঙ্কিমও লক্ষ্য করেছে, তার কোনো বন্ধু বেড়াতে এসে পরমেশ্বরকে কাকাবাবু বা জ্যাঠাবাবু বলে আলাপ করলে, পরমেশ্বর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকেন। অনবরত বলতে থাকেন, আহা কি সব ছেলে! তারপরেই বঙ্কিমকে প্রশ্ন করেন, সিঙ্গল অর ম্যারেড। যদি বলে ম্যারেড, পরমেশ্বর বলেন, বউটিও নিশ্চয়ই সেই রকম। ভালর ভালই হবে। যদি বলে সিঙ্গল, পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বাঃ শুধু ভদ্র নয়, আদর্শবান। জীবনটাকে কেমন সুন্দর মোল্ড করছে, সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করে, ছেলেপুলে নিয়ে, হাজারটা অশান্তি নিয়ে জীবনটাকে ছারখারে পাঠায়নি। কেমন সব মিনিংফুল লাইফ! এ বার্ড পার্চিং অন হাই ব্র্যাঞ্চেস অফ লাইফ। তার মানে সকলেই বঙ্কিমের চেয়ে ভাল, আদর্শবান, প্যারা-ডাইসের পাখি। একই ব্যাপার বঙ্কিমের ক্ষেত্রে। পরিচিতদের বাড়িতে যেখানে সে মাসী, বউদি, দিদি, কাকা, জ্যাঠা পাতিয়ে বসে আছে সেখানে বঙ্কিমের মত ছেলে হয় না।

বঙ্কিম একটু জোরেই বলে ফেলল 'ও লর্ড'। রিকশাওয়ালা বললে, না স্যার নিধু। এরকম কড়াপাক খুব কম কারিগরই কবতে পারে, ল্যাংচাতেও স্পেসাল। বঙ্কিম বললে, 'তুমি লর্ডকে চেনো?'

—সে কে স্যার?

—তিনি এক হালুইকর। ভিয়েন চাপিয়ে বসে আছেন জগৎ জুড়ে!

—ও আপনিও দেখছেন তাহলে!

—কি দেখেছি? লর্ডকে?

—না স্যার 'দোসরা দুশমন' সেম ডায়ালগ।

—আর কতদূরে ভাই!

—এই তো এসেই গেছি। প্রথমে নিধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, তারপরই পিড়িংপাড়া।

—পিড়িংপাড়া কি?

—নামটা আমরা দিয়েছি। বড়লোকের জায়গা তো স্যার, পিড়িংবাজ মেয়েতে ভর্তি।

নিধুর দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। বঙ্কিম প্রতিমার কানে ফিস ফিস করে বলল, 'যাও ঠাকুরপোর সঙ্গে গিয়ে গোটা দশেক টাকার কড়াপাক নিয়ে এস। আমি বরং বসি।' প্রতিমা গোল্লা চোখ করে নেমে গেল।

অপূর্ব সেই যে প্রশ্ন করেছিল, 'দাদি কি করছেন'—তারপর থেকেই বঙ্কিমের মনে যেন চোঁচ ফুটে আছে। প্রথমটায় বাড়ির কথা বেশ ভুলে এসেছিল। তা প্রায় বছর ছয়েক পরে বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কোনো এক পরস্ত্রীকে খোল নলচে সমেত পরিবার থেকে উৎপাটিত করে ইলোপ করে যেন মধুপুরে পালিয়ে এসেছে, আড়চোখে বারকতক প্রতিমার দিকে তাকিয়ে দেখেছে। ঘাড়ের কাছে খোঁপা লতপত করছে। পুরুষ্টু ঊর্ধ্ব বাহু। দুজনের দু' হাঁটুর ওপর ফিউচার। একটা ইনকাম, একটা একসপেনডিচার। মেয়ে নিয়ে পালাবে, ছেলে লটকে আনবে। ও লর্ড হোয়াট এ ব্যালেনস! সেই মনটা কিন্তু আর নেই, বেশ কেমন দূরে দূরে চলে আসছিল, খাঁচা খুলে পালিয়ে আসা পশুর আনন্দে।' মনটা আবার ভারি হয়ে উঠছে।

গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়েছে তার ডানপাশে খোলা মত এক টুকরো জায়গায় কিসের একটা শামিয়ানা পড়েছে, আমপাতা আর শোলার ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। হলদে কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। একদল ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসে আছে। নাকে আসছে লুচি ভাজার গন্ধ। বঙ্কিম একবার চোখ বুজিয়ে নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করল। নিজের খুব কাছাকাছি আসার চেষ্টা করল। এই কায়দাটা আজকাল সে প্রায়ই করে থাকে। চোখ বুজিয়ে প্রথমে একটু জ্যোতি দর্শনের চেষ্টা করে। জ্যোতি আর কোথায় পাবে! হুহু করে হাজার ফুট নিচে অন্ধকার কয়লার খাদে নেমে যেতে থাকে। সেখানে আসল বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট বসে আছে। গুরু বঙ্কিম। বাইরের বঙ্কিম হাত-টাত বুলিয়ে একটু তোয়াজ-টোয়াজ করে জিজ্ঞেস করে, গুরুজী! পথ বাতলাও। ফেঁসে গেছি।

সেই গুরু বঙ্কিমই রিকশার বঙ্কিমকে বললে, বেটা, শান্তি কাঁহা মিলি! একটা কুরুক্ষেত্র, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, গোটাকতক মিনি যুদ্ধ হয়ে গেছে, আরো হবে! ওরে শালা, যুদ্ধই যে জীবন। কলির শেষ, ঘর ঘর যুদ্ধ হোগা, জগৎ কটাহমে জীবন জ্বলেগা, মাই সান, ডু নট থিংক দ্যাট আই হ্যাভ কাম টু ব্রিং পিস টু দি ওয়ার্লড, নো আই ডিড নট কাম টু ব্রিং পিস, বাট এ সোর্ড। আই কেম টু সেট সানস এগেনস্ট দেয়ার ফাদারস, ডটারস এগেনস্ট দেয়ার মাদারস, ডটারস-ইন-লস এগেনস্ট দেয়ার মাদারস-ইন-ল, এ ম্যানস ওয়ার্স্ট এনিমিজ উইল বি দি মেমবারস অফ হিজ ওন ফেমিলি। দাস সেয়েথ আওয়ার লর্ড।

বঙ্কিমের কোলে বসে থাকা তার মেয়ে কচি কচি হাত দিয়ে বঙ্কিমের দাড়িটা নেড়ে দিল। গুহা থেকে উঠে এল বঙ্কিম। মেয়ের দিকে তাকাল, 'কি বলছ মামণি?' কিছুদূরে রাস্তার ধার দিয়ে আর একটা বাচ্চা মেয়ে সেজেগুজে চলেছে, বঙ্কিমের মেয়ে আঙুল দেখালো।

—কি করবো বল? ওকে ধরে এনে দোবো!

—না ওই দেখ।

—কি, ও হো, ওর চুলের রিবনটা। ওই রকম একটা নেবে তুমি। ঠিক আছে, আজই কিনে দোবো। বোনের রিবন কেনা হবে শুনে অপূর্ব মহা উল্লাসে রিকশার গায়ে গদাগম করে জুতোর গোড়ালি ঠুকতে লাগল। বঙ্কিমে বঙ্কিমে কথা হয়ে গেল, ইয়েস মাই সান, আর বারোটা বছর অপেক্ষা কর, ওই তো তোমার সোর্ড তৈরি হচ্ছে। তোমারও পরমেশ্বরের হাল করে ছেড়ে দেবে। তোমার কোলের ডটার, ডটার-ইন-ল' হয়ে কোন্ বাড়ির মাদার-ইন-ল'কে বারাণসী পাঠিয়ে দেবে। চেন রি-অ্যাকসানের রাস্তা খোলাই রইল, অনন্ত এটমিক ফিসান। তবু, তোমাদের মধ্যে যাহারা পিতা হইয়াছ, পারিবে কি, সন্তান রুটি মাগিলে তাহার হাতে এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া দিতে, কিংবা পারিবে কি মৎস্য চাহিলে তাহার হাতে একটি সর্প দিতে? এজ ব্যাড এজ ইউ আর ইউ নো হাউ টু গিভ গড থিংস টু ইওর চিলড্রেন। ও ক্রাইস্ট!

বঙ্কিম অপাঙ্গে অপূর্বকে একবার দেখে নিল, তুই কি সেই মুষল, যে আমাকে পঞ্চাশে বাণপ্রস্থে পাঠাবে কিংবা গঙ্গার ধারের বাঁধা বটতলায় বসাবার ব্যবস্থা পাকা করে দেবে। এখন কত ইনোসেণ্ট, ইনফ্যাণ্ট, ফোলা ফোলা চাবি ফেস : এখনো গোডিম ভাঙেনি। এক পিতৃঘাতক তাকিয়ে আছে আর এক সম্ভাব্য ঘাতকের দিকে। এমন সময় প্রতিমা এল সন্দেশের বাকস নিয়ে।

—একটা ফাউ দিয়েছে স্যার। রিকশাওলা ছেলেটির ভীষণ আনন্দ। সন্দেশ যেন সেই কিনেছে তার মার জন্যে। প্রতিমা বললে, 'কি ছেলে বাবা। প্রথমেই তো টেস্ট করার জন্যে একটা আদায় করে বললে বউদি খেয়ে দেখুন। দুজনে হাফ হাফ মেরে দিলুম। ভেতর থেকে কালকে রাত্তিরের তৈরি সন্দেশ বের করালে।'

ভালই করেছো, একটু পরে গাছতলায় বসে পাঁচজনে খেয়ে যে যার বাড়ি চলে যাবো। বাড়ি তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একটা কালভার্টের ওপর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা ডান দিকে মোড় নিতেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিভিন্ন রঙের নতুন নতুন বাড়ি। লাল টকটকে বোগেনভ্যালিয়া হাওয়ায় দুলছে। দুপাশে গাছ বসানো নতুন রাস্তা সোজা চলে গেছে। সদ্য অ্যালুমিনিয়াম রং করা জলাধার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলায় পড়ে থাকা জনপদে জল যোগানোর গর্বে গর্বিত।

—এর নাম পিড়িংপাড়া?

—আমরা তাই বলি, ভাল নাম নবপল্লী।

মনে পড়েছে, প্রতিমা লাফিয়ে উঠলো, মনে পড়েছে, শিখীও বলেছিল নবপল্লী।

তাহলে তো সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে গেছি, এখন চৌকাঠটা ডিঙোতে পারলেই হয়। প্রথম বাড়িটার সামনে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিম এ্যাণ্ড হিজ ফ্যামিলি বসে বসে হাওয়া খাচ্ছে, শোভা দেখছে। চারদিকে একটা সুখ সুখ ভাব। কোনো একটা বাড়িতে ঘাঁউ ঘাঁউ করে অ্যালসেসিয়ান ডাকছে। গম্ভীর ডাক, গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ, দূর কোনো মাঠে খেলুড়ে ছেলেদের চিৎকার, জলের পাম্প চলার একটানা মৃদু শব্দ, একটা স্টিরিয়ো রেকর্ড প্লেয়ারে পল রোবসনের ভরাট গলা সব মিলিয়ে যেন শ্যামপেনের মৃদু নেশা। বঙ্কিম অবাক

হয়ে বললে, এ আমি কোথায়? কাত্যায়ন আমার নাড়ীটা দেখতো, বেঁচে আছি, না মরে গেছি।

রিকশাওয়ালা ছেলেটি সিটের একপাশে হেলে, শরীরের একটা দিক একপাশে বেশি ঝুলিয়ে বঙ্কিমের দিকে তাকিয়েছিল, মৃদু হেসে বললে—'এটা স্যার বাইরের দেখনাই। ভেতরটা ভীষণ নোংরা। ওই যে দেখছেন মাঠে ছেলেরা খেলছে, আসলে ওরা কিন্তু সব আমার চেয়েও বেশি আওয়ারা।'

—সে কি গো?

—এ পাড়ার, স্যার অনেক কেচ্ছা। এই তো দু'দিন আগে ওই তিন নম্বর বাড়িটায় একটা সুইসাইড হয়ে গেল। নতুন বউ গলায় দড়ি দিলে।

—যাকগে বাবা, সন্ধ্যের মুখে ওসব কথা থাক। প্রতিমার আপত্তি।

বাঁ পাশের প্রথম বাড়িটার গেটে একটা নোটিশ ঝুলছে, কুকুর হইতে সাবধান। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করলে, 'শিখীর কুকুর আছে?' প্রতিমা বললে, 'না, কুকুর আছে বলে তো শুনিনি।' তাহলে এ বাড়িটা নয়। বঙ্কিম রিকশাচালককে বললে, 'কেসটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে, বাড়িতে কুকুর নেই। স্বামী-স্ত্রী, একটা বাচচা। বাচ্চাটি মেয়ে নয়, ছেলে। ভদ্রলোকের নাম শিখী, পুরো নাম জানা নেই। দেখতে গোলগাল, ফর্সা, ভুঁড়ি আছে, গোঁফ আছে।'

—গোঁফ নেই। প্রতিমা সংশোধন করে দিলে।

—আচ্ছা, ভুঁড়ি আছে, গোঁফ নেই। পান খায়, ভাল রবীন্দ্রসংগীত করে। এইবার বের কর খুঁজে। দেখি তোমার কেরামতি।

—শুনতে পাচ্ছেন? ছেলেটি তার নিজের কানের একপাশে হাত রেখে গানের শব্দের দিকে বঙ্কিমের কর্ণ আকর্ষণ করল।

—শুনেছি, তবে অত সহজ হবে কি? তাহলে তো এক কথায় পাওয়া হয়ে গেল।

—দেখাই যাক না।

ধীরে ধীরে রিকশা এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বাড়িটাতেও কুকুর আছে। তৃতীয় বাড়ির বারান্দায় এক বৃদ্ধ বসে আছেন। চোখে ঘষা কাঁচের চশমা। শিখীর বাড়িতে কোনো বৃদ্ধ নেই। চতুর্থ বাড়িতে মানুষ থাকে বলে মনে হল না। পঞ্চম বাড়িতে নাচের ঘুঙুর। শিখীর বাড়িতে নাচনেওয়ালী কেউ নেই। আমার শালী নাচে নাকি? বঙ্কিম প্রতিমার কাছে জানতে চাইল।

—না, কখনো তো নাচতে দেখিনি।

—তা হলে এ বাড়িটাও ক্যানসেল।

হঠাৎ রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ হয়ে গেল। এইবার কি হবে। এতক্ষণ তো শব্দ অনুসরণ করে এগোচ্ছিল। সপ্তম বাড়ির গেট খুলে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। বঙ্কিম বললে, 'জিজ্ঞেস করব?'

—কোনো লাভ হবে না স্যার। এরা নিজের ছাড়া অনেক কিছু জানে না। যেতে দিন।

ছেলেটি আড়চোখে চেয়ে চলে গেল। সবুজ রং-এর ঝকঝকে একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পেছনের আসনে মোটামত এক মহিলা স্তন বের করে এলিয়ে বসে আছেন। নিজের গাড়িতে বসার পুরুষ ও স্ত্রী-রীতি বঙ্কিম দেখে দেখে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এখন সেও যদি কারুর গাড়িতে বসে লোকে ভাববে তার গাড়ি। প্রথম নিয়ম হল, হাত, পা, সারা শরীর আলগা করে সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে জেলি ফিশের মত ধেসকে বসতে হবে। বসতে হবে একটু ত্যারছা হয়ে

দরজার দিকে কোণ করে, পাছাটাকে দরজার সঙ্গে ঠেসে দিয়ে। একটা হাতের কনুই থাকবে এলবো রেস্টে, হাত দিয়ে ধরা থাকবে চামড়ার পাম রেস্ট। ডান দিক, বাঁ দিকে তাকানো চলবে না। তাহলেই তুমি গোলা মাল, আদেখলে ড্রাইভারের ঘাড় ছুঁয়ে দৃষ্টি চলে যাবে সামনে। জগৎ উল্টো দিকে পালাচ্ছে এইটাই আনন্দ। গাড়িতে যতক্ষণ, বাইরের সমস্ত প্রাণী তোমার অপরিচিত, কোনো সম্বন্ধীর সঙ্গে তোমার খাতির নেই। এমনকি তোমার বাবা হেঁটে গেলেও তুমি চিনবে না। মেয়েদের বেলায় নিয়মটা একটু সহজ। সামনে এগিয়ে পিছনে এলিয়ে বসো, নিজের নাভিটা যেন সব সময় নিজের চোখের সামনে ভেসে থাকে, তিন থাক কোমরের মেদের ঢেউয়ের ওপর একটি কুঁড়ি। বুকের কাপড় অবহেলায় সরে যাবে, এ মোহ আভরণ বিদেয় কর। মহিলারা বোকা বোকা উদাস মুখে এদিক ওদিক তাকাতেও পারেন। দ্যাটস অ্যালাউড। গাড়ির সঙ্গে কিছু অনুষঙ্গ চাই। 'কারডল' তো থাকবেই, 'কার স্টিকার' আছেই। ওসব নয়। পেছন দিকের কাঁচে কিছু ফিকসচার রাখতে হবে, হয় একটা খালি শাড়ির বাকস, কিংবা একটা দুটো মরসুমী ফল, শশা, আতা, কলা, আপেল, লিচু, আম নয় কিন্তু। বঙ্কিম যদি গাড়ি কেনে, প্রতিমাকে প্রথম দিন পেছনের আসনে বসিয়েই একটানে বুকের কাপড় সরিয়ে দেবে, লেলে দেখলে, হাম চলে, হামারা জেনানা চলে, ভুঁড়ি চলে, মেদ চলে, এলিভেশান চলে।

হঠাৎ রেকর্ডপ্লেয়ারটা আবার বেজে উঠলো। এবার পরিষ্কার রবীন্দ্রসংগীত। গানটা মনে হল মাঝের ব্লকের কোনো বাড়ি থেকে আসছে। বঙ্কিমরা যে রাস্তায় আছে তার পাশের কোনো রাস্তার বাড়ি থেকে সুরটা উঠে সন্ধ্যার আকাশে ঢেউ ভাঙ্গা নদীর বুকে চাঁদের আলোর মত ঝলমল করে ভেঙ্গে পড়ছে। বিকশাটা বাঁ-হাতি একটা রাস্তায় ঢুকে আবার বাঁদিকে বাঁক নিল। ঠিকই ধরেছে তারা। এই রাস্তারই তৃতীয় বাড়িটা সংগীতের উৎস। আজি গন্ধবিধুর সমীরণে, কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে। পিচরঙের একতলা বাড়ি। বড় বড় টালিকাটা। ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়াম রঙের গেট। সামনে ছোট্ট বাগান। বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। বাড়ির নাম সংগীতা। বঙ্কিম বললে, 'দেখো, এই বাড়িটা কিনা?' প্রতিমা সারা বাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, 'হতে পারে।' বঙ্কিম নেমে পড়ল। গেটটা খোলাই ছিল। ঠেলতে খুলে গেল। সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা ডানদিকে মোচড় নিয়ে ব্যালকনিতে ঠেকেছে। রেজি মোজাইক মেঝে। কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার এলোমেলো। সেণ্টার টেবিলে একটা অ্যাশট্রে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। রেকর্ড-প্লেয়ারটা কোনো এক জায়গায় বেজে চলেছে। সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে, গন্ধ বিধুর সমীরণে।

কলিং বেলের বোতামে আঙুলটা সবে আলতো করে প্লেস করেছে, তখনো চাপ দেয়নি, ডানদিকের ঘরের মেহগনি রঙের ঝকঝকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল শিখী। ঠোঁটে একটা রাজামাপের সিগারেট। পরনে পায়জামা সার্ট। দু জামাই মুখো-মুখি। গাছের ডালে শেষবেলার পাখিদের সমবেত সংগীত। দরজার ফাঁক দিয়ে রেকর্ড সংগীত, আজি আম্র মুকুল সৌগন্ধে, নব-পল্লবমর্মর ছন্দে শিখীর ফোলা ফোলা মুখের চারপাশে গোলাপী ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বঙ্কিম দু'হাত তুলে ভাল্লুকের মত ভঙ্গী করে বললে, 'আ মাই বিউটিফুল, ইউ হ্যাভ এ ফাইন ম্যাসকুলাইন গোঁফ। দ্যাটস হোয়াই, দ্যাটস হোয়াই।' শিখীকে শিখীর জায়গায় রেখে বঙ্কিম বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চিৎকার করছে, 'প্রতিমা গোঁফ আছে, গোঁফ আছে, ইও হ্যাভ নট মার্কড ইট!'

পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে রিকশাওলার হাতে দিয়ে বঙ্কিম ছেলে আর মেয়েকে নামাতে নামাতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম?'

—অরুণ।

অরুণ বুকপকেট হাতড়াচ্ছে খুচরো ফেরত দেবার জন্যে। বঙ্কিম বললে, 'নো রিটার্ন মাই সান, পুরোটাই তোমার পাওনা।' প্রতিমা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে ভেতরে চলে গেছে। খুব হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অরুণ বললে, 'তা কেন, আমার ভাড়া এক টাকা।'

—ভাড়া এক টাকাই। ব্যবহার চার টাকা। তোমার ব্যবহারের দাম অবশ্য চার টাকারও বেশি।

—এই দেখুন, আপনি স্যার ভীষণ বোকা লোক। একটুতেই গলে যান। পৃথিবীটাকে ভাল করে চেনেননি। জিন্দেগি খচড়া আদমীকা কাম হায় বিলকুল।

আমিও খচ্চর। তবে ট্রেনিং-এ আছি মাই সান। জেনুইন খচ্চর হতে সময় নেবে।

—আপনি কি স্যার ক্রিশ্চান?

—না না, পিওর ব্রাহ্মণ। এরপর তুমি কি করবে?

—গাড়ি গ্যারেজ করে দোবো।

—নট দ্যাট, নট দ্যাট। আর একটু বড় হয়ে কি করবে?

—রিকশা চালাবো।

—তারপর?

—রিকশা চালাবো।

—তারপর?

—সেই রিকশা চালাবো।

—তারপর?

—বুকের অসুখ হবে। কাশতে কাশতে মরে যাবো।।

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এইরকম একটা ভাব করে, সবল দেহে অনিবার্য মৃত্যুর পাখিকে দানাপানি খাওয়াতে খাওয়াতে অরুণ বাঁ দিকে কাত হয়ে, বাঁ পায়ের প্যাডেলে জোর দিয়ে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল। তারপর সোজা হয়ে বসে হর্ন বাজাতে বাজাতে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে চলে গেল।

বঙ্কিমের মনে হল, সে যেন তার ছাত্রজীবনের কলেজের স্কটিশ ফাদার হয়ে গেছে। গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলছে সাদা আলখাল্লা। বুকে ঝুলছে ছোট্ট সোনালী ক্রশ। অন্ধকারের ওয়াশে ফেলা দিন শেষের আকাশ। অদৃশ্য একটা গীর্জার চুড়ো যেন পশ্চিমের আকাশে ঠেকে আছে। কানে বাজছে সুরেলা চার্চ বেল। এখুনি যেন অর্গানে বেজে উঠবে প্রার্থনার কোরাস। দূরপথের বাঁকে অরুণ এখন বিন্দু। হ্যাপি আর ইউ হু উইপ নাউ মাই সান। ইউ উইল লাফ, ইউ উইল লাফ। গেট খুলে বঙ্কিম ফিরে আসছে। আলখাল্লা পরে হাঁটলে যেভাবে পা পড়ে সেইভাবে পা ফেলেছে। দি কিনডাম অফ গড ইজ ইওরস। পথের দু'পাশে বড় বড় সাদা আর লাল গোলাপ। ঘাসের ওপর পাপড়ি ছড়িয়ে আছে। বাট মাই সান, হে অমৃতের পুত্র! অল হু টেক দি সোর্ড উইল ডাই বাই দি সোর্ড। বঙ্কিম হাতটা মুঠো করে এক ধাপ, এক ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠে এল। মাঝে মাঝে জুতোর গোড়ালির তীক্ষ্ন শব্দে চেতনা চমকে জেগে ওঠে। মনে হয় সদর্পে বেঁচে আছে, জীবনযুদ্ধের বীর যোদ্ধা।

শিখীর বউ, বঙ্কিমের শালী, রুমা বিশাল একটা বোম্বাই খাটে, নীল একটা চাদরে উদর পর্যন্ত চাপা দিয়ে আয়েস করে শুয়ে আছে। পেটটা গর্ভবতী রমণীর মত উঁচু হয়ে আছে। মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে। তার ফলে আরো মিষ্টি হয়েছে। বঙ্কিম বললে, 'কি মৃত্যুশয্যায় নাকি!

—যাঃ সন্ধ্যেবেলা কি সব অলুক্ষণে কথা বলছ! প্রতিমার আবার লক্ষণ, অলক্ষণ জ্ঞান প্রখর।

—তবে কি ডিম্ববতী?

রুমা বালিসে ভর দিয়ে উঠে বসে বলল, 'আই অ্যাম স্টেরিলাইজড স্যার।'

—তবে কি উদুরী?

—আবার অসুখের কথা! প্রতিমা প্রতিবাদ করে উঠল।

—তাহলে হয়েছেটা কি? সন্ধ্যেবেলা যুবতী রমণী পালঙ্কে পপাত, নিম্নাঙ্গ চাদরে, উদর স্ফীত, আমাকে তাহলে দেখতে হচ্ছে চাদরটা সরিয়ে। বঙ্কিম রুমার পেটের উঁচু মত জায়গায় হাত রেখেই লাফিয়ে উঠল, 'উঃ গরম। টলটল করছে। বাঃ বেড়ে হয়েছে তো। এবারেও ষাঁড়।' শিখী ঘরে ঢুকছে। চোখেমুখে জল দিয়ে চুল আঁচড়ে এসেছে। বেশ ফরসা দেখাচ্ছে।

শিখী বললে, 'সকাল থেকেই পেটে পেন। হটব্যাগ চাপিয়ে শুয়ে আছে।'

বঙ্কিম বললে, 'আই সি, সুবরে সুবরে।'

'সুবরেটা কি? কোন্ ভাষা?' রুমা প্রশ্ন করল।

'বাংলা ভাষাই। বাঁকুড়া জেলায় লঙ্কাকে সুবরে বলে। এরা দু' বোনই 'লঙ্কাপাগল'। এদের ওরিজিন বোধহয় শ্রীলঙ্কা।' শিখী একটু হেসে বলে, 'কথাটার দু'রকম মানে হয় কিন্তু।'

'তা হয়।' পাছে বঙ্কিম মানেটাও করে ফেলে এই ভয়ে প্রতিমা হই হই করে উঠল, 'থাক থাক, খুব হয়েছে। ঘরে শিশুরা রয়েছে। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি উচিত হবে না। বঙ্কিম অন্যদিকে মোড় ফিরল,—দেন, নো টি, নো স্ন্যাকস। শুকনো মুখেই কুটুম বিদায়। ভাল কায়দাই করেছো। বুদ্ধিমান লোকের কাছে কত কিছু যে শেখার আছে। প্রতিমা শিখে নাও, ছুটির দিন এবার থেকে পেটে হটব্যাগ চাপিয়ে শুয়ে থাকবে।

রুমা ধড়মড় করে উঠে বসল। থলথলে হটব্যাগটা একটা আকৃতিহীন জীবন্ত প্রাণীর মত বিছানার একপাশে ধড়ফড় করে স্থির হয়ে গেল। বঙ্কিম বললে, 'তোমার ভবিষ্যৎ।' খাটের পাশে পা ঝোলাতে ঝোলাতে রুমা বললে, 'তার মানে?'

'মানেটা তোমাকে পরে বলব।' বঙ্কিম টেবিলে রাখা গোলাপের গন্ধ নিল নাক বাড়িয়ে। না তেমন গন্ধ নেই। দেখতেই ভাল। পরমেশ্বরের কথা মনে পড়ল, কলির শেষ প্রভু, কলির শেষ। ফুল গন্ধ হারাবে, খাদ্যবস্তু আস্বাদ হারাবে, নারী নারীত্ব হারাবে, পুরুষেরা স্ত্রীর বশীভূত হবে, মানী অপমানিত হবে, বঙ্কিমের নাকে লাগাম পরিয়ে প্রতিমা পিঠে চড়ে টানবে। বঙ্কিম নিজেকে এক ধমক লাগাল, আবার পরমেশ্বর! এতটা পথ এসেছ মনকে প্রফুল্ল করতে, খাঁচা তো পড়েই আছে, সংসারের চুলোয় কয়লা ঢালার বেলচা তো দেয়ালে ঠেসানোই আছে, ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার সব ফিরে পাবে। এখন মিলে যাও, মিশে যাও, ভুলে যাও।

রুমা উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই অসম্ভব ঘন কৃষ্ণ মাথার চুল। তিনটে থাকে ভেঙে পড়ে প্রায় পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করতে চলছে। বঙ্কিম মন্তব্য না করে পারল না, 'কি চুল গাইবি তোমার! তোমার নাম রুমা না রেখে বঙ্কিম কানের কাছে

মুখ নিয়ে গিয়ে যে নাম রাখা উচিত ছিল ফিস ফিস করে বলল। রুমা বঙ্কিমের হাতটা খামচে ধরল। 'উঃ লাগছে লাগছে।' বঙ্কিমের আর্তনাদে ছেলেমেয়ে অন্য ঘরে ছিল দৌড়ে এল। দু'জনেরই চোখে বিস্ময়। বড়দের আনন্দ পাবার ধরনটা তারা ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। প্লেজার ইন পেন বোঝার বয়েস এখনো ওদের হয়নি। বঙ্কিমের ঊর্ধ্ববাহুর একটা জায়গা লাল টকটকে হয়ে গেল। বঙ্কিম এখন সোহাগ সিঁদুরে হাত বুলোক। রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিমাও বোনকে অনুসরণ করল।

শিখী বললে, 'বসুন দাদা।' ঘরে বসতে বঙ্কিমের ইচ্ছে করছিল না। ঢোকার সময়েই ভেবেছিল বাইরের বারান্দায় বসবে। বাগান দেখবে। ফুলের গন্ধ নেবে। সন্ধ্যার স্বাধীন হাওয়া গায়ে মাখবে। যদিও বসন্ত নয় তবু মনে হচ্ছিল বসন্তকাল। বঙ্কিম বলল, 'চল বাইরে গিয়ে বসি।' দু'জনে বাইরে এল। 'আলোটা আর জেলো না, অন্ধকারই ভালো।' দু'জনে দুটো চেয়ার দখল করে বাগানের দিকে মুখ করে বসল। খুব বাতাস। এত বাতাস যে, আকাশের তারারা যেন প্রদীপের শিখার মত মিটমিট করে কাঁপছে। শিখী সিগারেট বের করতে করতে বলল, 'আপনার তো আবার চলে না?' 'তুমি খাও, আমি তামাকের গন্ধে অতীতে চলে যাই,' বঙ্কিম একটু আলগা হয়ে বসল, টেনসান একটু রিলিজ করতে পারলে মন্দ হয় না। শিখী গ্যাস লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরালো। অন্ধকার যেন চমকে উঠলো।

—তোমার ছেলেকে দেখছি না। শম্ভো কোথায়?

—এই তো এবার ফিরবে। বেড়াতে গেছে। সময় হয়েছে ফেরার।

—ক' বছর হল এখানে এসেছো?

—বছর তিনেক হবে।

—বেশ জায়গাটা! অসম্ভব সুখে আছ, দেখেই বোঝা যায়। নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি, বেশ জট ছড়ানো শ্যামপু করা চুলের মত ফুরফুরে।

শিখী একটু শব্দ করে হাসলো। বঙ্কিম একটু অবাক হল। ভেবেছিল শিখী বলবে, খুব ভাল আছে। কিংবা হাসিটা এমনই সাবলীল হবে যাতে সুখ যেন সাদা খইয়ের মত ফেটে ফেটে পড়বে। প্রচণ্ড অশান্তির দিনে বঙ্কিম বহুবার ভেবেছে প্রতিমাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতবে। সরকারী ফ্ল্যাটে, স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে। সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। বহুধারা নয় একটা ধারা নিয়েই নদী চলে যাবে মোহনার দিকে। দরকার নেই তার বাগানবাড়ির, প্রয়োজন নেই তার ত্যাগের, নির্ভরতার, কর্তব্যের, প্রশংসার। নিন্দের বোঝা কাঁধে নিয়েই সে জীবনের রশি টেনে যাবে, টো লাইফস সিলভাব লাইন। যেমন টানছে শিখী। যেমন টানছে আরো অনেকে। শিখীর কাছে আজ সে সমর্থনই খুঁজতে এসেছিল। মনের জোর ধার করতে এসেছিল ক্লান্ত বঙ্কিম, ইয়ারকি করতে আসেনি। অন্ধকারে ধোঁয়া উড়ছে। গাছের পাতায় মাথার চুলে বাতাস খেলা করছে। শিখী বললে,—সুখ আসলে মনেরই একটা অবস্থা। কিসে যে সুখ আর কিসে যে দুঃখ আজও ভাল করে বোঝা হল না। জীবন যেন একটা নেশা। কিছু একটা ধরে থাকতে পারলে মানে খুঁজে পাওয়া যায়, তা না হলেই সব মিনিংলেস।

—তুমি কি ধরেছো শিখী?

—আমি তো প্রথমে অনেক কিছুই ধরার চেষ্টা করেছি, এখন ধরেছি শূন্যতা, ভ্যাকুয়াম। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মাঝরাতে দার্জিলিঙের কোনো রাস্তা দিয়ে একলা হেঁটে চলেছি। চারিদিকে কুয়াশা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে। পথ আছে, হাঁটা আছে বলেই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি।

—তোমার কেন এমন হবে? ভাল চাকরি, ছোট্ট সংসার, দায়দায়িত্ব কম, তুমি নিজে হাসিখুশি, তোমার আবার ভয়টা কি?

বঙ্কিমদা, থিয়োরেটিক্যালি আমার সুখে থাকাই উচিত, কিন্তু জীবন কখন থিওরী মেনে চলে না। মানুষের অবলম্বন যখন একটা হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই একের নড়াচড়া, ওঠা বসা, ভাব ভাবনার ওপর মানুষ বড় বেশি ডিপেনডেণ্ট হয়ে পড়ে, সেই অধীনতা বড় সাংঘাতিক। জীবনের সঙ্গে লড়াইটা তখন ডুয়েলের মত। পালাবার কোনো পথ নেই। লড়ে জেতো, না হয় মর।

বঙ্কিম একটু অস্বস্তি বোধ করল। সে হয়তো অসাবধানে শিখীর কোনো বেদনার স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াতে এলে কেউ কারুর পারিবারিক জীবনের গভীরে ঢুকতে চায় না, ঢোকাটা শোভনও নয়। জীবনেরও বারমহল, অন্দরমহল আছে। তবু মানুষ তো! একটু মিলিয়ে নিতে চায়। সকলেরই হাতে জিগস পাজলের এক এক অংশ। পাশাপাশি ফেলে দেখা, যদি মিলে যায়, সমস্যার সমাধান। বেড়াতে এসে লোকে পরচর্চা কিংবা ঐশ্বর্যচর্চাই করে। উভয়েরই পরিচিত এমন তৃতীয় বিষয় হল শ্বশুরবাড়ি। একই পরিবারের প্রোডাকট দুজনের দখলে। বঙ্কিম আলোচনাটাকে হালকা করার জন্যে শ্বশুর-বাড়ির পথেই পা বাড়াল।

বুঝলে শিখী, তোমার বউয়ের বোনের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল মাইরি। কি যে সব স্যামপল! শ্বশুরমশাই নিজে ডিফেনসে কাজ করতেন তো প্রোডাকসানও সেই কারণে গানপাউডার। আসলে জানো পশ্চিমবাংলার ক্লাইমেটে এদের রাখা উচিত নয়। সারা বছর কুলু কিংবা মানালীতে রাখলে মাথাটা হয়তো ঠাণ্ডা থাকতো।

শিখী আনমনে হু হু করে একটু হাসল। বারকতক জোরে জোরে সিগারেট টানলো। মনের উত্তেজনার মত আগুন জ্বলছে নিভছে। শিখীর দিক থেকে কোনো মন্তব্যই এল না দেখে বঙ্কিম একটু অবাক হল। এমন একটা আলাপী মিশুক ছেলে আজ কেন এত অফ মুডে! পৃথিবীতে কি একটা গোলমালের ঋতু চলেছে? সকলেরই মনে গুমোট বন্ধ বাতাস। বঙ্কিম একটু অস্বস্তি বোধ করল। এমন সময় প্রতিমা এল। হাতে ট্রে। দু গেলাস চা, দুটো প্লেটে খাবার, কিছু মিষ্টি, চানাচুর, কাজু।

বঙ্কিম বললে,—এ গেলাসে কি চা মানায়। এই স্ন্যাকসের সঙ্গে দু' গেলাস বরফের টুকরো ভাসা লাল পানীয় হলেই ঠিক জমতো। কি বল শিখী?

শিখী নিঃশব্দে একটা গেলাস তুলে নিল। শব্দ করে একটা চুমুক দিল। তারপর প্রতিমাকে বললে,—দিদি আমার ডিশটা নিয়ে যান। এই সময় আমি কিছু খাই না।

আমার অনারে তোমার নিয়ম ভঙ্গ কর। বঙ্কিম অনুরোধ করল। প্রতিমা আলো জ্বালাতে চাইছিল। বঙ্কিম বললে, যা আলো আছে তাতে স্পষ্ট না হলেও সব কিছু দেখা যাচ্ছে। কেন আর চোখকে পীড়া দেবে। শিখী বঙ্কিমের অনুরোধে ডিশ থেকে কয়েকটা কাজু তুলে নিল। বঙ্কিম বললে, চা তুমি নিয়ে এলে? রুমা কি করছে?

বাঃ রুমা অসুস্থ না। সে করে দিলে আমি নিয়ে এলুম। যাই আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা চলে যেতেই, বঙ্কিম শিখীকে জিজ্ঞেস করল : তোমার কি হয়েছে বল তো? আজ এত অফমুডে কেন?

শিখী বললে, আমি ঠিক এডজাস্ট করে নিতে পারছি না। দুটো ডিফারেণ্ট

নেচারের অ্যানিম্যাল পাশাপাশি থাকলে যা হয়। সংসারটা একটা 'গাববা হাউস' হয়ে গেছে।

—তার মানে?

—দুটো ডিফারেণ্ট টেস্ট, ডিফারেণ্ট নেচারের লড়াই। কোনো কমপ্রোমাইজ নেই, কোন পক্ষের সাবমিশন নেই। দুটো শক্ত পাথরে মাথা কপাল ঠোকাঠুকি করে চলেছে। এ বলছে, ইউ সাবমিট, ও বলছে ইউ সাবমিট। পুরো ব্যাপারটাই এখন এ, ঐ, ও, ঔ। বর্ণমালার প্রথম পাঠ। প্রাথমিক ধরনের জীবনের প্রকৃতিগত সমস্যা।

—ধুর ওটা কোনো সমস্যাই নয়। সমাধানের ফর্মুলা তো দু'পক্ষের হাতে। এর মধ্যে তৃতীয় কোনো পক্ষ থাকলে ব্যাপারটা ঘোরালো হত। যেমন আমার কেসে হয়েছে।

—আপনি ঠিক বুঝবেন না দাদা, টারবুল্যাণ্ট ওয়াইফ নিয়ে ঘর করার কি জ্বালা। সব সময় কনফ্লিক্ট। সব সময় নন-কো-অপারেশান। সাফার করছে ছেলেটা। এ এক ধরনের সাবোতাজ। ডালে বসে ডাল কাটা। এর ফলেই যত ডিভোর্স, যত সুইসাইড। এই শকথেরাপির ফলে আমার মধ্যে ক্রমশই একটা ক্রিমিন্যাল নেচার মাথা তুলছে। সেলফ ডেসট্রাকসানের ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে। ওয়ান ডে আই উইল কমিট এ মার্ডার, ওয়ান ডে আই উইল কমিট এ রেপ, স্টিল এ পার্স। ক্রমশই আমি আণ্ডার ওয়ার্লডের দিকে ছুটছি। আমি নৌকো পুড়িয়ে সংসার করতে নেমেছি। একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, আমার পালের বাতাস। ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু কাট অফ মাই সেল, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। শুধু দাবী নিয়ে কি ব্ল্যাকমেল করে বাঁচা যায় দাদা?

—না শিখী, তুমি প্রকৃতই আজ উত্তেজিত। দুজনেই সমান ডিসটার্বড। কিন্তু দুটো মন দুটো রাস্তায় চলেছে। আমার মধ্যে বিষণ্ণতা, তোমার মধ্যে বিদ্রোহ। সো লেট আস হ্যাভ সাম মিউজিক। দুটো বিক্ষুব্ধ মনকেই সংগীতের রসে চোবাই চল।

—একটা কথা আপনাকে বলে রাখি দাদা, আমার অন্তরের কথা, জগতে মা বাবার চেয়ে আপনার কেউ হবে না। দে আর ফুলস হু লিভ দেম ফর এ ওয়াইফ। ওয়াইভস আর হোরস। ওম্যানস লিব মানে কি অসভ্যতা, অশালীনতা, আদর্শ-বিমুখতা, কর্তব্যহীনতা, মূর্খতা, একগুঁয়েমি! দেন হেল উইথ ইট। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে নারী মুক্তি আন্দোলন। সেটা কত সাল হবে? সতেরো শো বিরানব্বই-টিরানব্বই, ম্যারি উলসটোন ক্র্যাফট এগিয়ে এলেন ভিন্‌ডিকেসান অফ দি রাইটস অফ উওম্যান নিয়ে, জন স্টুয়ার্ট মিল এলেন সাবজেকসান অফ ওমেন নিয়ে, নেতারা নিয়ে এলেন গোটাকতক বিশ্বযুদ্ধ, আধুনিক ডাক্তাররা অ্যালফয়েলে মুড়ে দিলেন কণ্ট্রাসেপটিভ আর আমার আপনার বউ ডিসেকসড হয়ে, মাতৃত্বকে খানার জলে ফেলে, সংসারে আগুন দিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ল, শিখীকো নেই চলেগা, বঙ্কিমকো বাতিল কর। ভাই সব চলো হিন্দি সিনেমায় বসে মোহব্বত শিখি।

একসঙ্গে অনেক কথা বলে শিখী একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলতে গেল। অন্ধকারে বোধহয় ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। পায়ের চেটোর খোঁচায় সেণ্টার টেবলের একটা দিক একটু উঁচু হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গেলাস কাত হয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। কাঁচ ভাঙার শব্দে অন্ধকার যেন খান খান হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি কোনো বাড়িতে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠলো।

শিখী যেন গেলাস ভেঙে আরতি শুরু করিয়ে দিল।

বঙ্কিম সাবধানে মেঝেতে পা ফেলে উঠে দাঁড়াল। দেখা না গেলেও বোঝা যায় পাতলা গেলাসের ফিনকি কাঁচ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। জুতোর চাপে খোলামকুঁচি ভাঙার মত শব্দ হল। বঙ্কিম সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। একগাদা পিয়ানো সুইচ। প্রথমটায় কোনো কাজ হল না। দ্বিতীয়টায় বাগানের একটা আলো জ্বলল। তৃতীয়টায় ফিন ফিন করে ছোটো ব্লেডের পাখা ঘুরল। চতুর্থটায় কিছু হল না। বঙ্কিম খুব বিব্রত হল। শিখীও গুম হয়ে বসে আছে গেলাস ভেঙে। নারী জাতির কেলেঙ্কারিতে সে মর্মাহত। বেচারা বিয়ে করে, আলাদা সংসার পেতে, বাপ মাকে ছেড়ে এসে, পুরোনো জীবনের শোকে একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে, পায়ের তলায় শান্তির কাঁচের গেলাস ভেঙে চুরমার। বঙ্কিম আবার গোড়া থেকে শুরু করল আলো জ্বালাবার প্রয়াস। সব ক'টা সুইচের ঢেঁকিকলই দ্রুত হাতে নামিয়ে গেল। তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বারান্দার ফ্লোরেসেণ্ট আলো জ্বলে উঠল। ওঃ হরি ফ্লোরেসেণ্ট! সুইচ টিপে যতটা ধৈর্য ধরা উচিত ছিল প্রথমবার বঙ্কিম ততটা ধৈর্য ধরতে পারেনি। প্রথম সুইচটাই বারান্দার। বাকিগুলো বঙ্কিম অফ করে দিল। সংসারী মানুষের অত উতলা হলে চলে না বংকু, একটু ধৈর্যশীল হতে হয় বুঝেছো মানিক, সুইচ যেন বঙ্কিমকে সেই উপদেশই দিল।

সংসারে গোটাকতক কাজ আছে যা নিঃশব্দে করা যায় না: যেমন এক, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ, কি স্ত্রীকে প্রহার। দুই, কাঁচের গেলাস ভাঙা। তিন, মাতাল হয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফেরা। চার, পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা। পাঁচ, স্ত্রীর অলঙ্কার কি অর্থ হরণ। ছয়, সন্তানের জন্ম। সাত নম্বরটা আর ভাবা হল না। বারান্দায় তখন একটা ছোটোখাটো ক্রাউড। প্রতিমা ছেলেমেয়েকে সামলাচ্ছে—আহা হাহা যাসনি, যাসনি, কাঁচ কাঁচ। রুমা সামলাচ্ছে তার ছেলেকে। সে সবে বেড়িয়ে ফিরেছে। বারান্দায় উঠে আসতে চাইছে শিশুর অধৈর্যে। আসিসনি, আসিসনি। কাঁচ কাঁচ। এক পা আর এগিয়েছো কি কান ধরে দুই থাপ্পর দেবো। শুভোর খুব মজা। সে একবার করে বারান্দায় পা রাখছে। আর তার গর্ভধারিনী তিড়বিড় করে উঠছে। শিখীর খালি পা, সে বেচারা সাহস করে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। বি ব্রেভ মাই সান। বিয়ে করেছো সাহস করে অথচ আগুন কি কাঁচের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সাহস নেই। বেটা তু হো গাজনকা সন্ন্যাসী। তোর ভায়রা বঙ্কিমকে দেখ।

এক বসন্ত সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা তিথিতে তোমার স্ত্রীর বোন একটা এক সেরী কাঁচের গেলাস আমাকে ছুঁড়ে মেরেছিল। হাতের নিশানা ঠিকমত হয়নি। কারণ উত্তেজিত শিকারীর পক্ষে ব্যাঘ্র শিকার সম্ভব হয় না। তাই শের বঙ্কিম আজ তোমার সামনে, পরপারের পান মশলা নয়, তাই প্রতিমা এখনো সংসার গারদে, জেল হাজতে নয়।

বঙ্কিম দেখলো ভিড়ের মধ্যে কোনো মূর্খ নেই। সকলেই এঞ্জেল। কেউই কাঁচ ভূমিতে বিচরণে সাহসী হচ্ছে না। রুমা কটমট করে তাকিয়ে আছে শিখীর দিকে। প্রতিমা তাকিয়ে আছে বঙ্কিমের দিকে। দু'জনেরই ধারণা, অপকর্মের নায়ক স্বামীরাই, কারণ স্ত্রীদের চোখে পৃথিবীর অপদার্থতম মাল হল স্বামী। স্ত্রীদের কিচেনগার্ডেনে স্বামীরা সব পোকাধরা ঢ্যাঁড়স। বঙ্কিম আবার চেয়ারে বসে পড়ল। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে পুরোটাই

মুখে ফেলে দিল। বাঃ ভারি সুন্দর, নাও একটা খাও সন্দেশ। জিভে জড়ানো গলায় তারিফ করে প্লেটটা এগিয়ে দিল শিখীর দিকে। বঙ্কিমের ব্যাপার দেখে প্রতিমা আর থাকতে পারল না,—তখনই বলেছিলুম আলোটা জেবলে দি। অন্ধকারে ভূতের মত বসে প্রকৃতি দেখা হচ্ছে! তোমার আর কি, যার গেল তার গেল।

বঙ্কিম বললে, 'ছি ছি বেচারা একটা গেলাস অসাবধানে ভেঙে ফেলেছে। এভাবে লজ্জা দিতে আছে! বরং কাঁচগুলো হাত পা না কেটে তোলার ব্যবস্থা কর। মেঝেটা মুছে নাও, দাগ লেগে যাচ্ছে। জানো না, জীবন আর গেলাস দুটোই ক্ষণভঙ্গুর, চিরকালের ব্যাপার নয়। একমাত্র আত্মা আর স্ত্রীজাতির অভিমানই অবিনশ্বর।'

রুমা হঠাৎ গর্জন করে উঠল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো গণেশের মা। এটা কি যাত্রা, না সিনেমা। সারারাত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? সাবধানে আগে পরিষ্কার করে নাও। শুভো চুপ করে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।

এবং একটু করে কড়াপাক ভেঙে ভেঙে মুখে ফেল, তা না হলে তোমার চাঞ্চল্যে সংসার চঞ্চল হয়ে উঠবে মাই বিলাভেড। বঙ্কিম একটা কড়াপাক শুভোর দিকে এগিয়ে দিল।

গণেশের মা মধ্যবয়সী মহিলা, একটু থতমত খেয়ে সাবধানে ওপরে উঠে এল। পেট কাপড়ে কি একটা জিনিস লুকোবার চেষ্টা করছে। রুমা ঠিক লক্ষ্য করেছে, ওটা কি? কি লুকোচ্ছো ওখানে?

--না কিছু না। গণেশের মা পালাবার চেষ্টা করছিল। যাবে কোথায়? দরজা জ্যাম করে দুই বোন।

—দেখি ওটা কি? পেট কাপড় থেকে হাত বেরোলো। নিখুঁত একটি সোডার বোতল।

—আবার, আবার সেই জিনিস! রুমা আর প্রতিমা দুজনেই প্রায় একই কণ্ঠস্বরের অধিকারী। যেন সোডার বোতলটাই ফেটে গেল। আরতির কাঁসর ঘণ্টাও ঠিক তখনি ক্লাইম্যাকসে উঠল, কাঁই নানা, কেঁই নানা, কাঁই, কাঁই। ছোঁ মেরে রুমা বোতলটা কেড়ে নিল। ভেতরে তরল পদার্থ একটা ঝাঁকানি খেয়ে বোতলের গলার কাছে বুজ বুজ করে উঠল। বঙ্কিম কাছাকাছি বসে ছিল। তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করে বলল, 'সাবধান রুমা, ফাটলে রক্ষা নেই। বোমের চেয়ে মারাত্মক। এ তোমার স্বামী নয় যে ফাটলে শুধু কথাই বেরোবে।'

বঙ্কিমের কথা রুমার কানে গেছে বলে মনে হল না। বোতলটা এক হাতে ধরে সাপুড়ে যেভাবে সাপের দিকে তাকিয়ে থাকে সেইভাবে একদৃষ্টে শিখীর দিকে তাকিয়ে রইল। বঙ্কিম আর একটা সন্দেশ মুখে পুরল। আরতি থেমে যাওয়ায় চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রুমা আর শিখী ফেস টু ফেস। মাঝখানে ছোট্ট একটা সোডার বোতল। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্পের স্টার্টারটা কেবল চিন চিন করে শব্দ করছে। পাতা কাঁপানো দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা উড়ে যাচ্ছে। বঙ্কিম হঠাৎ ভাল মানুষের মত বলল,—হাইপার অ্যাসিডিটি বুঝি। তা সোডা কেন? যে কোনো অ্যাণ্টাসিড খেলেই তো হয়।

শিখী এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করল। কামানের গোলার মত তার মুখ দিয়ে শব্দ বেরোলো, 'বেশ করব। বেশ করব খাবো, কার বাবার কি?'

—আমাকে বলছো? বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল।

—কার বাবার কি আমি যদি খাই? আমি যদি খাই কার বাবার কি? কার বাবা...।

শিখীর শব্দের পারমাটেশান কম্বিনেশান বঙ্কিম থামিয়ে দিল। কার বাবাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

—না না তুমি খাও না, ক্ষতি কি? একদিন একটা সোডা খেলে কার বাবা কি করতে পারে?

—তোমার লজ্জা নেই, শরম নেই, বেশরম, ক্যাসনে। বঙ্কিম আড়ষ্ট হয়েছিল, ভেবেছিল রুমা আর একটু এগিয়ে কুত্তে বলে ডায়লগটা কমপ্লিট করবে। না খুব চেক করে নিয়েছে। বঙ্কিমেরও তখন হিন্দি এসে গেছে। মনে হচ্ছে হিন্দি ছবির সেটে বসে আছে। প্রোডিউসার ডিরেকটার রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টারিং শিখী, বঙ্কিম, প্রতিমা, গণেশের মা। বঙ্কিম বললে,—শরমাতি কিঁউ ভায়রা ভাই, বোলো ইয়ার জিন্দেগি অওর মৌত সে সোডে কো নাচ্চে কো এতনা কাহে ডরতে হো!'

—না নেই। লজ্জাশরম আজকাল মেয়েদের আছে যে পুরুষের থাকবে! নেই। আমার লজ্জা নেই। নেই। আমার শরম নেই—শিখী উঠে দাঁড়িয়ে একটু ধিতিং ধিতিং করে নাচার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। বঙ্কিম সাবধান করে দিলে, 'কাঁচ পড়ে আছে মাই হিরো। ইনজিওরড হলে সুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। নো অ্যাকসান প্লিজ। স্টার্ট সাউন্ড, স্টার্ট ক্যামেরা।' বঙ্কিমের নির্দেশ মেনে শিখী ধপাস করে বসে পড়ল। শিখী বললে, 'আমার পয়সায় আমি বিষ খাবো। সো হোয়াট! সো হোয়াট!'

—খেতে হয় বাড়ির বাইরে গিয়ে খাবে, এখানে নয়, এখানে নয়, এখানে নয়। এটা সংসার।

—এইখানেই, এইখানেই, হিয়ার এ্যান্ড হিয়ার এ্যান্ড হিয়ার। শিখী সেন্টার টেবলে হঠাৎ একটা ঘুষি মেরে বসার মত বোকামি করবে বঙ্কিম বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয় গেলাসটা তারের টেবল থেকে লাফিয়ে উঠে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। বঙ্কিম ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করেছিল, মিস করল। রুমার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বললে, 'ভেরি ব্যাড ফিলডিং, পরের টেস্টে বসিয়ে দেবে।'

—সাহস থাকে খেয়ে দেখো? এই আমার লাস্ট ওয়ার্নিং!

—তোমার ওয়ার্নিং শিখী ভয় করবে! শিখী হল বাপকো বেটা।

—আমিও বাপকো বেটি। রুমা ধাঁ করে বোতলটা বাগানের দিকে ছুঁড়ে দিল। ব্ল্যাম করে শব্দ হল। কয়েকটা বড় কাঁচের টুকরো ছিটকে গিয়ে গ্যারেজের টিনের চালে, গ্রিলের গেটে গিয়ে লাগল। বঙ্কিম হাত তুলে বলল, 'কাট, কাট।' বঙ্কিমের মুখটা হঠাৎ খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। এতক্ষণ সে রসিকতা করছিল। আর রসিকতা নয়। হতে পারে সে এদের কেউ নয়। ঘণ্টাখানেকের অতিথি। তবু তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে ঘটনার সমালোচনা হওয়া উচিত। আচ্ছন্নবুদ্ধি হয়ে দম্পতি শিশুর মত ভবিষ্যতের নরম পুতুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাঠের গুঁড়ো বের করছে। দুটো অহংকার। বিশাল দুটো দৈত্যের মত লড়াই করছে পায়ের তলায়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে একটি শিশু। রিকশাওলা অরুণ ঠিকই বলেছিল, ওই যে যারা মাঠে খেলছে তারা আমার চেয়ে বেশি আওয়ারা। বঙ্কিম প্রতিমাকে বলল, জুতো পায়ে দিয়ে শুভোকে ঘরে তুলে আন। ছোটদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। তোমরা দুজনে এখানে এসে বস। গণেশের মাকে বল আমরা চলে গেলে কাঁচ পরিষ্কার করবে।'

—শোনো শিখী!

—নো অ্যাডভাইস প্লিজ। আমাদের তরফ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নেই। দিস ইজ লাইফ। আমরা দুজনেই এক নৌকোর যাত্রী। আমরা সকলেই এক পালকের পাখি। তোমাকে উপদেশ দেবার মত জ্ঞান বা

বুদ্ধি কোনোটাই আমার নেই। আমি নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজছি ব্রাদার।

—এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে কোনো একটা পক্ষকে সরে যেতে হবে, অ্যান্ড আই উইল লিভ। যতক্ষণ দাঁত থাকে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

—পোকালাগা দাঁতের মর্যাদা সবাই বোঝে। আমরা সেই ইনফেকটেড টুথ। তোমরা এইমাত্র যা করলে, ইজ দিস এডাল্ট বিহেভিয়ার?

—কে কার মতে চলবে? আমি স্বামী না ও স্বামী? ওর খবরদারিতে আমাকে চলতে হবে কেন? আমার স্বাধীনতা নেই, আমি কি ক্রীতদাস?

—ডেফিনিটলি নট। কিন্তু স্বাধীনতা মানে আত্মহনন নয় ব্রাদার, নট সেলফ ডেসট্রাকসান। রুমাকে তুমি বোঝার চেষ্টা করেছো? তোমার ব্যবহার তো ফিউডাল লর্ডের মত।

—রুমা আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছে?

—কেউই করনি, তোমাদের দুজনেরই ক্লোজড মাইন্ড। রুমা কোথায় প্রতিমা?

—আসতে চাইছে না।

বঙ্কিম রুমাকে ধরে আনার জন্যে ঘরে গেল। ঘরে রুমা নেই। বিছানার ওপর চাদরটা পড়ে আছে। একপাশে থলথলে হট ব্যাগ। পাখাটা শুধু শুধু ফন ফন করে ঘুরছে। বঙ্কিম সুইচ খুঁজে পাখাটা বন্ধ করল। যারা সুইচ অন করে তারা অফ করতে জানে না কেন! অন আর অফের দায়িত্বটা যদি এক হাতে থাকতো পৃথিবীর অনেক অশান্তি কমে যেত। কোথায় রুমা? গণেশের মা বললে, 'দিদিমণি ছাদে।' ডাইনিং স্পেসের একপাশে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। বাঁকের কাছে একটা খাঁচা ঝুলছে। একটা চন্দনা ঘাড়ে মুখ গুঁজে বসে আছে।

ছাদের আলসেতে হাত রেখে রুমা দাঁড়িয়ে আছে নায়িকার মত। পুব আকাশে বেশি রাতের অসম্পূর্ণ চাঁদ। একটা মেঘের খাপছাড়া ফালি। বিশাল জলাধারের অ্যালুমিনিয়াম রং করা লোহার টাওয়ার চাঁদের আলো ধরে চকচক করছে। দূর মাঠে একটা নিখুঁত গাছের তলায় প্রেতাত্মার মত সাদা সাদা কিছু জামাকাপড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহুদূরে থেকে তিরতির করে একটা শব্দ ভেসে আসছে। কোনো রাতজাগা পাখি। বঙ্কিম আস্তে আস্তে রুমার পিঠে হাত রাখতেই চমকে ফিরে তাকালো। মুখটা চাঁদের আলোর দিকে। চোখের কোণে জল চিক চিক করছে। বঙ্কিমের মনে হল লোহার গরাদ ধরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে মুক্তির কামনা নিয়ে। বঙ্কিম বললে, ভনিতা না করেই,—ছেলেমানুষী করছ রুমা? জানো, এই মুহূর্তে আমি তোমার বাবাকে দেখতে পাচ্ছি, করুণ বিষণ্ণ মুখে তোমাদের সীমানায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি তোমার দাদার মত, তোমাদের এই ছেলেমানুষী অর্থহীন।

রুমা বঙ্কিমের বুকে মুখ গুঁজে হুহু করে কেঁদে উঠল। গা বেশ গরম। জ্বর হয়েছে বোধহয়। একটা হাত পিঠের কাছে এনে বঙ্কিম আলতো চাপ দিল। রুমার বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে গেল বঙ্কিম তার শ্বশুরমশাইকে বলেছিল, 'এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবেন? আর একটু লেখাপড়া করুক না। এখন তো বয়েস আছে।' রুমার বাবা তখন শোনেননি। বলেছিলেন, 'মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দায়টা উদ্ধার করে নিশ্চিন্তে চলে যাই। ছেলে খুবই ভাল। বয়েসটা না হয় একটু বেশি।' রুমার বোধহয় একটু আপত্তি ছিল। ছাদের আলসের কাছে সরে এসে বঙ্কিম বললে, 'সামান্য একটা ব্যাপারকে অসামান্য করে তুলছো। সুখটাকে

কত সহজেই অসুখ করে তুলছো। এটা কি একটা ঝগড়া করার মত ইস্যু!'

রুমা ফুঁপিয়ে উঠল, 'আপনি জানেন না, দিনের পর দিন আমি অনেক সহ্য করেছি, আর না।'

—কি সহ্য করেছো? দারিদ্র্য, অবহেলা, নির্যাতন, বঞ্চনা?

—টাকাটাই সব নয় বঙ্কিমদা। ব্যবহারেরও মূল্য আছে।

—তোমার ব্যবহার তো নিজে চোখে দেখলুম।

—গভীর রাতে ওর ব্যবহারটা চারদেয়ালে চাপা থাকে। সে তাণ্ডব আমি দেখি, দেখে আমার আয়না।

—সে তো আসল শিখী নয়। সে তো তখন ধার করা স্পিরিট। তুমি আসলে নকলে গুলিয়ে ফেলছো।

—বাঃ চোখের সামনে দেখছি দিনের পর দিন নতুন একটা মানুষ জন্ম নিচ্ছে, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। দিনের পর দিন আসল মানুষটা হারিয়ে যাচ্ছে। আমি কি নকলের কারবার করতে এসেছিলুম?

—তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ, শিখী খানদানী বড়লোকের ছেলে। তার কিছু নিজস্ব সংস্কার আছে, জীবন দর্শন আছে। সে যেটাকে স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্থ তুমি সেইটাকে অস্বাভাবিক ভেবে খড়্গহস্ত! সুখ সম্পর্কে, স্বামী সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে তুমি তোমার মধ্যবিত্তের ধারণা নিয়ে একটা তৈরি জিনিসকে নতুন করে তৈরি করতে চাইছ। এতে তৈরি হবে না, ভাঙবে, মূর্তিটা চুরমার হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে যে জিনিসটা জলের তলায় তলিয়ে ছিল সেইটাই ওপরে ভেসে উঠছে। ক্ষতি হচ্ছে ছেলেটার। সংসার মন্থন করলে অনেক অশান্তিই বেরিয়ে আসবে রুমা। সংসারী মানুষকে চাপা দেবার কৌশলটাও শিখতে হবে।

—যে জিনিস আমার মনের মত নয় আমি তাকে ত্যাগ করব।

—তারপর!

—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবো।

—তারপর!

—যেমন করে পারি ছেলেটাকে মানুষ করব।

—কি করে?

—যা হয় একটা চাকরি করব।

—পাবে?

—না পাই বাসন মাজবো, রান্না করব।

—পারবে?

—খুব পারবো।

—রাগে মানুষ মোটা লোহার শিক বেঁকাতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় পারে না। সারাজীবন জেদ, গোঁ কিছুই বজায় রাখা যায় না। স্বাভাবিকটাই অবস্থা, অস্বাভাবিকটা সাময়িক। রুমা, তুমি এখন ছেলেমানুষ। জীবন নিয়ে উপন্যাস হতে পারে, তা বলে উপন্যাসটা জীবন নয়। নিচে চল। এইভাবে সব কিছুকে কোন কিছু করে ফেল না। সুখের সমস্ত মালমশলা নিয়ে দুঃখের বিলাসী নাই-বা হলে।

—আমি যাব না। আমি তিল তিল করে ওকে মারবো।

—লাভ?

—প্রতিশোধ।

—কিসের প্রতিশোধ?

—আমার জীবনটাকে নষ্ট করার প্রতিশোধ।

—শিখী যদি সেই একই কথা বলে? সে যদি বলে তোমার কাছ থেকে কিছুই পায়নি। শুধু দাবির ফর্দটাই তুমি তার নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়েছ। প্রথম থেকেই সরতে সরতে ব্যবধানটাই বাড়িয়ে তুলেছো। সংসার মানে কি দাবি আর পূরণের চুলচেরা হিসেব! সংসার মানে কি সামনে ছোরা রেখে দুই ডাকাতের লুটের মালের ভাগবাটোয়ারা! তোমার মাকে দেখনি! আমার মাকে দেখিনি!

—মাদের যুগ শেষ বঙ্কিমদা। মেয়েদের পড়ে পড়ে মার খাবার দিন শেষ। এখন হল আয়নায় মুখ দেখা। তুমি যেমনটি দেখাবে তেমনি দেখবে।

—তা হলে সারাজীবন প্রাণখুলে ভেংচিই কেটে যাও। ভ্যাংচা ভেংচি চলুক। দেখো তাইতেই যদি মোক্ষ লাভ হয়। অহংকারেরই সেবা করে যাও। স্বামী পুত্র সংসার এগুলো সব ফালতু। শুধু লড়ে যাও। স্নেহ দিয়ে কিছু আদায়ের ব্যবস্থাটাই বাতিল। কলার চেপে ধরে কেড়ে নাও! আজীবন খণ্ড যুদ্ধ চলুক।

—আপনি শুধু ছেলেদের দিকটাই দেখছেন, কারণ আপনি ছেলে। মেয়েদের দিকটা মেয়েদেরই দেখতে হবে।

—তাই দেখো। আসল সমস্যা যখন থাকে না তখন নকল সমস্যাই তৈরি রাখতে হবে। তা না হলে আগুনটা জ্বলবে কিসে! জীবনটা পুড়বে কিসে! ঠিক আছে নিচে নামলে তোমাদের সমস্যায় হয়তো কোনো সমাধান পাওয়া যেত। নামবে না যখন তখন আমরা চলি।

বঙ্কিম সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সমস্ত চরিত্রই যেন টেম্পার করা স্টিল। ভাঙবে তবু মচকাবে না। কেউই শিশু নয়। সকলেরই বোধ বুদ্ধি আছে। ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতাও নিশ্চয়ই হয়েছে। জেনেশুনে বিষ পান করলে কে কি করতে পারে। আকাশ যদি মেঘে ঢেকে আসে বর্ষণ কে আটকাবে! তবু সংসারে প্রাচীন মানুষ দু একজন থাকলে হয়তো একটা বাঁধন থাকে। ফেটে যেতে পারে, কিন্তু খুলে পড়ে যায় না। আলসের ওপর হাত রেখে রুমা দাঁড়িয়ে রইল এলোচুলে। মনে হল যেন অমঙ্গলের ছবি। শক্তি আলুলায়িত। দূরে মাঠে দাঁড়িয়ে নিয়তি ডাকছে, আয় চলে আয়। তাণ্ডবের নাচ নাচি। এই তো সেই দক্ষের যজ্ঞস্থল।

বঙ্কিম যাবার আগে শিখীকে বলে গেল, 'আমি ঘরপোড়া গরু বুঝলে শিখী। অনেক মূল্য দিয়ে সাংসারিক শান্তি কিনতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। নিলামে দাম কেবলই চড়ছে। তোমরা কিন্তু অনেক কম দামেই কিনতে পার। সে সুযোগ রয়েছে। একটু কো-অপারেট করে দেখো না। এক হাতে তো আর তালি বাজে না! দুটো স্ক্রিপচারই তো সত্যি—ওয়াইভস বি ওবিডিয়েন্ট টু ইওর হাজব্যান্ডস যেমন একটি নির্দেশ, অন্য নির্দেশটা তো তেমনি আমাদের জন্যে—হাজব্যান্ডস লাভ ইওর ওয়াইভস এ্যান্ড ডু নট বি হার্শ উইথ দেম।'

শিখী গুম হয়ে বসেছিল, উত্তর দিলে, 'অনেক ছেড়েছি মশাই, এখন প্রাণটাই বাকি। মেয়েছেলে হল সাপের জাত। ছোবল মারবেই। বিষ দাঁতটা ওই জন্যে ভেঙে দিতে হয়। সেই বিষ দাঁত ভাঙার সময় এসেছে।' বঙ্কিম আর কি বলবে! পক্ষ প্রতিপক্ষ দুজনেই সমান। 'ছেলেটার কথা একটু ভাববে তো?'

—ওকে বোর্ডিং-এ দিয়ে দেবো।

খুব উত্তম কথা। সবচেয়ে সহজ সমাধান। ভবিষ্যৎ জেনারেশন তবে বোর্ডিং হাউসেই তৈরি হোক। কম্যুনিস্ট স্টেটের ফাউন্ডেশান গড়ে উঠুক। যুযুধান পিতা মাতা একটি করে গর্ভমোচন করুক আর কর্পোরেশনের লেড়িকুকুর ধরা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে ধরে সরকারী খামারে ছেড়ে দেওয়া হোক। এবার থেকে তাহলে পোলট্রির কায়দায় ছেলে মানুষ হোক, লেয়ারস আর ব্রয়লারস। রাষ্ট্রই তবে হোক ভবিষ্যৎ

পিতা।

বঙ্কিমরা অনেকটা অবাঞ্ছিত অতিথির মত 'সংগীতা' থেকে বিদায় নিল। গেট পর্যন্ত কেউ তাদের এগিয়ে দিল না। শিখী নিরস গলায় বললে, 'আবার আসবেন।' শুভো কেবল মাসি মাসি করে বাইরে পর্যন্ত এল, শিশুর আনন্দে। প্রতিমার কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবদার করলে, যেও না। ফুটফুটে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বঙ্কিম খুব আদর করল। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে। আসল খেল তো এইবার শুরু হবে। দুই অ্যাডামেন্টের ফিজিক্যাল ওয়ার। ওয়ার অফ উন্ডেড সেনটিমেন্ট।

এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে সোজা সরল রাস্তা। দু'পাশে সারি সারি গাছ। চাঁদের আলোয় পাতার ছায়া কাঁপছে কালো পিচের ওপর। একজন মাত্র সাইকেল আরোহী ক্রমশ দূরে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বঙ্কিম বিমূঢ় প্রতিমাকে বললে—'ফক্সেস হ্যাভ হোলস, এ্যান্ড বার্ডস হ্যাভ নেস্টস, বাট দি সান অফ ম্যান হ্যাজ নো প্লেস টু লাই ডাউন অ্যান্ড রেস্ট।—বুঝলে কিছু?

প্রতিমা বললে, না।

বঙ্কিম ফেরার পথে বউকে জিজ্ঞেস করলে, 'হোয়াট ইজ দি মর‍্যাল? সমস্ত ভ্রমণই তো শিক্ষামূলক, এই ভ্রমণ থেকে তুমি কি শিখলে?' প্রতিমা বললে, 'রুমাটা চিরকালই ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদী। কারুর কথা শুনতে চায় না। ছেলেবেলায় ওকে নিয়ে কম অশান্তি হত! তুমি যদি ওর মত মেয়ের পাল্লায় পড়তে বুঝতে ঠেলা।' বঙ্কিম মনে মনে হাসল, কে ছুঁচ আর কে যে ছুঁচো! বঙ্কিম বললে, 'দুটো শিক্ষা হল। এক রবাহূত কখন কারুর বাড়িতে যাবে না, কারণ কে কি অবস্থায় আছে জানা না থাকার ফলে উভয় পক্ষই বিব্রত হয়ে পড়তে পারে। দুই, এই যে সব লাল বাড়ি, নীল বাড়ি, গোলাপী বাড়ি দেখছো, এই যে সব রাশি রাশি মানুষ টেরিলিন, টেরিকটন পরে ঘুরছে, দে আর অল স্মোলডারিং হিপস। ভেতর থেকে সবাই চড়চড় করে পুড়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর শেষে দেখবে সভ্যতার ছাই উড়ছে।

বঙ্কিমের বন্ধু সোমনাথ ঠিকই বলে, মূর্খরাই বিয়ে করে। মাল খাও, মেয়েছেলে রাখো। শরীর ভেঙে এলে নার্সিং হোমে চলে যাও। হিন্দু সৎকার সমিতি আছে। কেওড়াতলায় ইলেকট্রিক ক্রিমেটোরিয়াম আছে। শেষের সেদিন কত সুন্দর! সাংসারিক জীবনের জন্যে মানুষকে আজকাল অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। মানুষের মনের হীন গহ্বরে উত্তাল তরঙ্গ। সেই কান্ডারী কোথায় যে শক্ত হাতে জীবন নৌকোর হাল ধরবে? মন মানুষকে ইদানীং বড়ই প্রবঞ্চনা করছে। এখনো কি সেই বিশ্বাস বজায় রাখা যায়—ম্যারেজ ইজ এ্যান ইনস্টিটিউশান, ফর্মস পার্ট অফ দি ইনটিমেট টেকসচার অফ সোসাইটি। শালা ম্যারেজের নিকুচি করেছে। অকালে চুলে পাক ধরে গেল। গাল তুবড়ে গেল। রাতকানা হয়ে গেলুম। টোল খাওয়া, টাল খাওয়া বঙ্কিম সপরিবারে বাড়ি ফিরছে। ফুরফুরে হাওয়ায় চুল উড়ছে, বউয়ের শাড়ির আঁচল উড়ছে। মেয়ের স্কার্ট উড়ছে। বাজারের রাস্তায় স্তূপাকার আমপাতা। হাওয়া বন্ধ হলেই কপাল ঘেমে উঠছে। বেশ রাত্তির হয়ে গেল। যত বাড়ির দিকে এগোচ্ছে ততই একটা ভয়ের ভাব চেপে ধরছে। সেখানে কি ব্যবস্থা করে রেখেছো ঈশ্বর! দেখে গিয়েছিলে ধোঁয়া, ফিরে দেখবে আগুন। প্রাণতো তেমন পয়সার জোর কিংবা পদমর্যাদা, কিছুই তেমন গ্রাহ্য করত না।

বুক ফুলিয়ে ডাঁটে ঘুরতো। এইভাবে সংসারের আনাচে কানাচে ছিঁচকে চোরের মত ঘুরতে হত না। হতেম যদি সায়েনটিস্ট, ডাক্তার, কি ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, পদতলে অনন্ত সংসার, চারপাশে স্তাবকের দল, তাহলে তোমরাই আমাকে দেখতে, আমাকে আর তোমাদের দেখতে হত না। আয়া হায় তিশহাজারী মনসবদার। ওরে সরবত দে। জুতোর ফিতেটা খুলে দে না, নিচু হতে কষ্ট হবে না! ওরে তোরা গোলমাল করিসনি। সাইলেন্‌স, সাইলেন্‌স। বাবা বঙ্কিম কেমন আছ? শরীরটা তেমন ভাল নেই। ডায়াল টু থ্রি সেভেন খ্যাড়ড়, খ্যাড়ড়। হ্যালো স্পেসালিস্ট, আজ্ঞে হ্যাঁ কালই, আর্লি ইন দি মর্নিং, আমাদের কম্পতরু একটু আনঈজি ফিল করছে, আজ্ঞে হ্যাঁ এছরে ষাট হাজারের ক্লিন সোর্স। ও হো মাই লাভ কি খুঁজছো, এই নাও না, স্যার স্যার নতজানু মানুষ। ওরে প্রভু আজ হাসছে না কেন, ওরে পাখি কেন গাইছে না। এখনকার মত, তুই শালা মরছিস মর, কার বাপের কি নয। লস রেসপেকট্‌জ। দাস সেয়েথ বঙ্কিম। বঙ্কিম উবাচ।

দূর থেকে বাড়িটা দেখেই বঙ্কিমের পিলে চমকে গেল। কোথাও কোনো আলো নেই। ঝোপের মধ্যে জমাট একটা চৌকো অন্ধকার। গেটের কাছে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলো এক ফালি ন্যাপড়ের মত লুটিয়ে আছে। ঝাঁপড়া মাধবীলতায় অজস্র লাল ফুল রাত্রিকে প্রেম নিবেদন করছে। সারারাত রক্ত ক্ষরণের পর লাল মাধবীই সকালে সাদা। সদর দরজার সামনে ঢেঙা ফলসা গাছ চারদিকে হিলহিলে শাখা বিস্তার করে দোতলার বন্ধ জানলার গায়ে অসহিষ্ণু হাত বুলিয়ে চলেছে। মোটা তুলি থেকে ফোঁটা ফোটা ছিটোনো সবুজ রঙের মত টুপ টুপ পাতা চারিদিকে চুমকির মত ঝুলছে।

গ্রিলের গেট খুলে বঙ্কিম, তারপর ছেলেমেয়ে, তারপর প্রতিমা মিছিলের মত এগিয়ে চলল সেই কফিনের দিকে। বন্ধ বাতাস আর ঝুড়ি চাপা একটা চোট খাওয়া পায়রা ছাড়া বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হল না। হতে পারে দোতলার ঘরে পরমেশ্বর হয় শুয়ে পড়েছেন, না হয় ধ্যানে বসেছেন। শেষ রাত অবধি যাঁর ঘরে জোর আলো জ্বলে, পাশের মাঠে কোণাকুণি যাঁর ছায়া লুটিয়ে থাকে ঝড়ে উৎপাটিত গাছের মত। ছায়ার মাথাটা ঢুকে থাকে বনতুলসীর ঝোপের ভেতর। সেই পরমেশ্বর আজ এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন তা কি হতে পারে! তবু বঙ্কিম এগিয়ে গেল দরজার সামনে। যা ভেবেছে তাই। তাদের ফ্যামিলির সেই বিখ্যাত সাত লিভারের তালা দরজার দুটো পাল্লায় পিঠ রেখে, অন্ধ একটি চোখ তুলে বঙ্কিমকে বলছে, এসেছো মানিক স্ফূর্তিটুর্তি করে! ভায়রার বাড়ি থেকে ভালমন্দ ভবপেট খেয়ে! এদিকে তোমার পাখি যে ফুড়ুৎ। তোমার বাবা তোমায় বাঁশ দিয়েছেন মানিক। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওই নকশাকাটা সিঁড়ির ধাপে বসে ফলসা-পাতার প্যাচওয়ার্ক করা আকাশে তারা খোঁজো, ছায়াপথ দেখ, সপ্তর্ষি চেন। মশার কামড় খাও। সুখের পরই যে দুঃখ বন্ধু। তিনি যদি ফিরে আসেন, আবার দরজা খুলবে, আবার আলো জ্বলবে, আবার ধুমধাড়াক্কা হবে। এখন তুমি বউমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ওহে ছেলের মা, খুব তো লম্বা চওড়া বাত মারতে, এখন বোঝো ফুলটুসি গৃহ কার। এই যে বিশাল মহাভারত অন্ধকার কুরুক্ষেত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সেখানে প্রক্ষিপ্ত গীতা মাত্র। পরমেশ্বর কি ফিরবেন? যদি রায়সাহেব দুর্বল হতাশার মুহূর্তে হাত ধরে তোমার পিতাঠাকুরকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে না থাকেন তাহলে ফিরবেন, আর তা না হলে বুঝতেই পারছো ম্যান। হো তৈয়ার।

সর্বনাশ! তালাটায় হাত বুলিয়ে বঙ্কিম তার বউকে বললে, 'কেলো টু দি

পাওয়ার ইনফিনিটি প্লাস ওয়ান। এইবার কি হবে! ধুঘু দেখেছো চাঁদ, ফাঁদ দেখোনি। ওই জন্যেই বলেছিলাম আজকে আর বাড়ির দখল ছেড়ো না। কেমন টাইট দিয়েছেন! মাঝরাতে মর এবার।'

—'মরতে হত না, একটুখানি ভুলের জন্যে এই দুর্ভোগ হল.' প্রতিমা আপসোস করে উঠলো। 'হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে গেলাম পিসিমার ভরসায় বাড়ি রেখে, তখনই যদি উত্তরের দরজা দিয়ে বেরোতাম আমাদের তালা লাগিয়ে, তাহলে এই হাড়ির হাল হত না।' বঙ্কিমের ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। ঘুম, জলতেষ্টা, নিম্নচাপ সব একসঙ্গে পেয়েছে। প্রতিমা বলছে আর দাঁড়াতে পারছে না, বসতেও পারছে না, ধড়াস করে শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়। সকলেরই সামনে ট্যানটালাস কাপ। দরজাটা কোনো মতে খুলতে পারলেই শীতল জল, বাথরুম, নরম বিছানা, বিশ্রাম, পাখার হাওয়া, সবই পাওয়া যায়, মাত্র তিন ইঞ্চির ব্যবধান।

বঙ্কিমের মেয়ে হাঁ-উ করে একটা হাই তুলে বললে, 'এরচে মাসির বাড়ি থাকলে ভাল হত।' বঙ্কিম মনে মনে ভাবলে, ভালই হত, মেসো আর মাসির সারারাত ভল্ল নিয়ে মল্লযুদ্ধ দেখে ভালই কাটত। স্বামী-স্ত্রীর লড়াইয়ের চেয়ে ভাল সার্কাস আর কি আছে! গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। দর্শকের আসন থেকে মাঝে মাঝে তালি বাজাও আর সিটি মারো। বঙ্কিমের গলা দিয়ে হঠাৎ একটা গানের কলি বেরিয়ে এল, 'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি'।

প্রতিমা বললে, 'তোমার গলা দিয়ে এখনো গান বেরোচ্ছে!'

—বেরোবে না? হৃদয়কষ্ট থেকেই শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্ট থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রাণায়াম। সংগীত হল শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম। জানো না, বিরহে সংগীত, প্রেমে সংগীত, শ্মশানে সংগীত। তোমার আমার সেই বিরহের দিনগুলো কি ভুলে গেলে! তুমি তোমাদের বাড়ির ছাদে, আমি আমাদের বাড়ির ছাদে, মাঝে চৈত্রের উদাস দিন। কাঠঠোকরা নারকেল গাছে চঞ্চুর শক্তি পরীক্ষা করছে। আমি এক লাইন করে গান ভাসিয়ে দিচ্ছি। আর আজ? ফলসাতলায় মাধবী ফুলের রাত, সামনে বন্ধ দরজা, মনে হচ্ছে নতুন করে যেন সংসার পাততে চলেছি, ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া, ভ্রমর সেথায় গুনগুনিয়ে।

বঙ্কিমের গান চাপা পড়ে গেল। গেটের বাইরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। বঙ্কিমদের চোরছ্যাঁচ্চর ভেবেছে বোধহয়। কুকুররা বেচাল একেবারে সহ্য করতে পারে না। গেটটা ফোঁস ফোঁস করে বারকতক শুঁকে একটা পা তুলে জল ত্যাগ করে টহলে বেরিয়ে গেল। বঙ্কিম বললে, 'সেখানে মালঞ্চের বেড়ার মত্র করে দিয়ে গেল।'

'এইভাবে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?' প্রতিমা কাপড়ের মায়া ছেড়ে বসে পড়েছে।

'উপায় কি?' বঙ্কিম পায়চারি করতে করতে পথ খুঁজে পেতে চাইল। চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটা রাতপাখি চিলেঘরের ছাদে বসে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। বঙ্কিম চমকে উঠেছিল। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি পাখি বল তো?'

'বাদুড় বোধহয়।'

'পক্ষী জগৎ সম্পর্কে তোমার কি অসাধারণ জ্ঞান! বাদুড় কখনো ডাকে? প্যাঁচাই হবে তবে কাল কি হুতোম কি কুটরে, কি লক্ষ্মী? কালপ্যাঁচাই হবে।'

বঙ্কিমের মনটা ছ্যাঁত করে উঠল। কালপ্যাঁচা বড় অলক্ষুণে! পরমেশ্বর বোধহয়

গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে আছেন। শ্মশানেও যেতে পারেন। আগেও কয়েকবার গেছেন। কিন্তু এবার যদি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে থাকেন, এ স্টেপ ফরওয়ার্ড! ধাপে ধাপেই তো মানুষ এগোয়। ধাপে ধাপে বয়স বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে, শয়তানি বাড়ে, হতাশা বাড়ে, সাহস বাড়ে, পাপ বাড়ে। ধাপে ধাপে পরমেশ্বর জলের দিকে এগোতে পারেন! মধ্যরাতের কালো গঙ্গার জল পাকিয়ে পাকিয়ে ছুটছে। ও-পারে সারি সারি রাতজাগা আলো, আলোর তীরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, চলে আয়, চলে আয় পরমেশ্বর, অনেকেই এসেছে সবাই আগে যায় যে চলে, বসে আছিস তুই কি বলে! রায়সাহেব কোমর জলে, গলা জলে, ডুব জলে, অতলে জলে।

'তোমরা বস।' বঙ্কিম তীরবেগে বেরিয়ে গেল। ঘটে গেছে না ঘটতে চলেছে, না ঘটবে! পাড়ার লোক ছি ছি করবে' এ কি করলে বঙ্কিম। বৃদ্ধকে রাখতে পারলে না? কি এমন অসুবিধে করছিলেন? অমন সাত্ত্বিক নিঝঞ্ঝাট মানুষ! কারুর সাতেও থাকতেন না, পাঁচেও থাকতেন না। তোমরা সব আজকালকার ছেলে, বিশ্ব বেইমান। এখনো সেই বৃদ্ধার কথা বঙ্কিমের কানে তীরের মত বিঁধে আছে। গঙ্গার ঘাটে দুই বুড়ীতে কথা হচ্ছে। একজন আর একজনকে বলছেন, 'মাগ পেলেই ছেলেদের কাছে মা তখন মাগী।' পরমেশ্বরের হঠকারিতার জন্যে বঙ্কিমের ইমেজ বা ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না হয়ে যায়। পরমেশ্বরের কোনো বিলাস নেই। তিনি দুঃখবিলাসী মানুষ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বঙ্কিম দক্ষিণমুখো কয়েক পা হেঁটে পশ্চিমে মোড় নিল। সোজা রাস্তা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। পশ্চিমের রাস্তাটা বড়। এই রাস্তাতেই যত দোকানপাট, গাড়ি চলাচল, লোক চলাচল। বঙ্কিম ভেবেছিল জ্যৈষ্ঠের গরম, রাস্তায় কিছু লোকজন দেখতে পাবে। এগারোটা রাত এমন কি আর বেশি রাত। রাস্তা কিন্তু একদম ফাঁকা। মোড়ের রিকশাস্ট্যান্ডে একটাও রিকশা নেই। সব ঘুমোতে চলে গেছে। সামনাসামনি পানবিড়ির দোকানটা তখনো খোলা। বেশি রাতে আলোর ভোলটেজ বেড়ে যায়। দোকানের চড়া আলো আয়নায় ঝিলিক মারছে। রেডিওয় বাজছে রাতের শেষ গান। হিন্দি ছবির বাগেশ্রী গান। সুরটা যেন বঙ্কিমের মনের একটা গুপ্ত দরজা খুলে দিল। যে দরজা দিয়ে একে একে অতীতের সব ক'টা শবযাত্রা বেরিয়ে এল। মা, জ্যাঠামশাই, শ্বশুরমশাই, দাদু, মামা। পাশের সেলুনে রাতের শেষ খদ্দের তখনও চুল কাটছে। কিছু মানুষের বোধহয় রাত হয় না। সময় সম্পর্কে এঁদের কোনো ব্যস্ততাই নেই। রাত বাড়ছে বাড়ুক, দিন যাচ্ছে যাক।

সব ক'টা চায়ের দোকানই খোলা। চায়ের পাট অনেক আগেই উঠে গেছে। দ্বিতীয় পাট এখন জমজমাট। দেশী মদ আর জুয়া চলেছে ভেতরে। আলোর চোখে সিগারেটের ধোঁয়ার নেশা। পাড়ার সবচেয়ে কুখ্যাত গুণ্ডা জড়ানো গলায় আদর্শের কথা বলছে, 'মারবি যখন শালা একবারে শেষ করে দিবি, আধমরা করে রাখবি না। মানুষের বড় কষ্ট রে দুখী! খেলেই মাইরি বদহজম। পেট ফাঁপা। মাইনে পেলেই খরচ। মেয়েছেলে দেখলেই লোভ। কাউকে কষ্ট দিসনি রে দুখী। জীবে দয়া করতে শেখ শালা। ধরবি যখন শেষ করে দিবি।'

দোকানের গভীরে ধোঁয়াও উড়ছে, পয়সাও উড়ছে, মালও উড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে যৌবনও উড়ছে। এদিকে রাতের পাখনাও উড়ছে। গোটাকতক দোকান আর নিশাচর মানুষের জটলা অতিক্রম করে রাস্তা চলে এসেছে সম্পূর্ণ নির্জন এলাকায়। এদিকের রাস্তায় কোনোকালেই আলো থাকে না। পাকাপাকি অন্ধকার। ছিনতাই

আর প্রেমের জন্যেই চাই থকথকে অন্ধকার। বাঁ দিকে একটা চুন, সুরকি, বালি আর ইঁটের গোলা। থাক থাক ইঁট সাজানো। মোষের পিঠের মত বালির ঢিপি। মানুষের অস্থিচূর্ণের মত সাদা চুন দাঁত বের করে অন্ধকারে হাসছে। একটা গরুর গাড়ি প্রণামের ভঙ্গিতে একপাশে পড়ে আছে। দুটো বলদ একপাশে শুয়ে শুয়ে হাঁসফাঁস করছে। ডান দিকে স্কুল। কোথাও কোনো আলো নেই। স্কুলের মাঠে বিশাল একটা অর্জুন গাছের পাতায় পাতায় গঙ্গার ভিজে হাওয়া দুলছে। রাস্তাটা সোজা গিয়ে পড়েছে প্রাচীন একটা ঘাটে। ঘাটের ওপরেই তিনতলা একটা বাড়ি। ভুতের বাড়ি। অনেকেই বসবাসের চেষ্টা করে একটা-না-একটা বিপদ নিয়ে ফিরে গেছে। যুদ্ধের আগে এই বাড়িটায় আই এন এ-র ক্যাম্প হয়েছিল। যুদ্ধের সময় দোতলায় একটা জুয়াখানা হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর রিফিউজি ক্যাম্প হয়েছিল। এখন খালি। ঘরে ঘরে অন্ধকার, অশরীরী আতঙ্ক। অন্য সময় হলে বঙ্কিমের ভয় করত। এখন সে বেপরোয়া। পরমেশ্বরকে চাই। কোথায় তিনি!

ঘাটের ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে বঙ্কিম নিচে নামছে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। ওপারের সারি সারি আলো জলে চিকচক করছে। লোহার পাতের মত পড়ে আছে জল সরে যাওয়া পাড়। ঘাটের ওপর থেকে ঝুঁকে আছে একটা পিটুলি গাছ। গাছটার দিকে তাকিয়েই বঙ্কিমের বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। বঙ্কিম তখন কলেজের ছাত্র। জীবনের কুঁড়ি তখন সবে খুলছে। এখনকার মত শুকনো ফুল নয়। ভোরে গঙ্গার ধারে বেড়ানো তখন ছিল নিত্যকার অভ্যাস। স্কুলের মাঠে একটা স্বর্ণ-চাঁপার গাছ ছিল। দুটো চাঁপা ফুল সংগ্রহ করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জাহাঙ্গীরের মত গঙ্গার ধারে পায়চারি করত। জেলেদের মাছ ধরা দেখতো। দেখতো কেমন করে পুবের সূর্য পশ্চিম আকাশের অন্ধকার ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ রাতের ভক্ত স্নানার্থীদের গলায় ভোরের সুরে হরিনাম। ভরা গঙ্গার জল ঘাটের কানায় কানায়। শ্মশান থেকে ভেসে আসা পোড়া কাঠ। ছাত্র জীবনের সেই সকাল, সেই দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সেই রাত, মধ্যরাত আর ফিরবে না। সংসারের শিরীষ কাগজের ঘষায় ঘষায় অনুভূতি ক্ষয়ে গেছে। এমনি এক সকালে বঙ্কিম পিটুলি গাছের সবচেয়ে মোটা ডালে গলায় দড়ি দিয়ে এক মহিলাকে ঝুলতে দেখেছিল। লালপাড় শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো চুল। ফর্সা পায়ের গোড়ালি। ঝুলন্ত দেহটা ভোরের হুহু হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে।

তার মাতৃত্বের দাবীদার কেউ ছিল না বলে, লজ্জা ঢাকতে একটি ভ্রূণ নিয়ে সেই অবাঞ্ছিত মাতা মৃত্যু মায়ের কোলে গিয়ে চড়ল। বঙ্কিম আর তার প্রাণের বন্ধু গোপাল দৃশ্যটা বহুদিন ভুলতে পারেনি। গোপাল আবার সুন্দর কবিতা লিখত। মাসখানেক দুই বন্ধুতে বিরহের জগতে উদভ্রান্ত হয়ে রইল। তখন তাদের সেই বয়স, যে বয়সে মানুষ নারীর মুখে কাঙালের মত প্রেম খোঁজে। দুজনেরই মহা আপসোস! মরার আগে মেয়েটি যদি তাদের জানাতো পিতৃত্বের দায় তাদের মধ্যে যে কোনো একজন হেসে হেসে নিতে প্রস্তুত ছিল। লম্পটরা কেমন সহজে প্রেম লুটে নেয়! আর প্রকৃত প্রেমিকরা শুকনো গাছের ডাল হাতে নিয়ে নদীর তীরে সকাল সন্ধ্যে বসে থাকে। ভোরের স্কুলের মেয়েদের মুখের সামনে চোখের ভিক্ষাপাত্র মেলে ধরে। মাসখানেক গোপালের কলম থেকে সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিরহের কবিতা ঝরলো। দুটো লাইন এখনো বঙ্কিমের মনে আছে, যে বোঝে ফুলের ভাষা, ভালবাসা তারই রিক্ত ডালি। যারা শুধু পাপড়ি ছেঁড়ে, তারাই বুঝি বাগানের মালি। মনে রাখার মত এমন কিছু বিখ্যাত কবিতা নয়, তবু গাছটা দেখে স্মৃতির দরজা খুলে লাইন দুটো নেমে এল।

বঙ্কিমের বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছটারও বয়স বেড়েছে। প্রৌঢ় গাছে আর তেমন পাতা নেই। প্রেতের আঙুলের মত শীর্ণ পত্রহীন কয়েকটি ডাল, আকাশের নক্ষত্রকে খোঁচা মেরে যেন বলছে, নট হিয়ার, নট হিয়ার, দেয়ার এ্যান্ড দেয়ার। অমর্ত্যলোকের দিকে যাত্রা কর। ওই দেখ নিস্তব্ধ আকাশের তলায় প্রবাহ চলছে। জীবনের সুন্দর দিন ঝরা পাতা হয়ে ভেসে চলেছে। রিক্তপত্র বঙ্কিম তুমিও আকাশের গায়ে হাত বুলিয়ে কি খুঁজে চলেছো? তোমার বিশ্বাস? তোমার অহঙ্কার? তোমার সম্মান? পাবে না তুমি গোবৎস। দি বেন ইজ অন আওয়ার লিপস, উই ডু নট রান ফর প্রাইজ। প্রাইজ? পুরস্কার? জীবনের আটত্রিশটা বছর তো ছুটলি রে শালা। কেয়া মিলা? বাট দি স্টর্ম দি ওয়াটার হুইপস, এ্যান্ড দি ওয়েভ হাউলস টু দি স্কাইস। দি উইন্ডস এরাইজ অ্যান্ড স্ট্রাইক ইট, অ্যান্ড স্কেটার ইট লাইক স্যান্ড। তোর জীবনের ফাটলে ফাটলে পরগাছার শিকড়, ঝোড়ো হাওয়ার আর্তনাদ। তুই হাত-পা ছড়িয়ে বসার স্বপ্ন দেখিস কি রে মুর্খ! দৌড়ো, দৌড়ো। সো উই রান উইদাউট এ কজ, বিনিথ দি বিগ বেয়ার স্কাই।

বঙ্কিমের যদিও মনে হয়েছিল সাদা মত কি একটা পিটুলি গাছের ডাল থেকে ঝুলছে, তবু, ভয় পেলে তো চলবে না। ভৌতিক রাতে সে বেরিয়েছে আর একটি মানুষকে প্রেতলোক থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। গঙ্গাঘাটের অন্ধকার থেকে যেন মৃত্যুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। আমি মৃত্যু, আমি অসীম শূন্যতায় আমার প্রচন্ড উপহাসের মত জীবন সৃষ্টি করি আবার স্লেটের লেখার মত নিমেষে মুছে দি। আই, ডেথ, ক্রিয়েটেড দেম আউট অফ মাই ভয়েড, অল থিংস আই হ্যাভ বিলট ইন দেম এ্যান্ড আই ডেসট্রয়। বঙ্কিম দুর্বল মনকে শক্ত করার চেষ্টা করল। নিজেকে বললে অভী। প্রাচীন দাঁত বের করা যে পৈঠেতে সে দাঁড়িয়ে আছে রাজনৈতিক হানাহানির দিনে এইখানেই সারি সারি ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত যুব দেহ পাবের যাত্রীর মত সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। জোয়ারের জলে এক একটি দেহ এক একটি নৌকোর মত নিঃশব্দে ভেসে গিয়েছিল। সেই দৃশ্যও বঙ্কিমের মনে আছে। তবু বঙ্কিম বললে, সহজে হার মানবো না, আই বো নট টু দি, ও হিউজ মাস্ক অফ ডেথ। ওয়ার্লড স্পিরিট আই ওয়াজ দাই ইকোয়াল স্পিরিট বর্ণ, আই অ্যাম ইমমরট্যাল ইন মাই মর্টালিটি!

জলের কিনারা দিয়ে একটা কুকুর ছ্যাপ ছ্যাপ করে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল। পৃথিবী তাহলে এখনও বেঁচে আছে! মৃত্যুর চিন্তা থেকে জীবনের ধোঁয়ার মত বঙ্কিম উঠে এল। উত্তরের আঘাটার কাছে একটি মানুষ কি যেন খুঁজছে! কে! পরমেশ্বর! বঙ্কিম আরো তিন-চার ধাপ নেমে এল। ভাঙা ভাঙা লোহার স্ট্রাকচারের ওপর ভুতুড়ে বাড়ির পড়ো পড়ো জলটুঙী। বড়লোকের বাড়ির অপ্সরীদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়ার জন্যে একদা সেই রইস মানুষটি তৈরি করিয়েছিলেন। সাদা বজরা ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাবে। লাল পতাকা উড়িয়ে মাঝ গঙ্গা দিয়ে জল কেটে কেটে লঞ্চ চলে যাবে। সুন্দরীর শাড়ির রঙিন আঁচল উড়বে। লোহার ফাঁক দিয়ে বঙ্কিম ভাল করে লোকটিকে দেখল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি মানুষ। উচ্চতায় পরমেশ্বরকে ছাড়িয়ে যায়। জলের ধার থেকে এক খাবলা নরম মাটি তুলে নিয়ে দু'হাতে চটকাচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও কেউ নেই। জড়বস্তুর জমাট অন্ধকার ভোরের আলোয় আকৃতি পাবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ। পারে এসে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙছে হালকা শব্দে, পারিবারিক কথার মত, সুখী দম্পতির আলাপের মত।

না, এ অঞ্চলের কোথাও পরমেশ্বর নেই। হয়তো ছিলেন, এখন নেই। বর্তমান থেকে যে সব মুহূর্ত অতীতে ভেসে গেছে তার সাক্ষী তো বঙ্কিম নয়। ধাপে ধাপে বঙ্কিম ওপরে উঠে এল রাস্তায়। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত পড়ে আছে তার আসার পথ। এখন তাকে যেতে হবে উত্তরের রাস্তায়। এক পাশে গঙ্গা, সারি সারি বট আর অশ্বত্থের গাছ। ডালে ডালে শকুনের ছানা দুঃস্বপ্ন দেখে কাঁদছে। আর এক পাশে সরকারের খাস দখলী জমির ওপর বস্তি গড়ে উঠেছে। এখানে ওখানে চালাবাড়ির জটলা। এক সময় এখানে ছিল গণিকাপল্লী। বৃত্তিটা এখন প্রকাশ্য থেকে প্রচ্ছন্ন হয়েছে। বেশির ভাগই হাফ গেরস্ত। রাস্তার শেষ মাথায় থানা, প্রাচীন কালী মন্দির, বন্ধ জুট মিল, বিশাল একটা মাঠ। কালীবাড়ির সামনে আর একটা ভুতুড়ে ঘাট আছে যার বয়েস হবে কম করে শ'দেড়েক বছর। পরমেশ্বরের প্রিয় ঘাট। এই ঘাটে ছাত্রজীবনে পরমেশ্বর সঙ্গী সাথী নিয়ে বিকেল কাটাতেন। ঘাটের পৈঠেতে খড়ি দিয়ে ইউক্লিডের জ্যামিতির একস্ট্রা করে অঙ্কে কাঁচা বন্ধুদের পাকা করতেন। লম্বা লম্বা ছিপ বাঁধা থাকতো ছুটির দিন বাচ খেলা দেখতেন।

উত্তরের রাস্তায় ঢুকতেই ডান পাশে একসার চালাবাড়ি পথের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দাওয়ায় বসে মোটা মত একটি মেয়েছেলে বিড়ি খাচ্ছে। অন্ধকারে আগুন জোনাকির মত বাড়ছে কমছে। এই বয়েসেও সাজবার চেষ্টা হয়েছে। এতখানি খোঁপা। গালে ঠোসা পান। ছাপা শাড়ি। বিড়ির আগুনে মুখটা ছাই ছাই। উবু হয়ে বসে আছে শিকারের আশায়। ঘুলঘুলি মত জানলার ফাঁক দিয়ে আবছা আলো জলের মত রাস্তায় ছিটিয়ে পড়েছে। কমবয়সী একটি মেয়ের ফুল গোঁজা খোঁপা দেখা যাচ্ছে। পিন পিন করে হারমোনিয়াম বাজছে। বেসুরো গলায় গানের কলি, মন যে আমার কেমন কেমন করে। বাইরে বসে থাকা মেয়েছেলেটি বলছে, রস কত? কুসুম আবার গান ধরলি। উল্টো দিকের বটতলায় কালো মত একটি ছেলে জানলার দিকে তাকিয়ে পা ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিম দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে গেল। আর একটু এগোলেই থানা। থানার সামনে ছোটোখাটো একটা জটলা। গোটাকতক সাইকেল গাছে হেলানো। সামনে শিব মন্দিরের বাঁধানো চাতালে গোটাকতক খাটিয়া ফেলে পা উঁচু করে ভুঁড়িওলা কিছু অফ ডিউটির পুলিশ চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এদিকের রাস্তায় আলো আছে। রাত যেন চারিদিকে ঝিম ঝিম করছে। রাস্তার সবচেয়ে চওড়া জায়গার একপাশে গাছতলায় পুলিশের কালো গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন ইঞ্জিন গন্ধ। ভেতরের ওয়্যারলেস সেটে আকাশের শব্দ ঝাঁ ঝাঁ করছে। থানার বড়বাবু টেলিফোনে চিৎকার করে কাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, পেটে রুলের গুঁতো মেরে লিভার ফাটিয়ে দিতে। কয়েকটি লোক হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরের বেঞ্চিতে একটি অল্পবয়সী মেয়ে হলদে শাড়ি পরে বসে আছে। বঙ্কিম এ জায়গাটাও দ্রুত অতিক্রম করল। পরমেশ্বর এর ত্রিসীমানায় থাকবেন না।

কিছু দূরেই বন্ধ জুট প্রেস। সামনেই জুট প্রেসের ভাঙা জেটি। মোটা মোটা ভারি তক্তা নাটবল্টু সমেত জনসাধারণ ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে। লোহার কঙ্কালটা ধনুকের মত জলের দিকে চলে গেছে। শেষ মাথায় প্রহরীর মত দুটো বিশাল ক্রেন। জুট প্রেসের সামনে স্লেট পাথরের পাহাড়। প্রেসের খালি শেডে স্লেট গুঁড়োর কারখানা হয়েছে। খাটিয়ায় বসে দুজন দারোয়ান খইনি ডলছে। আর দেশোয়ালী ভাষায় গল্প করছে, যাতে যাতে যাতে যাতে। গল্পের চরিত্রের যাওয়া শেষ হবার আগেই বঙ্কিম কালীবাড়ির সামনের ঘুরঘুট্টি জায়গায় চলে

এসেছে। একপাশে বিশাল বট। পাতায় পাতায় অন্ধকারের ল্যাম্পটালেম্পিট। প্রাচীন ঘাটের দু'পাশে ভাঙা নহবতখানা। কালীবাড়ির লোহার গেট বন্ধ। দূরে ভেতরে নাটমন্দিরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। গেটের ওপাশে দুটো কুকুর মশগুল হয়ে খেলছে। গেটের থামে মাথা ঠেকিয়ে বঙ্কিম প্রণাম করল। বড় জাগ্রত দেবী। অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। নহবতখানায় আষ্টেপৃষ্ঠে বটের শিকড় নেমেছে।

মন্দিরের সামনেই সেই প্রাচীন ঘাট। পরমেশ্বরের যৌবন যার সিঁড়িতে ছড়ানো। গঙ্গা এদিকে ক্রমশই পশ্চিমে সরছে। ঘাটের সামনে চর। এখানে পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। হে মা কালী, জয় মা কালী। কি হয়, কি হয়! বঙ্কিম চাতাল পেরিয়ে অন্ধকারে পা ঘযে ঘযে ঘাটে ঢুকলো। সিঁড়ির পর সিঁড়ি হুড়োহুড়ি করে জলের দিকে নেমে গেছে। দূরে গঙ্গা। আকাশ আর ওপারের আলোর ঝাঁজ জল থেকে উঠে আসছে, সাধকের ধ্যানে দেখা স্নিগ্ধ জ্যোতির মত। বঙ্কিম যেন এতক্ষণ অন্ধকারের পাঁচিলে ধাক্কা খাচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে আসছিল, এইবার আলোর ফাঁকে এসে ভরপেট বায়ু নিল। অনেকটা নিচে নদীর জলধারা রুপালী ফিতের মত পড়ে আছে। পুরো ভাঁটা। দুটো বিশাল নোঙর অতিকায় ফড়িংয়ের মত উঁচু হয়ে আছে। গোটা কয়েক নৌকো একপাশে কাত। উত্তর পশ্চিম কোণে একটা ছেঁড়া মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। ঊর্ধ্বশায়ু কোণে বসে যেন কোন সাধিকা মাঝে মাঝে বীজমন্ত্র ছুঁড়ে দিচ্ছেন। দাঁতের ফাঁক দিয়ে সেই মন্ত্র বেরোবার সময় শক্তির চকমকি ঠুকে দিচ্ছে। একেবারে শেষ ধাপে একটি নিঃসঙ্গ ছায়া। বঙ্কিম ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, অবশ্যই কেউ বসে আছে। বঙ্কিম ধাপে ধাপে নেমে এল। কাছাকাছি আসতেই বঙ্কিমের চোখে পড়ল লোকটির মাথার ওপর দিয়ে গোলাপী ধোঁয়ার রেখা উঠছে। আর দেখার দরকার নেই। পরমেশ্বর ধূমপান করেন না। কয়েকটা ধাপ ওপরে বঙ্কিম থমকে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটি না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, কে, কৃষ্ণ এলি, এইবার জোয়ার আসছে, তৈরি হ'। বঙ্কিম বললে, না আমি কৃষ্ণ নই।

—তবে কে রাধারমণ?

—আজ্ঞে না আমি বঙ্কিম।

—সে আবার কে?

—আমি কেউ না।

—কেউ না তো কথা বেরোচ্ছে কোথা থেকে? দেখতে হচ্ছে একবার তাহলে।

বিশু ডাকাতের মত চেহারা লোকটির। বঙ্কিম একটু ঘাবড়ে গেল। ঘড়িটড়ি খুলে নেবে না তো! লোকটি ইতিমধ্যে কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়েছে, 'ও আপনি! বেড়ানো পার্টি।' খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা ক'টা বলে লোকটি আবার জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কুলকুল করে শব্দ উঠছে জলে। এই শব্দটা এতক্ষণ ছিল না। মাঝগঙ্গায় কালো মত কি একটা ভেসে চলছিল, উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে, একটু একটু করে উত্তরে সরছে যেন! জোয়ার এসেছে, জোয়ার।

বঙ্কিম বিষণ্ণ মনে ওপরে উঠে আসছে। একটি যুবক হই হই করে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়ালো, 'মামা চল, চল, জোয়ার এসেছে, নৌকো ভাসাও।' এই বোধহয় কৃষ্ণ! মামা ভাগ্নে মাছ ধরতে চলেছে। সারারাত জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, প্রথম আলোয় চকচকে ইলিশ নিয়ে বটতলার ঘাটে নৌকো বাঁধবে। লণ্ঠনের আলো থেকে অন্ধকারে এসে বঙ্কিম যেন আরো অন্ধকার দেখল। বড় ক্লান্ত লাগছে এবার।

আর তো পারা যায় না প্রভু! আন্ডার দি ওয়াইড এ্যান্ড স্টারি স্কাই, ডিগ দি গ্রেভ এ্যান্ড লেট মি লাই। খুব করেছো মাগো! মানুষের চক্রান্তে চক্রাকার ঘুরছি। একটা গরু অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে গলকম্বল থেকে সারাদিনের সংগ্রহ বের করে জাবর কাটছিল। চোখ দুটো গোল মার্বেলের মত জ্বলছে। বঙ্কিম বললে, দেখছো কি মা! আমি এক প্যান্ট পরা চিনির বলদ। এখন মরতে পারলে অমৃত পাই। হ্যাঁ, গ্ল্যাডলি ডিড আই লিভ এ্যান্ড গ্ল্যাডলি ডাই।

দু'পা আরো উত্তরে এগোলেই জেলেপাড়ার সেই বিশাল মাঠ। ঢালু হয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। গঙ্গার কোল ঘেঁষে বটতলার প্রশস্ত বেদী। পাশেই খুপরি ঘরে অপু ঠাকুরের আস্তানা। নামকরা হালুইকর। উত্তর আর দক্ষিণে দুটো গোলপোস্ট। বিকেলে ফুটবলের আসর জমে। দু'কোণে দুটো ল্যাম্প পোস্ট। দুটো আলো পড়ে মাঠটা কিছু আলোকিত। একপাশে সারি সারি কালীবাড়ির শিবমন্দির। রাস্তাটা মাঠের দুধার প্রদক্ষিণ করে পূব থেকে আবার উত্তরমুখী হয়ে দূর থেকে দূরে চলে গেছে। মন্দিরের ধ্বজার ওপর বসে কি একটা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকছে। রাতের ওপর তার ভীষণ আক্রোশ। হুহু হাওয়ায় মাঠের মাঝখান থেকে মিহি মিহি ধুলো ঘুরে ঘুরে শূন্যে উঠছে। রাস্তার আলো পড়ে মনে হচ্ছে ফিকে হলুদ ঘাঘরা পরে অজস্র নর্তকী যেন দ্রুত তালে গোল হয়ে নাচছে। বঙ্কিম প্রথমে বেদীটার কাছে এগিয়ে গেল। কয়েকটা শুকনো বটপাতা এলোমেলো হাওয়ায় এধার থেকে ওধার ছোটাছুটি করছে। মাদুর জড়ানো একটা বিছানা একপাশে গোল করে গুটোনো। অন্যদিন বটতলায় অনেক মৎস্যজীবী শুয়ে থাকে। আজ কেউ নেই। নদীতে জোয়ার এসেছে। অপু ঠাকুরের পুষ্যি গোটা-ছ'য়েক বেড়াল এখানে ওখানে থেবড়ে বসে আছে। বঙ্কিমকে সন্দেহের চোখে দেখছে। উঠি উঠি ভাব। আর একটু কাছে এস, দৌড়ে পালাবো। অপু ঠাকুরের ঝুপরি খালি। কোথাও হয়তো গাঁজার আসরে গেছে। বেড়ালগুলো অপেক্ষায় জেগে আছে।

সারা মাঠে বঙ্কিম ঘুরছে তার ছায়া কখনো সামনে কখনো পেছনে। এইবার তুমি কি করবে বঙ্কিম! আরো উত্তরে যাবে! তারপর আরো উত্তরে। এরপর প্রভাত, তারপর রাত, আবার প্রভাত। তুমি কি চলতেই থাকবে পরিব্রাজকের মত। একদিন হয়তো চলার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাবে। শেষে, শেষ কোথায় শেষ কোথায়, এই হয়তো হয়ে দাঁড়াবে তোমার অন্বেষা। ক্লান্ত বঙ্কিমের চিন্তায় কুয়াশা। জন্মসূত্রে পরিবেশের এ কি ক্রীতদাস করলে প্রভু! ছিঁড়তে চাই, কেটে বেরোতে চাই, বিবেকের রেশম আবরণে আমি এক রেশম কীট! হঠাৎ বঙ্কিমের চোখ পড়ল পূব দিকে। ল্যাম্প পোস্টের তলায় রাস্তার কল। পাশে এক সাব খোলার বাড়ি। অন্ধকার। কলের কাছে ফটফটে আলো। মাঠে ঢোকবার মুখে একটা নারকেল গাছের গুঁড়ি। আলো পড়ে মনে হচ্ছে একটা কুমির যেন শিকারের আশায় ওৎ পেতে শুয়ে আছে।

একটু আগে তো কলের কাছে কেউ ছিল না। এখন তবে কে? কলের মুখে ঝুঁকে পড়েছে একটি মানুষ। কলতলার শ্যাওলাধরা বাঁধানো জায়গার দু'দিকে দুটো পা। কাপড়টা গুটিয়ে ওপরের দিকে তোলা। পেছনের কাছাটা ঝুলে আছে। ঘি ঘি রঙের একটা চাদর পাগড়ির মত মাথায় জড়ানো। দূর থেকে বঙ্কিম এর বেশি কিছু দেখতে পেল না। তবু মনে হল পরমেশ্বর। দুটো পা সামনে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গি ঠিক পরমেশ্বরকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মাথায় একটা চাদর কেন? জ্যৈষ্ঠের গরমে প্রাণ যায়। এখন কেউ চাদর গায়ে দেয়! বঙ্কিম পশ্চিম প্রান্ত থেকে

পূবের রাস্তার দিকে প্রায় দৌড়োচ্ছে, তবে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে. চমকে দিলে চলবে না। এখন সে প্রায় পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারে। বঙ্কিমের হাতের নাগালে পরমেশ্বর। জলজ্যান্ত পরমেশ্বর। প্রেত নয়। সামনেই ছায়া পড়েছে। পরমেশ্বর কলের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, তাঁর ছায়াটা হুমড়ি খেয়ে সামনের একটা ঝোপে গোঁত্তা মারছে। বঙ্কিম ইচ্ছে করলে জাপটে ধরতে পারে। বঙ্কিম দেখছে। এ কি বেশ! এ যেন রাজবেশ! পাঁচ বছর আগে বঙ্কিম যে ইঞ্চি পাড় তাঁতের ধুতি. আর বাফতার শার্ট কিনে দিয়েছিল পুজোর সময়, সেই দুটো পরেছেন। এতকাল স্পর্শ করেননি। প্রিনসিপল। চিরকাল টুইলের সাদা শার্ট, মিডিয়াম ধুতি পরে এসেছি তাই পরব। নো বিলাসিতা। সারা জীবন কষ্ট করেছি, শেষ জীবনে কেন বিলাসিতা! সব রাতে বুধ গায়. থোড়ি হায় বাকি, থোড়ি কে লিয়ে তাল নেহি ছোড়ি। পরমেশ্বর, এ ম্যান অফ প্রিনসিপল। সেই তোলা জিনিস আজ বেরোলো কেন? পায়ে ঝকঝকে নিউকাট। বোধহয় আজই পালিশ করেছেন বেরোবার আগে। চারপাশে মাটির প্যাডিং লেগে আছে। বোঝাই যায় নরম মাটির ওপর দিয়ে বেশ কিছু আগে হেঁটেছেন। ক্রমশ শুকিয়েছে। মাথায় জড়ানো এণ্ডির চাদর। রিটায়ার করার আগে শখ করে কিনেছিলেন। অল্প শীতে মাঝেসাঝে গায়ে দিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতেন, কি কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাবেন। চাদরটা তোলাই থাকতো। আজ কেন বেরোলো! পরমেশ্বরের সব কিছুই রহস্যজনক। মনে তাঁর জটিল আবর্ত।

কলের প্যাঁচটাকে শেষ সীমায় ঘুরিয়েছেন। এক ফোঁটাও জল নেই। ঘড় ঘড় করে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের গলা থেকে যেমন শব্দ বেরোয় সেই রকম একটা শব্দ বেরোচ্ছে। এই সময় কলে জল থাকে না। পরমেশ্বর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন—'হায় প্রভু! অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুখায়ে যায়! বড় তেষ্টা পেয়েছে যে মা!' পরমেশ্বর টলমল করে নেমে দাঁড়ালেন. 'একটু জল পেলে যে ভাল হত!' ক্লান্ত পরমেশ্বর এবার আলোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বোঝাই যায় অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরছেন। বঙ্কিমকে দেখে একটু বিব্রত হয়েছেন। এতক্ষণ নিজের জগতে ছিলেন। চোখে আলো পড়লে ইদানীং দেখতে পান না, গ্লেয়ার লাগে। বঙ্কিমকে ঠিক চিনতে পারেননি। বয়েসলাগা শীর্ণ মুখে যতদূর সম্ভব একটা উদার ভাব এনে জিজ্ঞেস করলেন—'জোয়ার এসেছে ভাই, জোয়ার, ওঁরা বলছিলেন সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসবে।' বঙ্কিমকে বোধহয় জেলেপাড়ার কেউ ভেবেছেন।

পরমেশ্বরের বিষণ্ণ মুখ আর রাজবেশ দেখে বঙ্কিমের গলা প্রায় বুজে এসেছিল। পরাজিত রাজ্যহারা নৃপতি। পলাশীর প্রান্তর থেকে পলাতক বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। সিরাজউদ্দৌলা। রাণা প্রতাপ যেন খড়ের শয্যায় ঘাসের রুটি সামনে নিয়ে বসে আছেন। পোশাক যেন পরমেশ্বরের বার্ধক্যকে উপহাস করছে. যৌবন আর নেই পরমেশ্বর, তোমার দিন শেষ, তুমি তো বেঁচে আছো সময় ধার করে, এ তো তোমার জীবন নয়, জীবনের ইনারশিয়া। বঙ্কিম যেন চোখের সামনে পরমেশ্বরের ক্যারিকেচার দেখছে। বঙ্কিম আবেগ মেশানো গলায় ডাকলে, 'বাবা'!

হাতের তালু দিয়ে চোখ আড়াল করে পরমেশ্বর বঙ্কিমকে ভাল করে দেখলেন, তারপর নিজের বয়েসের চেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে অদ্ভুত তৎপরতায় প্রকাণ্ড একটা ঝুল কেটে, নারকেল গাছের গুঁড়িটাকে তিড়িং লাফে অতিক্রম করে দূর-দূর করে পশ্চিমে গঙ্গার দিকে ছুটলেন। পরমেশ্বর খিল খিল করে হাসছেন! বঙ্কিমের মনে হল তিনি সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ভাববার সময় নেই। বঙ্কিমও

ছুটলো পেছনে পেছনে। কি করতে চাইছেন এই বৃদ্ধ বয়সে। এ কি খেলা! পিতা পুত্র দু'জনেই অন্ধকার দিকটায় চলে এসেছে। পরমেশ্বর ঢালু পার বেয়ে জলের দিকে নেমে যেতে চাইছেন। অপু ঠাকুরের আটটা বেড়াল মাঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্কিম পরমেশ্বরের কোমরটা প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল। পরমেশ্বর পাশ কাটিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে আবার উল্টো দিকে ছুটলেন। সেই খিল খিল হাসি। বঙ্কিমও ঘুরে গেল। মধ্য মাঠে দু'জন বৃত্তাকারে ঘুরছে। মধ্য রাতে দুই শিশু যেন স্বপ্নে নির্জন এক মাঠে কবাডি খেলছে। বঙ্কিম ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। ভীষণ হারজিতের খেলা চলছে। পরমেশ্বর যেন মরণ পণ করে খেলছেন। বঙ্কিম কেবল পশ্চিম দিকটা গার্ড করে চলেছে। পরমেশ্বর কেবলই ফাঁক খুঁজছেন কেমন করে জলে গিয়ে নামবেন। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। আটটা বেড়াল এখন দর্শকের আসনে, দূরে দূরে। ভীষণ খেলার খেলোয়াড়দের দেখছে। বঙ্কিম বলছে, 'ছুটছেন কেন? ও রকম করছেন কেন?' পরমেশ্বর হাঁফাতে হাঁফাতে বলছেন, 'আজ আর তুই পারবি না বাবা, আজ আর তুই পারবি না।' পরমেশ্বর হঠাৎ একটা পশ্চিমে ফাঁক পেয়ে পিছলে যাচ্ছিলেন। কোথা থেকে কি হয়ে গেল, টাল সামলাতে না পেরে ধড়াস করে ঠিকরে পড়ে গেলেন ধুলোর ওপর। 'উঃ' করে আর্তনাদ করে উঠলেন। কাতর গলায় বললেন, 'ফাউল, ফাউল, ছেলে আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে, ল্যাং মেরেছে, রেফারী তুমি বাঁশি বাজাও।' বঙ্কিম দৌড়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। পরমেশ্বরের চাদর কিছু দূরে লুটিয়ে পড়ে আছে। বঙ্কিম কাছে আসতেই ভূমিশয্যায় শুয়ে শুয়েই পরমেশ্বর হাতজোড় করে বললেন, 'আমায় মারিসনি বাবা, আমায় আর মারিসনি, তোর বউকে আমি কিছু বলব না বাবা, তোর বউকে আমি কিচ্ছু বলব না, এই তোর পায়ে ধরছি বাবা, আর আমায় মারিসনি।' পরমেশ্বর সত্যি সত্যি বঙ্কিমের পায়ের দিকে হাত বাড়াতে গেলেন। হাত দুটো বঙ্কিম ধরে ফেলল। বরফের মত ঠাণ্ডা শীর্ণ দুটো হাত, উত্তেজনায় কাঁপছে। বঙ্কিম বললে, 'কে আপনাকে মেরেছে! আপনাকে কেউ কোন দিন মেরেছে!'

'ফ্যাটা ফ্যাট জুতো মেরেছে বাবা, তোর বউ মেরেছে বাবা, আর আমায় মারিসনি, তোরা আর আমায় মারিসনি।'

'মিথ্যে কথা, সব আপনার মনের ভুল।'

'ওঃ বাবা, বড় বড় চোখ করে ছেলে আমায় ধমকাচ্ছে। সেই বঙ্কিম, এতটুকু বয়স থেকে যাকে আমি মানুষ করেছি। আজ আমায় ধমকাচ্ছে, ভগবান! তোমরা দেখো, তোমরা দেখো।' বঙ্কিম ইতিমধ্যেই পরমেশ্বরকে তুলে বসাবার চেষ্টা করছে। বুকে হাত দিয়ে দেখছে। হার্টের রুগী, দেখা দরকার বুকটা ধড়ফড় করছে কিনা! যেভাবে পড়েছেন, লেগেছে নিশ্চয়। বৃদ্ধের শরীর। সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। বঙ্কিম হাত দিয়ে পরমেশ্বরের কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কেন অমন করছেন? আমরা যে আপনাকে কত শ্রদ্ধা করি তা কি বুঝতে পারেন না? আমরা যে এই বারোটা বছর আপনার ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি।' পরমেশ্বরের ছোট মাথাটা বঙ্কিম বুকে তুলে নিয়েছে। এ যেন আর এক কুরুক্ষেত্র। দৃশ্যটা কেবল উল্টে গেছে। অভিমন্যু তুলে নিয়েছে অর্জুনের মাথা। পরমেশ্বর এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'পারলুম না বাবা, বার বার তিনবার চেষ্টা করলুম, সেই তখন থেকে চেষ্টা করছি। তিনবারই মা গঙ্গা ফিরিয়ে দিলেন নিলেন না বাবা। কেবলই তোর মুখটা মনে পড়ল। তোর মুখে যে আমি তোর মাকে দেখতে পাই। এইবার পারবো।' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,

'এইবার নিশ্চয়ই পারবো। পারতেই হবে। তোদের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ওই দেখ কুলকুল করে গঙ্গা আমাকে ডাকছে। আমার সমস্ত মৃত আত্মীয়েরা ডাকছে। ওরে জোয়ার এসেছে, ছাড় ছাড়। আমি এবার যাই বাবা।' বঙ্কিম আবেগ আর চেপে রাখতে পারল না। তার সমস্ত শৈশবটা চাঁদের আলোর মত সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। বঙ্কিম কেঁদে ফেলল। চোখের সামনে ভাসছে সেই সব দৃশ্য, নির্জন খোয়াইয়ের ধার দিয়ে স্বাস্থ্যবান যুবক পরমেশ্বর শিশু বঙ্কিমের হাত ধরে পড়ন্ত বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। মান্দার হিলে ফাঁকা মাঠে ক্রিকেট খেলছেন বঙ্কিমের সঙ্গে। সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে দিচ্ছেন। ঘুড়ি উড়িয়ে দিচ্ছেন। মাটির পুতুল করে দিচ্ছেন। স্টোভে দুধ গরম করে খাওয়াচ্ছেন। অসুখের সময় সারা রাত জেগে সেবা করছেন।

বঙ্কিম ধরা ধরা গলায় বললে 'চলুন, বাড়ি চলুন, অনেক রাত হয়েছে। ওরাও সব বাইরে অন্ধকারে বসে আছে। চলুন, উঠুন।' পরমেশ্বর বললেন, 'আমি আর ফিরবো নারে। আবার মারবে, ফ্যাটা ফ্যাট মারবে। তোর বউকে আমি কিইচ্ছু বলব না বাবা। তোরা আমাকে আর মারিসনি।'

'আমার বউ কিছু বললে তার জিভ উপড়ে দেবো আপনি চলুন।'

'সে তুই পারবি না রে, তোর প্রেমের বউ প্রেম নিবেদন করবি, প্রেম, প্রেম।' শেষের শব্দটা মনে হল ফ্রেম বলছেন। আসলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। বঙ্কিমের বেদনার অনুভূতি এবার যেন আবার কঠিন হয়ে আসছে। পরমেশ্বর আবার খোঁচা মারতে শুরু করেছেন। বঙ্কিম বললে, 'আপনি যতটা প্রেম ভাবছেন তত প্রগাঢ় প্রেম সংসারে থাকে না, কেতাবে থাকে, প্রেমের নদীতে এখন ভাঁটা চলছে। চলুন, উঠুন। পারি কিনা দেখবেন।'

পরমেশ্বর ধুলোর ওপর আধবসা হয়ে ককাতে ককাতে বললেন, 'পারলে, পারলে তুই এই বারো বছরেই পারতিস, বেড়াল প্রথম রাতেই কাটতে হয়, তা যখন পারিসনি, হায় প্রভু।'

'আমাদের রাত কিছু দীর্ঘ, প্রথম রাতেই আছি এখনো, কাটাকুটির ব্যাপারটা আজই শেষ করব। চলুন, উঠুন, এর পর পুলিশে ধরবে।'

'তুই যা। সুখে সংসার কর বাবা। আমি আশীর্বাদ করছি খুউব সুখ হবে তোদের। আমি না থাকলেই দেখবি কত সুখ। তবে একটা কথা,' পরমেশ্বর মুখটা অদ্ভুতভাবে কোঁচকালেন, 'একটা কথা, নট মাই অ্যাডভাইস, এ সিমপল একস-পিরিয়েনস, ছেলের যখন বিয়ে দিবি, একটু ভাল ঘর দেখেশুনে মেয়ে আনবি, তা না হলে তুমিও পরমেশ্বর, তা না হলে তুমিও পরমেশ্বর।' মেঘ থেকে আলো ঠিকরে এসে পরমেশ্বরের মুখে পড়েছে। কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখের চারপাশে বয়েসের বলয়। গানের মত করে বলে চলেছেন, 'না হলে তুমিও পরমেশ্বর।' হঠাৎ পরমেশ্বর লাফিয়ে উঠলেন, 'না, না, জোয়ার থাকতে থাকতে চলে যাই, ওরে নৌকোটা খুলে দে, নোঙরটা তুলে নে।' লাফিয়ে উঠে দৌড়োবার চেষ্টা করে-ছিলেন। পারবেন কেন! কোমরে বহুদিনের সায়াটিকা তার উপরে সজোরে পড়ে গেছেন। হাতখানেক দূরে আবার ছিটকে পড়লেন। মাথাটা ঘাসের মধ্যে গুঁজে দিয়ে আর্তনাদ করছেন, 'এ কি হল প্রভু! এবার জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে। আরো ঝ্যাঁটা, আরো লাথি, আরো জুতো। হোয়াট পাসিং বেলস ফর দিজ হু ডাই এজ ক্যাটল, হোয়াট ক্যান্ডলস মে বি হেল্ড টু স্পিড দেম অল।'

চাদরটা মাটি থেকে ঝেড়ে তুলে নিয়ে বঙ্কিম আবার দ্বিতীয় পতনের জায়গায় এগিয়ে গেল। উরুভঙ্গ দুর্যোধন মধ্যরাতের কুরুক্ষেত্রে পড়ে আছেন। একটু দূরে

একটা গরুর গাড়ির চাকা পড়ে আছে। কর্ণের রথের সেই ভাঙা চাকাটা। দুটো হাতের ওপর দেহের ভর, পা দুটো পাশে ছড়ানো, একপাটি জুতো পা থেকে খুলে উল্টে আছে, ঘাড় থেকে মাথাটা মাটির দিকে ঝুলছে, টুকরো টুকরো পরমেশ্বর, ঘড়ির সমস্ত পার্টস যেন মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, নিষ্ঠা, আদর্শ, ডিসিপ্লিন, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ভাল, মন্দ, জীবন, মৃত্যু। পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বললেন, 'একটা কাজ কর, আমাকে তুই কোনোরকমে ওই পারে নিয়ে চল, তারপর আমি দেখছি প্যারি কি না। এবার আমি পারবো। তোকে দেখেছি, এবার আমি পারবো। থ্রিফোর্থ তো হয়েই গেছে, ওয়ানফোর্থ বাকি। তেল আর নেই রে, বুকোটাই জ্বলছে। জলের ঝাপটা না মারলে নিভবে না রে। বুকোজ্বলা প্রদীপ সংসারের বড় অমঙ্গল। নিভিয়ে দে, নিভিয়ে দে। এই দীর্ঘজীবনের অনেক জ্বালা। একে শেষ না করলে শেষ হবে না রে।'

বঙ্কিম মনে মনে ভাবছে পাশেই থানা, প্রয়োজন হলে পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে। কোনোরকমে বাড়িতে ফেলতে পারলে দিনের আলো ফুটুক তারপর ডাক্তার ডেকে স্ট্রং সিডেটিভ দিয়ে দিনকতক ফেলে রাখতে হবে। গভীর ঘুম, গভীর ঘুম। জীবিতের মৃত অবস্থা। বঙ্কিম আর একটুও সময় নষ্ট করতে চায় না। এবার সে রুথলেস। এখন সেই হবে পিতা, পরমেশ্বর অবুঝ সন্তান। পরমেশ্বরের ঘামে ভেজা বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে বঙ্কিম তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর শিথিল। যেন ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নে প্রলাপ বকে চলেছেন, 'আই উইল নট ট্রাবল দি, মাই চাইল্ড, ফেয়ার ওয়েল, আমি দণ্ডী খাটতে খাটতে মায়ের কোলে গিয়ে উঠবো, পতিতোদ্ধারিণী মা আমার, তোর কত সুবিধে হবে রে বঙ্কিম, অপঘাতে মৃত্যু, খাট নেই, কাঠ নেই, শ্মশানযাত্রী নেই, শ্রাদ্ধ নেই, অশৌচ নেই, তোর কোনো খরচও নেই, ঝকলিফও নেই।' পরমেশ্বর কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্কিম নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে পরমেশ্বরের একটা হাত ঘুরিয়ে নিতে পেরেছে। শরীরের ভার এখন বঙ্কিমের ওপর। বঙ্কিম খুব সাবধানে উত্তেজনা চেপে রেখে কথা বলার চেষ্টা করছে। একই বৃক্ষের দুটি ডাল, পুত্র আর সন্তান, ডিরাইভড ফ্রম দি সেম স্টক। দুটো শরীরে, একটি আর একটির অপভ্রংশ। কত কাছের, তবু কত দূরের! হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় প্রায় স্পর্শই করে আছে, তবু ব্যবধান দুস্তর। মাঝখানে অভিমানের নদী ঝোড়ো হাওয়ায় ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। সঙ্গীতের মত করে বঙ্কিম বললে, 'এবার চলুন বাবা, যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এবার চলুন, প্লিজ এবার চলুন।'

প্রতি মুহূর্তে বঙ্কিম বোঝার চেষ্টা করছে, পরমেশ্বর প্রকৃতই অপ্রকৃতিস্থ না নিপুণ অভিনেতা। উল্টোনো জুতোটা সোজা করে পরিয়েছে। বঙ্কিমের কাঁধে ভর দিয়ে পরমেশ্বর এক পা এক পা করে হাঁটছেন। থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে। দূরে একটা স্টিমারের গম্ভীর ভোঁ। বন্দরে যেন জাহাজ ভিড়েছে। প্রবাসী পরমেশ্বর অনেকদিন পরে যেন ঘরে ফিরছেন। বঙ্কিম তাঁকে রিসিভ করে নিয়ে চলেছে। অদূরে জোয়ারের নদীতে অজস্র শিশুর উন্মাদ মিছিল চলেছে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে। অনেকটা দূরে পারাপারের সেতু আলোর ধনুকের মত এপার থেকে ওপারে পড়ে আছে। অর্জুনের ফেলে দেওয়া গাণ্ডীবের মত। আকাশের মাথায় বায়ু কোণে কালো মেঘের ওষ্ঠে বিদ্যুতের ঝিলিক। কৃষ্ণ যেন বলছেন, ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ।

পরমেশ্বর অস্ফুট অনর্গল নেশাচ্ছন্নের মত 'কিং লিয়র' থেকে আবৃত্তি করে চলেছেন। অভিনয় শেষে ঘোরলাগা অভিনেতার মত। বঙ্কিমের ঘাড়ের কাছে গরম

নিঃশ্বাস পড়ছে। গুঞ্জনের মত শুনছে—

বাট ইয়েট দাও আর্ট মাই ফ্লেশ, মাই ব্লাড
অর বেদার এ ডিজিজ দ্যাট ইজ ইন মাই ফ্লেশ
হুইচ আই মাস্ট নিড্স কল মাইন, দাও আর্ট এ বয়েল
এ প্লেগ-সোর এন এমবসড কার্বাংকল
ইন মাই করাপটেড ব্লাড।
বাট আই উইল নট চাইড দি,
লেট শেম কাম হোয়েন ইট উইল, আই ডু নট কল ইট
মেন্ড হোয়েন দাউ ক্যানসট, বি বেটার এট দাই লিজার।

এই ধরনের ইনটেলেকচুয়াল খোঁচা বঙ্কিমের অসহ্য লাগছিল, তবু সে পিতৃভক্ত শ্রবণের মত পিতা পরমেশ্বরকে বহন করে নিয়ে চলেছে। বৃদ্ধের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অসাধারণ সহ্যশক্তি। স্মৃতিই আপনার শত্রু। বঙ্কিম যেতে যেতে ভাবল। আমি জানি এই বাষো বছরের প্রতিটি সাংসারিক কথাবার্তা পিনকুশানের আলপিনের মত আপনার স্মৃতিতে গাঁথা আছে। আপনি শুধু গ্রহণই করেন, অথচ সংসারে সুখী হবার নিয়ম, গ্রহণ বর্জন।

গোটাকতক কুকুর একই ট্রাবল দিল। ঘেউ ঘেউ করে রাত্রিকে চমকে দেবার চেষ্টা। বঙ্কিম ফিরে চলেছে আরো একটা নির্জন পথ ধরে। দু'ধারে খোলা মাঠ, বাগান, পুকুর। রাত অন্ধকার। কোনো কোনো রাত বোধহয় বেশি অন্ধকার। আলকাতরার নদীতে বঙ্কিম সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলেছে। ফাঁকা মাঠে আকাশ খেলা করছে আলোর আভাস নিয়ে। পুকুরের জলে তারারা মুখ দেখছে। রাত্রি এখন ভরা যুবতী।

বাড়ির গ্রিল গেটের সামনে এসে বঙ্কিমের মনে হল, হোম হি ব্রিংস দি ওয়ারিয়ার হাফ ডেড। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই রাত শেষ হবে। তারকাপুঞ্জ পশ্চিমে হেলেছে। দূরে একটা কুকুর বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল। বঙ্কিম নিজের ভেতরেও একটা আর্তনাদ শুনতে পেল, কতকালের তৈলহীন বন্ধ একটা দরজা যেন ধীরে ধীরে খুলছে। দীর্ঘকালের বন্দী, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে একটা হাওয়া যেন গায়ে লাগছে। সামনে থমকে আছে অন্ধকার শূন্যতা। ভয়। আর কয়েক পা দূরে ফেরোসাস প্রতিমা, বাঘিনী। রয়েল বেঙ্গল কাঁধে 'কিল' নিয়ে ঢুকছে। পার্রিং এ্যান্ড ওয়াগিং টেলস। ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তোমার বউ রইল বাগানে পড়ে, ভীমরুলের মত মশার ব্লাডব্যাঙ্ক, আদিখ্যেতা করতে গেলেন বাপকে নিয়ে, ওরে আমার বেপো!

ব্যানিশ অল ফিয়ার্স। বঙ্কিম গেটের ক্যাচারটা খুললো। খুলতে খুলতে মনে হল তার কানের কাছে মিশনারী কলেজের পাদ্রী প্রিন্সিপ্যাল বলছেন, 'বঙ্কিম, দি গেট ইজ ন্যারো অ্যান্ড দি ওয়ে ইজ হার্ড দ্যাট লিডস টু লাইফ, এ্যান্ড ফিউ পিপল ফাইন্ড ইট।' আমি পেয়েছি ফাদার। আমার কাঁধে ফাদার। এই দ্যাখো আমাদের ন্যারো গেট, আর সামনেই আমার লাইফ এ্যান্ড ডেথ। আভি হো জায়গা ফিন এক পক্কড়। অদ্যই শেষ রজনী আমার মহান নীশে।

বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে প্রতিমা ঘুমোচ্ছে। বেশ গভীর ঘুম। একটা ধাপে ছেলে, আর এক ধাপে মেয়ে। পরমেশ্বর তখনো বলছেন, 'ফ্যাটা ফ্যাট লাগাবে। এইবার বুঝবি বুড়ো ঠেলা। আমি তোর বউকে কিছু বলব না বাবা, আমাকে

তোরা মারিসনি।' বঙ্কিমের শ্রবণেন্দ্রিয় তখন কাজ করছে না। সে দেখছে প্রতিমাকে। বুকের কাপড় সরে গেছে। দৃশ্যটা ইমিডিয়েটলি সেনসার করা উচিত। কিন্তু কি করে করবে, কাঁধে পরমেশ্বর। ঘুমোচ্ছে, শান্ত। জাগলেই ডিনামাইট। ব্র্যাম করে ছিটকে উঠবে এবং সেইটাই হবে ওস্তাদের শেষ রাতের মার। স্বপন যদি এতই মধুর, তবু জাগাতেই হবে, না জাগালে নাটক জমবে না যে! পরমেশ্বর আবার লিয়র। বঙ্কিমের কাঁধ থেকে হড়কে নেমে পড়ে, পা জড়ানো প্রতিমার সামনে নতজানু—

আই কনফেস দ্যাট আই অ্যাম ওল্ড
এজ ইজ আননেসাসারি,
অন মাই নীজ আই বেগ
দ্যাট ইউ উইল ভাউচসেফ
মি রেমেণ্ট, বেড এ্যান্ড ফুড।

প্রতিমার পায়ে হাত দিতে গেলেন, বঙ্কিম তাড়াতাড়ি হাত দুটো চেপে ধরল, 'করছেন কি?' প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে বসল। মুখ দেখে মনে হল নাটকের শেষ দৃশ্যে জেগে উঠেছে। কাহিনী, চরিত্র সব গুলিয়ে গেছে। ঈশ্বরের কি অসীম কৃপা! একসপ্লোড করল না। স্বপ্নে বোধহয় কুললক্ষ্মী হয়ে গেছেন। সামনে নতজানু পরমেশ্বরকে দেখে ঘুম চোখে অবাক প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?' বঙ্কিম ঠোঁটে আঙুল রাখল। প্রতিমা দরজার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

'চাবিটা দিন।'

পরমেশ্বর জামার তিনটে পকেট হাতড়ে বললেন, 'পকেটেই তো ছিল, গেল কোথায়, বোধহয় পড়ে গেছে।' পরমেশ্বরের কাণ্ড দেখে এইবার বঙ্কিমের ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল। এ রাত শেষ হবে তো! শেষ তো হবেই তবে কোন্ ঊষার দিকে যাচ্ছে! চাবিটা সেই ফাঁকা মাঠেই পড়ে আছে। কে যাবে? গেলেই পরমেশ্বর পালাবেন। গেলেও এই অন্ধকারে একটা ছোট্ট চাবি খুঁজে পাবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বঙ্কিম খেপে গিয়ে বউকে বললে, 'মারো দরজায় তোমার গোদা পায়ের লাথি। অনেক ধাষ্টামো হয়েছে, আর সহ্য হচ্ছে না।'

পরমেশ্বরের লিয়রের পোশাক সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। সেই ক্যালকুলেটিং পরমেশ্বর। পরমেশ্বর বসে বসে বললেন, 'সাড়ে চারশো টাকা দাম। দাঁড়া আর একবার ভাল করে দেখি!' বঙ্কিম এবার প্রায় ধমকে উঠল, 'দেখুন।' কিছুক্ষণ পরে পরমেশ্বর বললেন, 'পেয়েছি। এই তো পৈতেয় বাঁধা খুলে নে, আমার হাতে জোর নেই।'

বঙ্কিম প্রায় হ্যাঁচকা টানে চাবিটা পৈতের ফাঁস থেকে খুলে নিয়ে প্রতিমার হাতে দিল। পরমেশ্বর উঃ করে উঠলেন। বঙ্কিম আর তেমন গ্রাহ্য করল না। মনের বাইরে আবার কঠিন ক্যাপসুল তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা দরজাটা খুলে ফেলেছে। তালাটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। ছেলে আর মেয়ে ঘুমচোখে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিমের মনে হল দরজার সামনে মেঝেতে কি সব ছড়িয়ে পড়েছিল। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে এক কোণে জড় হল। দরজার বাঁ পাশেই আলোর সুইচ। প্রতিমা হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতেই জোরালো আলো শিকারী বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর আলোর শাস্তিতে চোখ ছোটো হয়ে গেল। প্রতিমা মেঝের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'এ কি, তোমার ফেদার ডাস্টারটা কে এইভাবে ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছে?'

বঙ্কিম পরমেশ্বরকে আবার দাঁড় করাতে করাতে বললে, 'মবুক গে ফেদার

ডাস্টার, নিজেদের ফেদারই সব ঝরে গেল।' প্রতিমা একটা পালক মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বললে, এ কি? এতো পায়রার পালক! প্রতিমা কাপড়টাকে পায়ের গোছের ওপর সামান্য একটু তুলে প্রায় দৌড়ে সিঁড়ির যে ধাপে পায়রাটা ঝুড়ি চাপা ছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল। বঙ্কিম ইতিমধ্যে পরমেশ্বরকে ঢোকার মুখের দুটো ধাপ পার করে এনে দরজার মুখটায় দাঁড় করিয়েছে। আলোতে পরমেশ্বরকে বীভৎস দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কবর থেকে উঠে এসেছেন। পরমেশ্বরের যেন রেজারেকসান হয়েছে। দি সান অফ ম্যান ইজ অ্যাবাউট টু বি হ্যান্ডেড ওভার টু মেন হু উইল কিল হিম, বাট অন দি থার্ড ডে হি উইল বি রেজড টু লাইফ।

প্রতিমা সিঁড়ির চওড়া ধাপে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ সব শেষ হয়ে গেছে।' পায়রা চাপা ঝুড়িটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে এসে একপাশে মুখ থুবড়ে পড়ল। চারদিকে পায়রার নরম নরম পালক হাওয়ায় উড়ছে। প্রতিমার 'যাঃ' শুনেই অপূর্ব ছুটেছে। মা আর ছেলে দুজনেই সিঁড়িতে। অপূর্ব প্রথমটায় উবু হয়ে বসল, তারপর সিঁড়ির হাতল ধরে উঠে দাঁড়াল। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল বঙ্কিম আর পরমেশ্বরের যুগল মূর্তির দিকে। মুখটা ক্রমশ বিকৃত হচ্ছে। এক সময় ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল—আমার পায়রাটা খেয়ে ফেলেছে। প্রতিমা বলছে, 'এ সেই মুখপোড়া কেলে বেড়ালটার কাজ। যেই দেখেছে বাড়িতে কেউ নেই।'

অপূর্ব যেন পায়রাপক্ষের ব্যারিস্টার। এজলাসের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কচি হাতের একটা আঙুল তুলে পরমেশ্বরকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'এটা দাদির জন্যে হল, এটা দাদির জন্যে হয়েছে, আমার পায়রা।' পায়রা শব্দটা কান্নায় ভাঙা গলায় একটু বিকৃত শোনালো 'আমার পায়রা, আমার পায়রা।' দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাতাসে পালক উড়ছে। এই পায়রার জন্যে অপূর্ব সকালে মার খেয়েছে। এখনো সোঁটা সোঁটা হয়ে আছে গায়ে স্কেলের দাগ। এই পায়রা পরমেশ্বরের পুঞ্জীভূত বেদনার স্তূপে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। কয়েক ঘণ্টায় সংসারের সমস্ত জোড়াতালি খুলে দিয়েছে। সেই পায়রা এখন কোন এক চতুষ্পদের পরিপাক যন্ত্রে, পাচকরসে, উষ্ণ উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে।

ঘটনাস্থলে হত্যাকাণ্ডের ক্লু খুঁজতে খুঁজতে প্রতিমা ছেলেকে বলছে, 'তোমার দাদির জন্যে পায়রা কেন, এবার একে একে আমরাও যাবো, প্রায় তো মেরেই এনেছেন।' বঙ্কিম চিৎকার করে বউকে শাসন করল, 'শাট আপ, একটাও অবান্তর কথা নয়!' বঙ্কিম পরমেশ্বরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, প্রতিমার জিভ উপড়ে ফেলবে, আজ রাতেই কাটবে বেড়াল, যে বেড়াল পরমেশ্বর-পায়রার পালক ছিঁড়ছে নখে করে এই বারো বছর। প্রতিমা বললে, 'শাট আপ কেন? উনি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে না যেতেন, এই কাণ্ডটা হত না। দেখ না পায়রাটাকে কিভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে!' প্রতিমার চোখেও জল। বঙ্কিমের মন থেকে দ্বিপ্রহরের প্রেমের ক্যামফার উড়ে গেছে। প্রেম বড় কঠিন সরোবর। বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যায় না। বঙ্কিম মনে মনে বললে, 'নারী, তুমি তো এই একটি কাণ্ড দেখেই অস্থির হচ্ছ। অস্থিরতাই তোমাদের ধর্ম। আরো কত কাণ্ড ঘটে গেল, তা যদি দেখতে, পেটিকোট পরে ধেই ধেই নাচতে।' মুখে বললে, 'উনি কি তোমাদের বাড়ির দরোয়ান, বসে বসে বাড়ি পাহারা দেবেন!'

'দরোয়ান ভাবলেই দরোয়ান, মালিক ভাবলেই মালিক। ওনার বাড়ি আমরা সবাই আশ্রিত। তুমি যখন বাইরে যাও আমরা কার আশ্রয়ে থাকি? মনেই মথুরা, বুঝেছো?'

প্রতিমা দর্শনের কথা বলছে। বাকি রাতটা দেখছি পায়রার পক্ষে বিপক্ষে

সওয়াল জবাবেই শেষ হয়ে যাবে। এরা শেষ রাতে আবার পরমেশ্বরকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলে বলবে, 'দাও আর্ট গিলটি অফ এ মার্ডার কমিটেড বাই ইওর নেগলিজেনস—'

অপূর্বর কান্নাটা হঠাৎ বেড়ে গেল, 'এই দেখো মা, মুণ্ডুটা পড়ে আছে।' প্রতিমা ঝুঁকে পড়ল, আর উঠল না। অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন আপনি চলে গেলেন দাদি?' বঙ্কিম ইতিমধ্যেই পরমেশ্বরকে নিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর একটাও কথা বলেননি। অনেক কথা বলে তিনি বোধহয় ক্লান্ত। প্রতিমা পায়রার ছিন্ন মুণ্ডুটার সামনে উবু হয়ে বসে আছে। করুণ মুখে চোখের জল। নারকীয় হত্যাকাণ্ড। দুটো পায়ের নখ একপাশে ছিটকে পড়ে আছে। যে পা আর কোনদিন হাঁটবে না। ফোঁটা ফোঁটা রক্তের আলপনা চতুর্দিকে। দেয়ালের কোণে দুটো ডানা, যে ডানা শূন্যতাকে আর কোনদিন খুঁজবে না। ছোট্ট মাথাটা উল্টে আছে। মৃত চোখে মরণাতঙ্ক স্থির। ঠোঁট দুটো ফাঁক। প্রাণটা ঠেলে এই পথেই বেরিয়েছে। ছোটো ছোটো মুড়ির দানা চারদিকে ছড়ানো। কয়েকটা রক্তে ভিজে লাল মরকত মণির মত পড়ে আছে। সদ্য সমাপ্ত একটি মাংসাশী জীবের ভোজের দৃশ্য।

বঙ্কিমের চোখে জল এসে গেল। দুপুরে সে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বঙ্কিম পরমেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল। কাস্টোডিয়ান টার্নড এ শার্কার। পরমেশ্বর তাকিয়ে আছেন বঙ্কিমের দিকে। সারা মাথায় মুখে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো। জামায় ময়লা। ধুতির এখানে ওখানে কাদা। ইন সাইলেনস দে কমিউ-নিকেট। বঙ্কিমের জলভরা চোখ বলছে, ছি ছি, একি করলেন। মুড়ি তো আমরা কেউ দিইনি। আপনিই দিয়েছেন, তখন কি ঝুড়ি চাপা দেবার কথা মনে ছিল! সব কিছুর প্রতি কেন আপনার এই তাচ্ছিল্য! ইদানীং নিজেরটা ছাড়া অন্য আর কিছু বোঝেন না কেন! হোয়াই শুড গড রিওয়ার্ড ইউ ইফ ইউ লাভ ওনলি দি পিপল হু লাভ ইউ? ইভন দি ট্যাকস কালেকটারস ডু দ্যাট।

পরমেশ্বরের চোখ বলছে, আর নিজেকে ঢেকে রাখতে পারছি না। তোমাদের সামনে আমি এখন কাঁচের মানুষ। আমার ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরমেশ্বরের ঘোলাটে চোখ জল ভাঙছে। প্রতিমা হঠাৎ ফিরে চাইল। পরমেশ্বরকে সে এখন স্পষ্ট দেখছে। যে জায়গা থেকে পরমেশ্বর এতকাল প্রতিমাকে দেখে এসেছেন, সেই জায়গা থেকে প্রতিমা দেখছে পরমেশ্বরকে। 'এ কি' বলে প্রতিমা তাড়াতাড়ি সব ফেলে, সব ভুলে নেমে এল। পরমেশ্বরকে দেখে সে বোধহয় চমকে উঠেছে। ঠিক মাথার ওপর থেকে সোজা আলো ফেলছে ফ্লোরেসেণ্ট বাতি। ধূলিধূসর পিতাপুত্র যেন এক পালকের পাখি।

'ওনার হাঁটুর কাছের কাপড়টা রক্তে জব জব করছে তুমি দেখনি?' প্রতিমা নিচু হয়ে দেখতে গেল। পরমেশ্বর চিৎকার করে বললেন, 'খবরদার।' প্রতিমা চমকে সোজা হল। বঙ্কিম পরমেশ্বরকে ধরে রেখেছিল। খবরদার বলার প্রচণ্ড শক্তি দেখে বুঝলো, সাহায্য ছাড়াই তিনি দাঁড়াতে পারবেন। ব্যাটারি রিচার্জিং হয়ে গেছে। হয় এসপার না হয় ওসপার। আজকে সে এই পরিবারের জোড় খুলে দেবে, নো ট্রাকস্টার এ্যান্ড হাকস্টার উইথ এ টাইটানিক টাইর‍্যাণ্ট। পরমেশ্বর কিন্তু খবরদার বলার শক্তিটা ধরে রাখতে পারলেন না। প্রদীপ যেন জ্বলে উঠেই আবার মৃদু মৃদু হয়ে গেল। তিনি প্রায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আগে বিচার হোক, মাই লাস্ট জাজমেণ্ট। আমি খুনী। আই অ্যাম এ মার্ডারার। যে-সব খুনের কোনো সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই, কোনো আদালতে যার

বিচার হবে না। আমার মনেই আছে সাক্ষী, জুরী, বিচারক। এই সংসারটা আমার মার্ডার প্লট।'

প্রতিমা কিন্তু নিজের কাজ করে চলেছে। পরমেশ্বরের উচ্ছ্বাস বা আবেগ, তাকে কাবু করতে পেরেছে বলে মনে হল না। কোনোকালেই পারেনি। আজ কি করে পারবে! তার পলিসি, স্পিক আউট এ্যান্ড একজস্ট ইওর ফিলিং। সে ড্রয়ার খুলে তুলো বের করেছে, ডেটলের শিশি এনেছে। পরমেশ্বরের হাঁটুর সামনে পা মুড়ে বসতে বসতে বঙ্কিমকে সাবধান করেছে, 'চেপে ধর, এক্ষুনি লাফিয়ে পালাবেন। ও'কে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।' বঙ্কিম পরমেশ্বরকে বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। দেহটাকে এই মুহূর্তে সে হয়তো ঘৃণা করছে, কিন্তু পিতৃত্বকে সে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কর্তব্যকে সে মান্য করে। প্রতিমা মেয়েকে হুকুম করেছে, দাদির কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে ধর। অপূর্বকে বলেছে পাখাটা নিয়ে আয়।

পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বন্দী। সত্যিই তিনি মাইনরিটি। বঙ্কিম ল' অফ মালটি-প্লিকেশানে ক'বছরেই শক্তি বাড়িয়ে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে সে ব্যাটেলিয়ান তৈরি করতে পারে, অক্ষৌহিনী বাহিনী গড়তে পারে। সে শক্তি ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। তুলোর ড্যাবারে ডেটলের প্রথম প্রলেপ হাঁটুর থ্যাঁতলানো জায়গার ওপর পড়েছে। পরমেশ্বরের মুখটা কুঁচকে উঠেছে।

'উঃ আই হ্যাভ কিলড ইওর মাদার, তোর মাকে।'

উঃ তোর জ্যাঠাইমাকে।

উঃ তোর জ্যাঠামশাইকে।

উঃ তোর শ্বশুরকে, হীরালালকে।

প্রতিমা দ্রুত হাতে সব ক'টা ক্ষতে ডেটল চালাচ্ছে। অপূর্ব ফ্যাটাফ্যাট পাখা চালাচ্ছে। শুভা কখন এপাশের কখন ওপাশের কাপড় ক্রমশই ওপরে তুলছে। কাপড়ের ফ্রন্টিয়ার যত সরছে নতুন নতুন ক্ষত বেরোচ্ছে। পরমেশ্বরের খুনের তালিকায় প্রতিমা একটা যোগ করল, 'তোর শ্বশুরকে।'

উঃ তোর শ্বশুরকে, হীরালালকে।

উঃ তোদের প্রত্যেককে, তোদের প্রত্যেককে আমি খুনের ষড়যন্ত্র করেছি।

উঃ দগ্ধে দগ্ধে, তিলে তিলে, আই অ্যাম দ্যাট মার্ডারার, নাও ডিটেকটেড।

উরে বাপরে, বউমা, ভীষণ জ্বলছে।

প্রতিমার হাত থেকে তুলো পড়ে গেল, ডেটলের শিশিটা অপূর্বর হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক প্রতিমা, পরমেশ্বরের জলে ভেজা যন্ত্রণাকুঞ্চিত মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি করে বেরোলো ওই ছোট্ট শব্দটা। বারো বছর যে শব্দটা শোনার জন্যে সে আকুল। পেন কার্ভ কতটা উঠলে মানুষের মধ্যে দেবতার জন্ম হয়। প্রতিমা চোখের সামনে দেখছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে, চারিদিকের ক্ষতস্থান থেকে জমাট রক্ত নেমেছে, মাথায় কাঁটার মুকুট, ছিন্ন বসন, গ্যালিলির মানুষরা যেন তাঁকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছে। প্রতিমা শাড়ির আঁচলটা তুলে পরমেশ্বরের মুখটা মুছিয়ে দিতে গিয়ে, 'বাবা' বলে পরমেশ্বরের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পরমেশ্বর দু'হাত দিয়ে প্রতিমাকে বুকে টেনে নিলেন। একটা হাত মাথার পেছন দিকে সস্নেহে রাখলেন। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। পায়ের চারপাশে পায়রার পালক উড়ছে। বাইরে হাওয়ার রাত। হঠাৎ বঙ্কিম আবিষ্কার করল সে পাশে পড়ে গেছে, তার আর কোনো ভূমিকাই নেই।

দুটো, বরফের স্তূপ পাশাপাশি ভেসে চলেছিল হঠাৎ শব্দ করে এক হয়ে গেল।

হে মুনি, তোমার এ যজ্ঞ কি ঠিক হয়েছে! বঙ্কিমের সংশয় প্রশ্ন করেছিল পরমেশ্বরের কৃচ্ছ্রতা বিলাসী মনকে। পরমেশ্বরেরও বোধহয় সংশয় ছিল। স্পষ্ট করে কিছু বলার আগেই কোথা থেকে একটা নেউল এসে যজ্ঞের নিভে যাওয়া আগুনের ভস্মের ওপর বারকতক লুটোপুটি খেল। স্বর্ণময় নেউলের শরীর। পরমেশ্বরের বুকে স্বর্ণময় প্রতিমা। বৃদ্ধ চোখ তুলে বঙ্কিমের দিকে তাকালেন—'দেখ, দেখ ব্যাটা, আমার যজ্ঞ বিফল হয়নি।'